পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 218 Wednesday, 9 July, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২১৮ সংখ্যা ✱ ২৪ আষাঢ় ১৪৩২, বুধবার, ৯ জুলাই ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

গড়িয়াহাট আইটিআইতে রাত হলেই নাকি ভোজপুরি গান বাজে, সঙ্গে মদের পার্টি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাইঃ কলেজ থেকে পাশ করেছেন ১৩ বছর আগে, কিন্তু কলেজই এখন তাঁর অঘোষিত সাম্রাজ্য। নিয়মকানুন, যাতায়াত, এমনকি রাতভর পার্টি, সবই চলে তাঁর ইচ্ছেমতো। দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটের সরকারি আইটিআই কলেজের প্রাক্তনী সঞ্জয় চৌধুরীর 'দাদাগিরি' ঘিরে তীব্র অসন্তোষ। সম্প্রতি কসবা ল কলেজে মনোজিৎকাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই নানা কলেজ চত্বরে নজরদারি শুরু হয়েছে। আর তাতেই উঠে এল গড়িয়াহাট আইটিআই-তে সঞ্জয়ের দাপটের কাহিনি। অভিযোগ, কলেজে রাতভর চলে মদ্যপান, বেজে ওঠে ভোজপুরি গান, উদ্দাম জন্মদিনের পার্টি তো লেগেই থাকে। মধ্যরাতেও কলেজের গেট খোলা,

'সঞ্জয়দাদার' শাসন?

আলো জ্বলে, আর সেই আলোয় জমে ওঠে 'সঞ্জয়দাদা' ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের আড্ডা। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশীদের দাবি, কলেজ চত্বরে কখনও কখনও মেয়েদেরও ডেকে আনা হয়। এলাকায় তৈরি হয়েছে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। স্থানীয়দের প্রশ্ন, একজন প্রাক্তনী কীভাবে দিনের পর দিন কলেজ চত্বরে এমন 'রাজত্ব' চালাতে পারেন? শিক্ষক-কর্মচারীদের অধিকাংশই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। যে কারণে স্পষ্টতই ভয়ের বাতাবরণ রয়েছে। আর সেই সুযোগেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে 'সঞ্জয় দা'র শাসন। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসন এবং শিক্ষা দফতর অবিলম্বে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করুক। না হলে এইভাবে কলেজ চত্বরে 'দাদাগিরি' চলতেই থাকবে। দক্ষিণ কলকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন বিশৃঙ্খলা মেনে নেওয়া যায় না বলেই হুঁশিয়ারি প্রতিবাদীদের।

'কোনও ভেজাল নেই, দাম ছিল আর থাকবে'

শমীকের সঙ্গে বৈঠক শেষে পুরনো মেজাজে দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাইঃ 'মার্কেটে যার দাম থাকে তাঁকে নিয়ে অনেক জল্পনা হয়...'। রাজ্য বিজেপির নবনির্বাচিত সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। একই সঙ্গে স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর মধ্যে কোনও ভেজাল নেই, তাই এত দাম। বিগত কয়েক দিন ধরেই দিলীপ ঘোষের 'দলবদল' নিয়ে চর্চা হচ্ছিল। এ খবরও রটে গেছিল যে, বঙ্গ গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে তাঁর এতটাই দূরত্ব তৈরি হয়েছে যে তিনি তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন। এমনকী ২১ জুলাইয়ের মঞ্চেও নাকি তাঁকে দেখা যেতে পারে! এসব জল্পনা যখন চলছে ঠিক তার মাঝেই মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেন দিলীপ। এ দিন, বিজেপি-র সভাপতিত্ব গ্রহণের পর শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ হল তাঁর। শমীক বিজেপি-র অনেক পুরনো নেতা। দিলীপেরও সিনিয়র। একসঙ্গে রাজনীতি করেছেন দু'জন। যে সময় বারবার খবরে রটছে দলের সঙ্গে দিলীপের দূরত্ব নিয়ে, শমীক রাজ্য সভাপতি হতেই তা যেন মিলিয়ে গেল। অন্তত এ দিনের ছবি সেই কথাই বলল। একটি সোফায় পাশাপাশি বসে দলের দুই পুরনো নেতা কাটালেন কিছু সময়। কথা বললেন একে অপরের সঙ্গে। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সব বিতর্কের অবসান ঘটান। দিলীপ

বলেন, ''বাজারে যার দাম থাকে তাঁর সেলের কথা ওঠে। যাদের দাম নেই তাঁদের কিনবে কে? তাঁরা রাস্তায় পড়ে থাকে। দিলীপ ঘোষের দাম আছে, দাম থাকবে। দিলীপ ঘোষ সেলেবেল নয়।'' এই মন্তব্য করার পাশাপাশি শমীক ভট্টাচার্যরও ভূয়শি প্রশংসা করেন বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা। স্মৃতিচারণ করে বলেন, ''এক সময়ে শমীকদার পথেই তিনি হেঁটেছেন। যখন দলে এসেছিলাম তখন শমীকদা আমার সিনিয়র ছিলেন। নতুন-পুরনো সব কর্মীরা মিলেই দলকে এই জায়গায় এনেছে। লড়াই জারি থাকবে।'' শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে ঠিক কী কথা হল সেই প্রসঙ্গে দিলীপ জানান, পুরনো বিজেপি কর্মীরা যে তাঁর সঙ্গে রয়েছে তা স্পষ্টত জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া নিজের জেলায় (মেদিনীপুর) তাঁকে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দিলীপ। তাঁকে ঘিরে বহু কর্মীর আবেগ রয়েছে এই প্রসঙ্গে দিলীপের সাফ কথা, ''আবেগ দিয়ে আমরা পার্টি দাঁড় করিয়েছি। ঘাম-রক্ত দিয়েছি। ১৫০ জনের বেশি কর্মী প্রাণ দিয়েছে। সেই আবেগের আগুন বুকের মধ্যে আছে। শুধু আমার নয়, শত শত কর্মীর। যতই বৃষ্টি হোক, আবেগের আগুন নিভে যেতে দেব না।'' আজ দিলীপের সঙ্গে মিটিংয়ের পূর্বে শমীকও বললেন, ''আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন ঐক্যবদ্ধ বিজেপি দেখতে পাবেন।'' অর্থাৎ, পুরনো-নতুন মিলিয়ে দল চলবে। দিলীপ এ দিন এও বলেন, ''যে কর্মসূচিতে আমার থাকার কথা আমি থাকি। আমি পদাধিকারী কর্মী নই। মেদিনীপুরের ভোটার আমি। সেখানে কর্মীদের সঙ্গে কাজ করছি। মেদিনীপুরের লোকও এসেছেন। আমরা জেলার সকল কার্যকর্তাও এসেছেন রাজ্য সভাপতিকে সম্মান দিতে।'' এক সময় এই দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বেই একাধিক নবান্ন অভিযান দেখেছে এ রাজ্য। সেই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা যেত রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন্তন বসুদের মতো পুরনো নেতৃত্বদের। এখন যদিও দেখা যায় না তাঁদের। আগামী ৯ আগস্ট ফের নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি। এবার রাজ্য সভাপতি শমীক। পুরনো নতুন সব কর্মী মিলিয়ে ফের যে নবান্ন অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়বে বিজেপি সেই ইঙ্গিতই দিলেন নেতৃত্ব।

'৫০ বছরের বেশি বাংলায় কাটানোর পর নোটিস! এনআরসি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে'

বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাইঃ বাংলার বাসিন্দার কাছে এসেছে এনআরসি নোটিস। কোচবিহারের বাসিন্দা রাজবংশী সম্প্রদায়ের উত্তম কুমার ব্রজবাসীর কাছে অসম সরকারের কাছ থেকে এনআরসি নোটিস এসেছে। সম্প্রতি বিষয়টি সামনে আসার পর রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এবার সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনায় তিনি হতবাক ও বিচলিত। কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা ওই ব্যক্তির দাবি, ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি বাংলায় বসবাস করেন, তারপরও তাঁকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, তা বুঝতে পারছেন না উত্তম কুমার। মঙ্গলবার সেই প্রসঙ্গেই এক্স মাধ্যমে পোস্ট করলেন মমতা। বিজেপিকে আক্রমণ করতেও ছাড়েননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এটি আমাদের গণতন্ত্রের উপর একটি পরিকল্পিত আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটিই প্রমাণ করে যে অসমে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যেখানে তাদের কোনও ক্ষমতা বা অধিকার নেই। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভয় দেখানো, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এবং নিশানা করার একটি পূর্বপরিকল্পিত নোংরা চক্রান্ত চলছে।' এই পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে দাবি করে সব বিরোধী দলকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছেন মমতা। তবে বিজেপির দাবি, ভুলটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''আদতে বিষয়টি তলিয়ে দেখতে হবে। অসম সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা শরণার্থীরা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন। বাংলা এর আগে সহযোগিতা করেনি, শরণার্থীদের সম্পর্কে কোনও তথ্য অসম সরকারকে দেয়নি। তখন তথ্য দিলে এখন কোনও সমস্যা হত না।''

১০ জুলাই নবান্নে আসছেন ওমর আবদুল্লা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাইঃ আগামী ১০ জুলাই, বৃহস্পতিবার, নবান্নে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছেন দুই মুখ্যমন্ত্রী-বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জম্মু ও কাশ্মীরের ওমর আবদুল্লা। মুখ্যমন্ত্রী দফতরের নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, ওই দিন বিকেল ৪টে থেকে ৪টা ৪৫-এর মধ্যে এই সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। সূচিতে পরিবর্তন না হলে, নবান্নেই হবে এই বহুল প্রতীক্ষিত বৈঠক। সূত্রের খবর, এই সাক্ষাৎ শুধুমাত্র সৌজন্য বিনিময় নয়, বরং এর পিছনে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ও মানবিক বার্তা। সম্প্রতি পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর, উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কাশ্মীর উপত্যকা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর তরফে বিশেষ সহানুভূতির বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল উপত্যকায়। এমনকী, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিধ্বস্ত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই পদক্ষেপেই আপ্লুত হন ওমর আবদুল্লা। তিনি ধন্যবাদ জানান বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। জানান, বাংলার সহানুভূতিপূর্ণ অবস্থান কাশ্মীরবাসীর মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। এমনকি পাক গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর জন্য তৃণমূল নেত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন তিনি।

৮-৯ আগস্টের মাঝে ফের 'রাত দখল', মশাল মিছিল সহ একাধিক কর্মসূচি জুনিয়র ডাক্তারদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাইঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা এবং 'থ্রেট কালচার'-এর বিরুদ্ধে ফের পথে নামতে চলেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। আগামী ৯ আগস্ট নির্যাতিতার মৃত্যুর এক বছর। সেই দিনই ফের রাত দখলের ডাক দিয়েছেন প্রতিবাদী চিকিৎসকরা। ৮ ও ৯ আগস্টের মাঝে 'রাত দখল'-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। সেদিনই কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মশাল মিছিল করবেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। ৯ আগস্ট রাখী। সেদিন সকালে রাখীবন্ধনের মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা ছড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের। পরে বিকেলে আরজি কর মেডিক্যালে ফের জমায়েতে ডাক দিয়েছেন তাঁরা। জুনিয়র ডাক্তারদের স্পষ্ট বার্তা, ''থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে সবাইকে রাস্তায় নামতেই হবে। আমরা চাই শুধু চিকিৎসক, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মী নন, সাধারণ মানুষ, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষও যেন এই প্রতিবাদে সামিল হন।'' মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে দেবাশিষ হালদার, অনিকেত মাহাতোরা বলেন, ''বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব নয় একজনের পক্ষে এমন কাজ করা। আমরা চাই সত্যিটা সামনে আসুক। কারা কারা জড়িত তাদের শাস্তি হোক। নির্যাতিতার বাবা-মা যে ঘটনাস্থল দেখার আর্জি জানিয়েছেন সেটাও আমরা সমর্থন করি।''

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রুখতে বড় সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাইঃ ভারত-মায়ানমার সীমান্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর সামনে এসেছে, যা দেশের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া-মায়ানমার সীমান্তের ১,৬৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সীমান্তের ৪০১ কিলোমিটার বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই বেড়া দেওয়ার প্রকল্পটি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদক চোরাচালান এবং সীমান্ত পারের অপরাধ রোধ করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মণিপুরের মোরে শহরে ৯.২ কিলোমিটার বেড়া নির্মাণ, যা একটি কৌশলগত স্থান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বেড়া দেওয়ার এই উদ্যোগটি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সরকার কর্তৃক মঞ্জুরী পেয়েছিল, যার মোট ব্যয় প্রায় ৩১,০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি মূলত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে সীমান্ত নিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং মণিপুর রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২৪ সালের নিরাপত্তা কৌশল অনুসারে, এই বেড়া দেওয়া সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ, অস্ত্র চোরাচালান এবং নারকো-টেররিস্ট কার্যকলাপ রোধ করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২১ সালে মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে এই সীমান্ত এলাকায় অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এই বেড়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে আরও জরুরি করে তুলেছে। মণিপুরের মোরে শহরটি ভারত-মায়ানমার সীমান্তে একটি কৌশলগত স্থান হিসেবে পরিচিত। এই শহরটি সীমান্ত পারের অপরাধকর্মীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ২০২৩

সালের একটি গবেষণা অনুসারে, মোরে সীমান্ত অঞ্চলটি অবৈধ অভিবাসন এবং সীমান্ত পারের অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উদিত হয়েছে। ৯.২ কিলোমিটার বেড়া নির্মাণ এই অঞ্চলে নিরাপত্তা বাড়াতে সাহায্য করবে, তবে এখনও বাকি ১,২৪২ কিলোমিটার নির্মাণের কাজ চলছে, যা বেশ কিছু বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছে। এই বেড়া দেওয়ার প্রকল্পটি সহজে সম্পন্ন হয়নি। মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডের স্থানীয় সরকার এবং সামাজিক সংগঠনগুলো এই উদ্যোগের বিরোধিতা করছে। ২০২৪ সালের মার্চে মিজোরাম সংসদে একটি রেজোলিউশনে জানানো হয়েছে যে, এই বেড়া দেওয়া স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়, যেমন কুকি, নাগা এবং মিজোদের জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করবে। এই সম্প্রদায়গুলোর জমি দুই দেশের মাঝে বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন ভাঙতে পারে। অধিকন্তু, ২০২৪ সালে ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম বাতিল করার সিদ্ধান্তও বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে, যা আগে দুই দেশের নাগরিকদের ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে ভিসা ছাড়া যাতায়াতের সুযোগ প্রদান করত। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩.৭ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৩১,০০০ কোটি টাকা), যা একটি বড় অর্থনৈতিক বোঝা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। তবে সরকারের মতে, এই বিনিয়োগ জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। লজিস্টিকাল চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে পড়ে সীমান্ত এলাকার জটিল ভূ-প্রকৃতি এবং অভিযোগ যে, পূর্বে মণিপুর-মায়ানমার সীমান্তে কেবল ১০ কিলোমিটার বেড়া দেওয়া ১০ বছর সময় নিয়েছে। এই বাধাগুলো অতিক্রম করতে সরকার বর্তমানে আরও দ্রুত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরিকল্পনা অনুসারে, বাকি ১,২৪২ কিলোমিটার বেড়া শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। এর সাথে সাথে ইন্দো-মায়ানমার বর্ডার ফোর্স গঠনের প্রস্তাব রয়েছে, যা ২৯ ব্যাটালিয়ন দিয়ে গঠিত হবে। এই বাহিনী সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব পালন করবে এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে। এই উদ্যোগটি শুধুমাত্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না, বরং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারে। ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ৪০১ কিলোমিটার বেড়া নির্মাণ একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদিও এর সাথে বিরোধ ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবুও এই উদ্যোগটি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখতে সরকারকে আরও সংবেদনশীল পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে এই প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

জ্যোতি বসুর জন্মবার্ষিকী, আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ জন্মবার্ষিকীতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে শ্রদ্ধার স্মরণ করা হল, জ্যোতি বসুর স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। জ্যোতি বসুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনেক বাম নেতারা।জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ-এর উদ্যোগে মঙ্গলবার নিউটাউনে জ্যোতি বসু সমাজ চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রতে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় জানান, - বিশিষ্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁর স্নেহধন্য ছিলাম - এ আমার পরম পাওয়া। তাঁর নামে যে আমাদের শহরে আমি একটা প্রধান মেট্রো রেলস্টেশন করতে পেরেছি, তার জন্য নিজেকে কৃতার্থ মনে হয়।শুধু তাই নয়, তাঁর 'পদাতিক' কাব্য সংকলনের নামে আমি একটি নতুন ট্রেন চালু করে নাম রেখেছিলাম 'পদাতিক এক্সপ্রেস'। দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সংযোগকারী এই ট্রেন আজও পদাতিক কবির সম্মানে গৌরবের সঙ্গে চলছে।

দিলীপ ঘোষকে আমন্ত্রণ জানালেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃবিভিন্ন জল্পনার মাঝেই মঙ্গলবার সল্ট লেকে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে আমন্ত্রণ জানালেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।শমীকবাবু দলে রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পেয়েই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বিজেপিতে আদিদের গুরুত্ব বাড়বে। স্বাভাবিকভাবেই 'ব্রাত্য' দিলীপবাবুকে নিয়ে তাঁর অবস্থান কী হবে, তা নিয়ে চর্চা চলছে সবমহলে। এই পরিস্থিতিতে পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেওয়া যেতে পারে, তা নির্ধারণের ভার রয়েছে এই দুই নেতার হাতেই।শোনা যাচ্ছে, তাতে সাড়া দিয়ে এদিন একবছর পর সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দফতরে যাবেন দিলীপবাবু। কিন্তু প্রশ্ন, এই বৈঠকে কি গলবে বরফ? ফের বিজেপির মূলস্রোতে ফিরবেন দিলীপবাবু? উত্তরের অপেক্ষায় সবমহল।

হিমাচল প্রদেশে টানা বর্ষণে বিপর্যয়

শমলা, ৮ জুলাই ঃ হিমাচল প্রদেশে প্রবল বর্ষণের জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন। গত সোমবার রাত থেকে সিরমৌর জেলায় লাগাতার বৃষ্টিতে গিরি জাটন ড্যামের ছয়টি গেট খুলে দিতে হয়েছে। নিচু এলাকাগুলিতে বন্যার আশঙ্কা বাড়ায় মঙ্গলবার প্রশাসন সতর্কবার্তা জারি করেছে।আবহাওয়া দফতরের সূত্রে জানা গেছে, শিমলা, কাংরা, মান্ডি, চম্বা, সোলান, সিমৌর ও কুল্লু জেলায় বন্যার পরিস্থিতি আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্যার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ১৪ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জারি থাকবে হলুদ সতর্কতা। প্রবল বৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা মান্ডি, যেখানে ১৫৩টি রাস্তা, ১৪০টি ট্রান্সফর্মার এবং ১৫৮টি জল প্রকল্প বন্ধ হয়ে পড়েছে। সারা রাজ্যে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ২২৭টি রাস্তা,১৬৩টি বিদ্যুৎ ট্রান্সফর্মার ও ১৭৪টি জল প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।প্রসঙ্গত ,২০ জুন থেকে এখনও পর্যন্ত বর্ষাজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে ৮০ জনের,আহত ১২৮ জন,নিখোঁজ ৩৫ জন, ২৫৪টি গবাদি পশু ও ১০,০০০ পোলট্রির প্রাণহানি,১৬৪টি ঘর সম্পূর্ণ ও আংশিক ১৯১টি ভাঙার পাশাপাশি রাজ্যে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৯২ কোটি টাকা, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে জলশক্তি (৩৬১ কোটি) ও পিডব্লিউডি (২৯২ কোটি) বিভাগে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাহাড়ি, নদী সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে ও প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে।

ভারত-জাপান সামুদ্রিক সহযোগিতায় নতুন অধ্যায়, চেন্নাই বন্দরে ভিড়ল জাপানের 'ইৎসুকুশিমা'

চেন্নাই, ৮ জুলাইঃভারত-জাপান কৌশলগত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সাক্ষী থাকল চেন্নাই বন্দর। জাপানের উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজ 'ইৎসুকুশিমা' একটি শুভেচ্ছা সফরের অংশ হিসেবে সোমবার চেন্নাই বন্দরে এসে পৌঁছেছে। এই সফর শুধু একটি প্রথাগত সৌজন্য সফর নয়, বরং ভারত ও জাপানের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও গঠনমূলক সামুদ্রিক সহযোগিতাকে আরও জোরদার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।চেন্নাই বন্দরে 'ইৎসুকুমিশমার উপস্থিতি দুই দেশের উপকূল রক্ষী বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সমন্বয় সাধনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। জানা গেছে, এই সফরের সময় জাপানি নাবিকরা ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। যার মধ্যে রয়েছে যৌথ মহড়া, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের নানা অনুষ্ঠান। এতে করে দু'দেশের মধ্যে শুধু সামরিক বা নিরাপত্তাজনিত সম্পর্কই নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্তরেও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ভারত ও জাপান উভয়েই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি উন্মুক্ত, স্বাধীন ও নিরাপদ সামুদ্রিক পরিবেশ বজায় রাখার পক্ষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা, চীনের সামুদ্রিক আধিপত্যবাদী মনোভাবের মোকাবিলা এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইন রক্ষায় ভারত-জাপানের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ' এই সফরকে কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর এক আধিকারিক জানান, এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে যে পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি হবে, তা ভবিষ্যতে সমুদ্র নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, পাচার রোধ এবং দুর্যোগকালীন উদ্ধারকাজে যৌথভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য এনে দেবে। বিশেষত, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চোরাচালান, মানব পাচার এবং সমুদ্রদস্যুতার মতো বেআইনি কার্যকলাপ রোধে ভারত-জাপান যৌথ উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।' জাহাজটি কয়েকদিন চেন্নাইয়ে অবস্থান করবে। এই সময়ে দ্বিপাক্ষিক মহড়া ছাড়াও উভয় দেশের কোস্ট গার্ড বাহিনী একে অপরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবে, প্রযুক্তিগত সহায়তা বিনিময় করবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিকল্পনাও পর্যালোচনা করবে। বিশেষভাবে সমুদ্র দূষণ রোধ ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র রক্ষার মতো বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হবে বলেও জানা গেছে।চেন্নাই বন্দরে জাহাজটির আগমন উপলক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে ভারতীয় এবং জাপানি কর্মকর্তারা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে উভয় দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয় এবং ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি অনুসরণ করে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। এই আবহে তৈরি হওয়া সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে বলেই প্রত্যাশা।বিশেষজ্ঞদের মতে, জাপানের সঙ্গে ভারতের এই ঘনিষ্ঠতা শুধুমাত্র সামরিক সহযোগিতার পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে রয়েছে আর্থ-সামাজিক, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির আদান-প্রদান। বিশেষত, সমুদ্র-নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রযুক্তিগত দিক থেকে জাপান বহু আগেই অগ্রগামী হয়ে উঠেছে। ভারতের মতো একটি বৃহৎ উপকূলবর্তী দেশের কাছে সেই অভিজ্ঞতা এক অমূল্য সম্পদ হতে পারে।এই সফরের সময় ভারতের বিভিন্ন উপকূলীয় কমান্ড সেন্টার ও কৌশলগত স্থাপনাগুলি পরিদর্শন করবেন জাপানি নাবিকরা। একইসঙ্গে, ভারতীয় কোস্ট গার্ড বাহিনীও ' জাহাজের অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর সঙ্গে পরিচিত হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে যৌথভাবে পরিচালিত কোনও অভিযানে উভয় দেশের বাহিনী আরও কার্যকরভাবে সমন্বয় রক্ষা করতে পারবে।এই সফর প্রমাণ করে যে ভারত ও জাপান শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেই নয়, বরং গোটা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী জোট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। যেখানে দু'দেশের সমুদ্র-সম্পর্কিত সহযোগিতা আগামী দিনে আরও গভীর হবে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বুকে একটি নিরপেক্ষ, সুসংহত শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।ভ্র্ভএই সফরের মাধ্যমে জাপান ও ভারতের মধ্যে আস্থা, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার যে বন্ধন গ।ে উঠছে, তা নিঃসন্দেহে আগামী দিনগুলিতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূ-কৌশলগত মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। 'ইসুকুশিমা'-র সফর সেই বৃহত্তর পরিকল্পনারই এক প্রতীক।

দিলীপ কুমারের স্মৃতিতে অভিনেতা ধর্মেন্দ্র, একটি আবেগঘন পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে

মুম্বই,৮ জুলাই ঃ বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্র সামাজিক মাধ্যম দিলীপ কুমারের সঙ্গে নিজের একটি স্মরণীয় পুরানো ছবি শেয়ার করেছেন।একটি হৃদযস্পর্শী বার্তা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, আজ একটি অত্যন্ত দু ঃখজনক এবং হৃদয়বিদারক দিন। এই দিনে, আমার সবচেয়ে প্রিয়.বন্ধু, আপনার প্রিয় শিল্পী, চলচ্চিত্র জগতের ঈশ্বর এবং একজন দয়ালু মানুষ, দিলীপ সাহেব আমাদের সকলকে চিরতরে ছেড়ে চলে গেছেন। এই শোক সম্ভবত কখনও পূরণ হবে না, তবে আমি আমার হৃদযকে সান্ত্বনা দিচ্ছি যে তিনি আমাদের আশেপাশে আছেন।ধর্মেন্দ্র এবং দিলীপ কুমারের বন্ধুত্বের সূচনা হয় ১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পরী' ছবি দিয়ে। যেখানে দিলীপ সাহেব অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এই ছবিটিই প্রথমবারের মতো পর্দায় দুই কিংবদন্তি অভিনেতাকে একত্রিত করেছিল। পর্দায় এই সাক্ষা বাস্তব জীবনেও গভীর বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। গত বছর, দিলীপ কুমারের স্ত্রী সায়রা বানুও সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্মেন্দ্র এবং দিলীপ সাহেবের সাক্ষাতের সাথে সম্পর্কিত কিছু অমূল্য স্মৃতির গল্প শেয়ার করেছিলেন, যা ভক্তদের জন্য এক সম্পদের চেয়ে কম নয়।দিলীপ কুমার যখন ভারতের মাটিতে পা রাখেন, তখন কে অনুমান করেছিল যে একদিন এই ব্যক্তিত্ব কোটি কোটি হৃদয়ের হৃদস্পন্দন হয়ে উঠবেন। তিনি কেবল অভিনয়ই করেননি, সিনেমাকে একটি নতুন সংজ্ঞাও দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হিন্দি সিনেমার সত্যিকারের শিল্পী। তিনি কয়েক দশক ধরে দর্শকদের বিনোদন দিয়েছিলেন এবং তাঁর স্মরণীয় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে রাজত্ব করেছিলেন। ৭ জুলাই, ২০২১ সালে মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের একটি স্বর্ণযুগ চিরকালের জন্য ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

পরীক্ষায় বসতে পারবে না 'অযোগ্যরা' নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মামলায় বড় নির্দেশ

কলকাতা, ৮ জুলাইঃ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যাঁরা 'টেন্টেড বা দাগিঅযোগ্য বলে চিহ্নিত, তাঁরা স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। গত সোমবার এই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।চলতি বছরেই নিয়োগে অনিয়মের জন্য এসএসসির ২০১৬ সালের গোটা নিয়োগ প্যানেল বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে রাতারাতি চাকরি গিয়েছিল প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর।রাজ্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাময়িক সময়ের জন্য 'যোগ্য' শিক্ষকদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে, রাজ্যের জন্য বেশ কিছু শর্তও বেঁধে দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। ৩১ মে-র মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে এবং ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে, নির্দেশ ছিল এমনটাই।সেইমতো নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল এসএসসি। সেখানে প্রায় ৪৪ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা।মামলাকারীদের অভিযোগ ছিল, সেই বিজ্ঞপ্তি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বলা হয়েছিল শুধুমাত্র ' চাকরিহারা শিক্ষকরাই নতুন করে পরীক্ষায় বসতে পারবেন। কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন নতুন যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তাতে বলা হয়েছে ' (অযোগ্য)-রাও পরীক্ষায় বসতে পারবেন। এই নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন মামলাকারীরা।এ দিন আদালতের নির্দেশ, যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট ৩১ ডিসেম্বরের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার কথা জানিয়েছেন, তাই সেই দিকে নজর রেখে প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।

মৌমাছি ঘুম কেড়ে নিল বিমানবন্দর ও দমকল কর্তাদের

সুরাট, ৮ জুলাই ঃ একঝাঁক মৌমাছি কিভাবে ঘুম কেড়ে নিতে পারে, তার নমুনা সোমবার দেখা গেল সুরাট বিমানবঃদরে। মঙ্গলবারও কর্তৃপক্ষ বুঝে উঠতে পারেন নি, আশপাশে মৌচাক নেই, তাতেও এত মৌমাছি এলো কোথা থেকে!বিমানবন্দরে সুরাট থেকে জয়পুরগামী একটি বিমানে যাত্রীদের জিনিসপত্র তোলা হচ্ছিল। ওই সময় বিমানে চোখে পড়ে একঝাঁক মৌমাছি। কর্মীরা সে খবর জানান ওপরমহলে। ডাক পড়ে বিমানবন্দরের দমকলবাহিনীর। তারা জল ছিটিয়েও ওগুলিকে তড়াতে

১০ জুলাই সুনীল গাভাস্কারের জন্মদিনঃভারতীয় ক্রিকেটের 'লিটল মাস্টার'কে শ্রদ্ধা ও স্মরণ

কলকাতা, ৮ জুলাইঃভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম সুনীল গাভাস্কার। যিনি শুধু পরিসংখ্যানের ঝলকেই নয়, আত্মবিশ্বাস, স্থৈর্য, এবং ব্যাট হাতে সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। সেই ' লিটল মাস্টার'-এর জন্মদিন ১০ জুলাই। ১৯৪৯ সালের এই দিনেই মুম্বই শহরে জন্মেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের এই অগ্রদূত।ভ্র্ভসুনীল গাভাস্কারের কৃতিত্বের তালিকা দীর্ঘ। প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে যিনি ১০ হাজার রানের গণ্ডি অতিক্রম করেছিলেন টেস্ট ক্রিকেটে। তাঁর ব্যাটিং ছিল সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে। একদিকে পরিশ্রম, অন্যদিকে ব্যাট হাতে অদম্য মানসিকতা-এই দুই মিশেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বক্রিকেটের এক কিংবদন্তি নাম।১৯৭১ সালের ৬ মার্চ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক। সেবারই ক্যারিবিয়ান বোলারদের বিপক্ষে প্রথম সিরিজেই ৭৭৪ রান করে ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি, যা আজও নবাগত কোনও ব্যাটসম্যানের প্রথম সিরিজে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হিসেবে অক্ষত। তখনই বিশ্ব ক্রিকেট বুঝে গিয়েছিল, ভারত পেয়েছে এমন একজন ক্রিকেটার, যিনি শুধু রেকর্ড ভাঙবেন না, নতুন দৃষ্টান্তও স্থাপন করবেন।গাভাস্কারের দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে তিনি ১২৫টি টেস্টে অংশ নিয়েছেন, যেখানে তাঁর সংগ্রহ ১০,১২২ রান। ৩৪টি টেস্ট সেঞ্চুরি ছিল সেই সময় এক বিশ্বরেকর্ড, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্রিকেটারদের জন্য হয়ে উঠেছিল লক্ষ্য ছোঁয়ার মাপকাঠি। ৪৫টি অর্ধশতরান এবং একের পর এক কঠিন পরিস্থিতিতে দলের হয়ে লড়াই করা ইনিংস আজও স্মরণে রয়েছে ক্রিকেট প্রেমীদের।একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও তিনি ছিলেন কার্যকরী, যদিও তাঁর ব্যাটিং শৈলী ছিল মূলত ধৈর্য ও টেকনিকনির্ভর। ১০৮টি ওডিআই ম্যাচে তিনি ৩০৯২ রান করেন। তাঁর একমাত্র ওডিআই শতরানটি এসেছিল ১৯৮৭ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে, যেখানে তিনি খেলেছিলেন ১০৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস।ভারতীয় দলের নেতৃত্বও সামলেছেন গাভাস্কার। ৪৭টি ম্যাচে অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামেন তিনি, এবং তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন আস্থা ও আগ্রাসনের পরিচয় দেয়। তাঁর নেতৃত্বের কৌশল এবং দল পরিচালনার পদ্ধতি ভবিষ্য অধিনায়কদের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়ায়।কেবল খেলোয়াড় হিসেবেই নয়, সুনীল গাভাস্কার তাঁর কেরিয়ার-পরবর্তী জীবনেও ভারতীয় ক্রিকেটে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে রয়েছেন। ধারাভাষ্যকার হিসেবে তাঁর বিশ্লেষণ, ম্যাচ পড়ার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাষার সাবলীলতা আজও দর্শকদের মন জয় করে। ক্রিকেটের বাইরেও তাঁর একটি পরিচিত পরিচয় হল, তিনি একজন সফল সংগঠক ও উদ্যোক্তা। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (পিএমজি), যা ক্রীড়াবিষয়ক মার্কেটিং এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে পথিকৃৎ।তাঁর লেখা বইগুলিও পাঠকদের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত। সানি ডেইজ নামে তাঁর আত্মজীবনী কেবল একজন ক্রীড়াবিদের গল্প নয়, বরং এক সংগ্রামী মানুষের মননের বিবরণ। ক্রিকেটকে ভালোবেসে কীভাবে তিনি নিজেকে গ।ে তুলেছেন, সেই কাহিনিই উঠে এসেছে বইটিতে।তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ভারত সরকার তাঁকে প্রদান করেছে অর্জুন পুরস্কার এবং পদ্মভূষণ। ২০০৯ সালে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় আইসিসি ক্রিকেট হল অফ ফেম-এ। ২০১২ সালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (BCCI) তাঁকে প্রদান করে সিকে নাইডু লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, যা একজন প্রাক্তন খেলোয়াড়কে বোর্ডের তরফ থেকে সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে বিবেচিত হয়।ভ্র্ভসুনীল গাভাস্কার শুধুমাত্র একজন ক্রিকেটার নন, তিনি ভারতীয় ক্রীড়াজগতের এক প্রেরণা, যিনি দেখিয়েছেন পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস থাকলে বিশ্বের সেরা বোলারদের সামনেও ব্যাট হাতে মাথা উঁচু করে লড়াই করা যায়।আজ যখন তিনি তাঁর জন্মদিনে ৭৬ বছরে পা রাখছেন, তখন তাঁকে কেবল এক কিংবদন্তি হিসেবে নয়, বরং ভারতীয় ক্রীড়াজগতের এক ভিত্তিস্তম্ভ হিসেবে মনে করে দেশ। তাঁর অবদান আজও তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উস এবং ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম।

ভারতের বিচার ব্যবস্থা জনগণের অগাধ আস্থা ও শ্রদ্ধার অধিকারীঃউপ-রাষ্ট্রপতি

কোচি, ৮ জুলাই ঃ ভারতের বিচার ব্যবস্থা জনগণের অগাধ আস্থা ও শ্রদ্ধার অধিকারী। এমনটাই মন্তব্য করলেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তাঁর কথায়, যদি বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমরা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হব। উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় গত সোমবার কেরলের কোচিতে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাডভান্সড লিগ্যাল স্টাডিজ-এর ছাত্রছাত্রী এবং অনুষদ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রথমেই আমি আপনাকে বলতে চাই, ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা শিশুদের কাছে পিতামাতার মতো। আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, আপনি আপনার পিতামাতার ভূমিকা পরিবর্তন করতে পারবেন না। এটি সম্ভব নয়। এটাই প্রস্তাবনা। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবে, কোনও দেশের প্রস্তাবনা কখনও পরিবর্তন করা হয়নি।

আদালতের রায় মেনে সর্বধর্ম মিশন নিজেদের অধিকারে নিল নির্বাচিত বৈধ কমিটি

আগরতলা, ৮ জুলাই ঃ দীর্ঘ সাত বছর আইনি লড়াইয়ের পর আদালতের রায় মোতাবেক গত সোমবার থেকে সর্বধর্ম মিশনের প্রধান কার্যালয় নিজেদের দখলে নিল মিশনের নির্বাচিত কমিটি।এই উপলক্ষে প্রচুর সংখ্যক ভক্ত এদিন আগরতলার এডি নগরস্থিত সর্বধর্ম মিশনের প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত হন। তবে মিশনের অফিস কক্ষ, গেস্ট হাউস, প্রণামী বাক্স প্রভৃতিতে তালা ঝুলিয়ে রাখে ইন্টারিম কমিটি। বিষয়টি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।১৯১৯ সালে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য রাজধানীর এডি নগর এলাকায় গড়ে উঠে সর্বধর্ম মিশন নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব সংবিধান অনুসারে সারা দেশ এবং একাধিক রাষ্ট্রে মানবতার প্রচার ও প্রসারের কাজকর্ম চালিয়ে আসছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে কিছু লোক ইন্টারিম কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করে এই মিশনের যাবতীয় কর্তৃত্ব নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। এই ইন্টারিম কমিটি বিষয়টি নিয়ে আদালতেও যায়।অবশেষে দীর্ঘসুনানির পর গত ২৬ জুন পশ্চিম ত্রিপুরা সিভিল জজ এই ইন্টারিম কমিটিকে অবৈধ বলে ঘোষণা দেয়। আদালতের এই রায়কে ভিত্তি করে গত সোমবার সর্বধর্ম মিশনের নির্বাচিত কমিটি মিশনকে নিজেদের দখলে আনে। এই উপলক্ষে সর্বধর্ম মিশনের প্রচুর সংখ্যক ভক্ত এবং কর্মী সমর্থক এদিন মিশনের প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন। এদিন এডি নগরের সর্বধর্ম মিশন প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান মিশনের পুরাতন কমিটির সম্পাদক সত্যজি রায়।সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সর্বধর্ম মিশনের সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস। তিনি জানান, মিশনের অফিস রুম, গেস্ট হাউস এবং প্রণামী বাক্সে তালা দেওয়া হয়েছে। যারা তালা দিয়েছেন তদের অতিসত্বর এই তালা খুলে দেওয়ার জন্য বলা হবে। নতুবা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে পুনরায় আইনি পথে যাওয়া হবে বলে জানান সর্বধর্ম মিশনের সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হাওড়াঃজনজীবনে চরম দুর্ভোগ, বিপর্যস্ত একাধিক এলাকা

হাওড়া, ৮ জুলাইঃবর্ষার আগমনে স্বস্তির আশায় চোখ রেখেছিল শহরবাসী, কিন্তু টানা বৃষ্টিতে হাওড়া শহর যেন রূপ নিয়েছে জলবন্দি নগরীতে। গত কয়েকদিনের অবিরাম বর্ষণে শহরের একাধিক এলাকা কার্যত তলিয়ে গিয়েছে। কোথাও হাঁটুজল, কোথাও তা কোমর ছুঁইছুঁই-এ যেন নাগরিক জীবনের এক চরম দু ঃস্বপ্ন।বেলগাছিয়া, সালকিয়া, ডুমুরজলা, বটানিক্যাল গার্ডেন, বেলিলিয়াস রোড, পঞ্চাননতলা রোড-প্রায় গোটা হাওড়া জুড়ে জল জমে রয়েছে। দক্ষিণ হাওড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অলিগলিতে প্রবল জলজটের কারণে সাধারণ মানুষের যাতায়াত কার্যত অসম্ভব হয়ে প।ছে। শহরের পুকুর, নর্দমা, রাস্তা-সব একাকার হয়ে গিয়েছে। বহু জায়গায় ঘরের মধ্যেও জল ঢুকে পড়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ চরম অসুবিধার মুখে পড়েছেন।বিশেষ করে ইছাপুর মোড়, ডুমুরজলা এইচআইটি আবাসন, শৈলেন মান্না সরণি এবং বেলিলিয়াস লেন, বেলিলিয়াস রোডের বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন। যাঁদের বাড়ির ভিতর জল ঢুকেছে, তাঁরা দিন-রাত এক করে জল তোলার চেষ্টা করেও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছেন না। বহু পরিবার বাচ্চা, বৃদ্ধ সদস্যদের নিয়ে একরকম জল-কাদায় ঘেরা পরিবেশে দুর্বিষহ সময় কাটাচ্ছেন।সবচেয়ে বিপজ্জনক চেহারা নিয়েছে কোনা এক্সপ্রেসওয়ের সাঁতরাগাছি আন্ডারপাস সংলগ্ন এলাকা। প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ি ও যাত্রী যাতায়াত করে এই রুট দিয়ে। কিন্তু টানা বৃষ্টিতে জল জমে গাড়ি চলাচল একেবারে বন্ধ হওয়ার জোগাড়। এই গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথ কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও ছোট গাড়ি তো দূরের কথা, অটো বা বাইকও চলাচল করতে পারছে না।হাওড়া পুরসভা অবশ্য জানিয়েছে, জল সরাতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, সাঁতরাগাছি এলাকার আন্ডারপাস থেকে জল বের করতে বিশেষ সাকশন মেশিন বসানো হয়েছে। তবে পরিস্থিতি সামলাতে কতটা সময় লাগবে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু জানাতে পারেনি প্রশাসন। পুরসভা সূত্র বলছে, বৃষ্টির জল বেরিয়ে যেতে যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকা উচিত, তা অনেক পুরনো এবং অপরিস্কার। ফলে জল নেমে যেতে পারছে না।এদিকে, বটানিক্যাল গার্ডেন সংলগ্ন বাকসাড়া ভিলেজ রোড এবং দক্ষিণ হাওড়ার একাধিক গলিপথও তলিয়ে গিয়েছে। দোকানপাট বন্ধ, রাস্তায় কোনও যানবাহন চলাচল নেই বললেই চলে। বহু স্কুলেও পঠনপাঠন ব্যাহত হয়েছে। নিত্য যাতায়াতকারী কর্মীদের অফিসে পৌঁছানো দুরূহ হয়ে উঠেছে। বাড়ি থেকে পা বাড়াতে পারছেন না অনেকেই।সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বহু হাওড়াবাসী। অনেকে অভিযোগ করেছেন, প্রতি বছরই বর্ষার সময়.এই ধরনের জলজট দেখা দেয়, অথচ পুরসভা কিংবা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও স্থায়ী সমাধান নেওয়া হয় না। বর্ষার শুরুতেই হাওড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এইভাবে ডুবে যাওয়া শুধু ভৌত অবকাঠামোর দুর্বলতা নয়, একপ্রকার পরিকল্পনার ব্যর্থতা বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।একাংশের মতে, শহরজুড়ে অপরিকল্পিত নির্মাণ, অপরিস্কৃত নর্দমা, এবং অপর্যাপ্ত পাম্পিং ব্যবস্থার কারণেই জল নেমে যেতে পারছে না। বর্ষা আসার আগে যে ধরনের ড্রেন পরিষ্কার, চ্যানেল রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা উচিত, তা হয়নি বলেই অভিযোগ। অনেক এলাকায় ড্রেন ও ম্যানহোল দীর্ঘদিন বন্ধ বা ভরাট অবস্থায় পড়ে রয়েছে।এতদিন পরও যদি দ্রুত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। কারণ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। ফলে আরও জল জমার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।এই অবস্থায় হাওড়া পুরসভা এবং রাজ্য প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। শুধু জল পাম্প করা নয়, পুরো শহরের ড্রেনেজ সিস্টেম পুনর্বিন্যাস এবং পরিকাঠামোগত সংস্কার ছাড়া জলজট সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। শহরের একাংশ ইতিমধ্যেই বলছে, নির্বাচনের সময় উন্নয়নের কথা অনেক শোনা যায়, কিন্তু বাস্তব মাঠে নেমে দেখতে গেলে জলের মধ্যেই ডুবে যায় সেই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি।সবমিলিয়ে, হাওড়ার পরিস্থিতি এখন উদ্বেগজনক। শহরবাসীর কাছে বর্ষা এখন আর আনন্দের বার্তা নয়, বরং এক আতঙ্কের নাম। কর্তৃপক্ষের তরফে দ্রুত উদ্যোগ না নেওয়া হলে জনজীবনের স্বাভাবিক ছন্দ ফেরাতে আরও সময় লাগবে। আগামী দিনে এমন দুর্দশা যাতে না হয়, তার জন্য প্রশাসনের সদিচ্ছা ও কার্যকর পরিকল্পনা এখন সময়ের দাবী।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনে মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য কিছুক্ষণ ধ্যান করা উপকারী প্রমাণিত হবে।

বৃষঃআপনার ব্যক্তিত্ব উন্নত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুনঃএই দিন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, এটি সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। যদি আপনার মনে কোনও সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ থাকে, তবে খোলামেলা ভাবে কথা বলা উপকারী প্রমাণিত হবে।

কর্কটঃসামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্হ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে পারেন। তবে আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, যেহেতু আপনি দীর্ঘদিন ধরে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তা কাজে আসবে।

সিংহঃআপনার সাংসারিক জীবনকে নতুন রূপে সাজানোর জন্য আপনি হয়তো ব্যক্তিগত স্তরে নতুন কোনও কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে চাইবেন।

কন্যাঃ আপনি আপনার জীবনসঙ্গী বা বন্ধুদের সঙ্গে অনলাইনে সিনেমা দেখতে পারেন। বিবাহের যোগ।

তুলাঃ আপনার ও আপনার প্রিয়তমের মানসিক উত্তেজনা একই মাত্রায় থাকবে, ফলে রোমান্স উচচতার শিখরে পৌঁছবে। সামাজিকতার জন্য আজকের দিনটি ভালো, আপনি হয়তো কোনও পার্টি দেবেন ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় উপভোগ করবেন।

বৃশ্চিকঃসমালোচনার ফলে আপনার সম্পর্কে হালকা চিড় ধরবে ও সম্ভবত আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পাবেন। আক্রমণাত্মক হয়ে পড়বেন না ও সম্পর্ককে জিইয়ে রাখার জন্য বিষয়গুলি সাবধানে সামলান।

ধনুঃভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক ও রমণীয় দিন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের কাছে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন।

মকরঃ আপনার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস এবং তাদের অতিরঞ্জিত করে দেখার ফলে আপনার নীতিবোধ দুর্বল হতে পারে। আজ, আপনার অযথা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা থেকে নিজেকে বিরত করা উচিত, অন্যথায় অর্থের অভাব হতে পারে।

কুম্ভঃ এই দিন আপনি পেশাগত জীবনে কিছু নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, তবে আপনার অনন্য পদ্ধতি আপনাকে সফল হতে সাহায্য করবে। আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্বাভাবিক, তবে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কিছুটা সময় বের করুন। ধ্যান এবং যোগব্যায়াম আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। এই দিন প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একে অপরের ধারণা শুনুন এবং সহযোগিতা করুন।

মীনঃ আনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। যদি আপনি একটু বাড়তি টাকাপয়সা উপার্জনের উপায় খুঁজছেন-তাহলে নিরাপদ আর্থিক পরিকল্পনাগুলিতে বিনিয়োগ করুন। আপনার সঙ্গী সহায়ক এবং সাহায্যকারী হবে।

আবহাওয়া

কখনও ঝমঝমিয়ে, কখনও হালকা, বিগত বেশ কিছু দিন ধরে এমনই বৃষ্টিপাত চলছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। মঙ্গলবারও বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। বৃষ্টির সৌজন্যে আবহাওয়াও মানোরম রয়েছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত চলবে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেও। আগামী রবিবার পর্যন্ত চলবে। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বুধবার জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সপ্তাহান্তে উত্তরের জেলাগুলিতে বৃষ্টি বাড়বে। আগামী শনিবার জলপাইগুড়িতে এবং রবিবার ওই জেলার সঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ম ৮৬ শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৭.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার- সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। ভাটা- সকাল ০৮টা ৫৫মনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২১মিনিটে

দুর্ঘটনায় জখম তরুণের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ দুর্ঘটনায় জখম তরুণের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় আর জি কর হাসপাতালে। বিধাননগর ও দমদম স্টেশনের মাঝে দক্ষিণদাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন ২১ বছরের ওই তরুণ গোপাল বণিক। অভিযোগ, আর জি কর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে আনার পর নিরাপত্তারক্ষী জানান আগে টিকিট করাতে হবে। মাথা ও মুখ থেকে রক্তক্ষরণ হলেও বিনা চিকিৎসায় ওই তরুণকে দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজন সেই মতো টিকিটও করাতে যান। কিন্তু ততক্ষণে ওই দুর্ঘটনায় জখম তরুণের মৃত্যু হয়। এরপরই রাগে, ক্ষোভে মৃতের আত্মীয়রা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আর জি কর হাসপাতালে মোতায়েন পুলিশ ও সিআইএসএফ বাহিনী পরিস্থিতি কোনও রকমে সামাল দেয়। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ নিয়ে মৃতের পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত দায়ের হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত জমা জলে সমস্যায় শহরবাসী

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ রাতভর একটানা বৃষ্টিতে আবারও জলমগ্ন হয়ে পড়ল মহানগরী কলকাতা। উত্তর থেকে দক্ষিণ, কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় সমস্যা শহরবাসী। একটানা বৃষ্টিতে ফিয়ার্স লেন, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, সেন্ট্রাল এভিনিউ, নর্থ পোর্ট থানা লাগোয়া এলাকা-সহ বেশ কিছু জায়গা জলমগ্ন। কাঁকুড়গাছি, পাতিপুকুর এবং উল্টোডাঙা আন্ডারপাসেও জল জমেছে। প্রবল বৃষ্টির ফলে ঠনঠনিয়া, কলেজ স্ট্রিট, বৌবাজারের একাংশ থেকে শুরু করে বেহালা, গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জল জমেছে। এই সব এলাকা থেকে জল বের করার চেষ্টাও শুরু হয়েছে। তবে যেহেতু অনেক ক্ষণ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই জল নামতে দেরি হবে বলে পুরসভা সূত্রের খবর। আষাঢ়ের টানা বর্ষণের জলছবিই ফুটে উঠেছে গোটা দক্ষিণবঙ্গে। সপ্তাহটা শুরু হয়েছিল বৃষ্টি দিয়ে। দ্বিতীয় দিন, মঙ্গলবার তা আরও বাড়ল।বৃষ্টির তোড়ে রেললাইনে জল জমে ব্যাহত উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলির ট্রেন চলাচল।
শিয়ালদহ উত্তর ও দক্ষিণ শাখার রেললাইনের একটা বড় অংশ ডুবেছে জলে। যার জেরে ট্রেন চলাচল সকাল থেকেই ব্যাহত। সূত্রের খবর, একদিকে বারাকপুর, টিটাগড়, অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং লাইনে ট্রেন চলছে অতি ধীর গতিতে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হয়েছে। মঙ্গলবারও সারাদিন ধরেই কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেলে রেললাইনের বিভিন্ন অংশে জল জমার পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

বন্ধ কলকারখানা ও বাগিচা শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তায় নতুন পোর্টাল চালু হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ বন্ধ কলকারখানা ও বাগিচা শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রকল্প বা ফাওলাই আরও দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে কার্যকর করতে নতুন পোর্টাল চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেলকে এই পোর্টাল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রম দফতর সূত্রে জানা গেছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে লকআউট, বন্ধ অথবা পরিত্যক্ত কলকারখানার শ্রমিকদের সরকারি সুবিধাপ্রাপ্তি আরও সহজ ও কার্যকর হবে। চা বাগানগুলির ক্ষেত্রে এক মাস বন্ধ থাকলেই শ্রমিকেরা এই আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবেন, অন্যদিকে অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে কমপক্ষে ছয় মাস বন্ধ থাকার শর্ত পূরণ করতে হবে। নতুন পোর্টালে শ্রমিকরা অনলাইন নাম নথিভুক্তিকরণ, যাচাই প্রক্রিয়ার সুযোগ পাবেন। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই সরকারি ভাতা পাবেন। পোর্টালে নতুন শিল্প ইউনিট ও উপভোক্তা যুক্ত করা, এবং মৃত্যুবরণ, অবসর অথবা পুনঃনিয়োগের কারণে অযোগ্য উপভোক্তাদের বাদ দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে ।

কাটাখালি হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা,হিঙ্গলগঞ্জ, ৭ জুলাই ঃ হাসনাবাদ ব্লকের কাটাখালি হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে ছয়জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন। বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দল প্রার্থী দেয়নি। ফলে সকল আসনেই তৃণমূলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিায় জয়ী হন। উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মন্ডল, হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম এবং বরুনহাট রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবুল কালাম সহ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কর্মী সমর্থকরা।
তাঁদের মতে, এই নির্বাচন তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির প্রমাণ। তাদের কথায়,২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হিঙ্গলগঞ্জে দলকে আরও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবে এই সাফল্য। গ্রামীণ শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও পরিকাঠাম এর উপর আরো জোর দেবেন বলে জানিয়েছেন জয়ী প্রার্থীরা।

মহিলাদের কটুক্তির প্রতিবাদ করায় কুলতলিতে মার খেলেন এক যুবক

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ৭ জুলাই ঃ উল্টো রথের শোভাযাত্রায় মহিলাদের কটূক্তির প্রতিবাদ করায় এক যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠল কয়েক জনের বিরুদ্ধে।শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলির মধুসূদনপুরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মধুসূদনপুর রথ কমিটির রথ ভাটার মোড় এলাকায় এলে চার যুবক মহিলাদেরকে কটুক্তি করে। শফিকুল লস্কর নামের এক রথ কমিটির সদস্য প্রতিবাদ করেন। চার যুবক তখন শফিকুল লস্কর কে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। গুরুতর জখম হয় শফিকুল লস্কর। রথ কমিটির অন্যান্য

সেফ ড্রাইভ, সেফ লাইফ' দিবস স্মরণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ নিরাপদে গা।ি চালান, জীবন বাঁচান- এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি লিখেছেন, আজ আমরা 'সেফ ড্রাইভ, সেফ লাইফ' দিবস পালন করছি। সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে এটি সচেতনতা বৃদ্ধি, দায়িত্বশীল ড্রাইভিং অভ্যাস প্রচার এবং সকলের জন্য নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শুরু করা একটি উদ্যোগ। আসুন আমরা দায়িত্বশীলভাবে গাড়ি চালানোর, ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার এবং সকলের জন্য আমাদের সড়ক নিরাপদ রাখার অঙ্গীকার করি। প্রসঙ্গত, দুর্ঘটনা ঠেকাতে ২০১৬ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বনেন্দ্যাপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যে চালু হয়েছে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে পথ দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। সেই সূত্রে দুর্ঘটনার

সংখ্যাও কমেছে বলে দাবি পুলিশের। পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও কমাতে সম্প্রতি অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। এবার রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিনে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচির মাধ্যমে কলকাতার ৩০টি বাসের সামনে লাগানো হয় বিশেষ একটি আয়না। পুলিশের দাবি, এই আয়নার সাহায্যে বাসের সামনের চাকার অংশও দেখতে পাবেন চালক। যার সাহায্যে দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও কমবে।

চুঁচুড়ায় রাস্তা থেকে গাড়ি পুকুরের দিকে ঝুঁকে পড়ে

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ৮ জুলাই ঃ হঠাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি

পাশেই একটি পুকুরের দিকে এগিয়ে যায়। গাড়ির সামনের অংশটি পুকুরের দিকেই ঝুঁকে গিয়ে ঝুলতে থাকে। ঘটনায় হতচকিত হয়ে যান পাড়ার বাসিন্দারা।
চুঁচুড়ার সতীন সেন স্কুলের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল স্টিল রঙের গাড়িটি। পাড়ার রাস্তায় গতি কমই ছিল গাড়িটির। এই ঘটনায় হইচই পড়ে যায় গোটা এলাকায়। গাড়ির দুই যাত্রী সুস্থ আছেন বলে জানা গিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, গাড়ির মালিকের নাম সুনীল সাধু। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, গাড়ির চালকের আসনে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। সুনীল স্ত্রীকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছিলেন বলে অনেকের দাবি। সেই সময়েই বিপত্তি ঘটে।
যদিও সুনীল সাধুর দাবি, তিনি নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁর কথায়, ' সাইকেল সামনে এসে যাওয়ায় হঠাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। রাস্তা থেকে গাড়ি পুকুরের দিকে চলে যায়। বাঁধানো পুকুরে গাড়ির সামনের দিকটা জলে ঝুঁকে পরে জলে ডুবে যায়।' সুনীল সাধু ও তাঁর স্ত্রী কোনওমতে দরজা খুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে স্থানীয়রাই একটি ক্রেন ডেকে আনেন। ঘটনায় হইচই পড়ে যায় এলাকায়। তবে স্থানীয়দের দাবি, একটুর জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন ওই দম্পতি।

সন্দেশখালির রায়মঙ্গল নদী পাড়ের আতাপুর খেয়া ঘাটের বেহাল দশা

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ৮ জুলাই ঃ সুন্দরবনের সন্দেশখালি ২নং

ব্লকের মনিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আতাপুর থেকে খুলনার মধ্যে রায়মঙ্গল নদী পারাপার চলছে বহু বছর ধরে। জরাজীর্ণ খেয়া ঘাটটি সংস্কার না হওয়ায় বর্তমানে তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠছে। তবুও এই খেয়াঘাট দিয়ে প্রতিদিন সুন্দরবনের কয়েক হাজার যাত্রী পারাপার করে। শুধুমাত্র কয়েকটি ইঁট ও পিলারের উপর দিয়ে নৌকায় উঠতে হয় যাত্রীদের। একপ্রকার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয়.তাদের। এছাড়া বাইক ও সাইকেল নিয়ে পারাপারের ক্ষেত্রে আরও বেশি সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় যাত্রীদের। খেয়াঘাটে কোন আলোর ব্যবস্থা না থাকায়. সন্ধ্যার পর থেকে খেয়াঘাট ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে. ওঠে। এছাড়া সন্দেশখালি ২নং ব্লকের একমাত্র হাসপাতাল সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতাল খুলনায় অবস্থিত হওয়ায় আতাপুর থেকে আশঙ্কাজনক কোন রোগীকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় রোগীর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের। খেয়া ঘাটের দীর্ঘদিনের মাঝি রাধেশ্যাম দাসের কথায়, জেটি ঘাটের দাবি নিয়ে বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। স্থানীয় ও নিত্যযাত্রীরা জানান, এই খেয়াঘাট দিয়ে পারাপার করতে ভয় লাগে তাদের। পূর্ণিমার মরা কোটালে জল নিচে নেমে গেলে জেটির প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে নৌকায় উঠতে হয় যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সেজন্য প্রত্যন্ত সুন্দবনের মানুষ প্রশাসনের কাছে জেটিঘাট তৈরির দাবি জানিয়েছেন।

সন্দেশখালীর নদীতে ভেসে উঠলো প্রচুর মৃত মাছ, জল দূষণের আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের

দুরন্ত বার্তা,সন্দেশখালি, ৮ জুলাই ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের আতাপুর ও মনিপুর কলাগাছি নদীতে সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে মৃত মাছ ভেসে উঠতে দেখা গেছে। ভোলা, টেংরা, বাগদা চিংড়ি সহ নানা প্রজাতির মাছ মরে নদীর জলে ভাসতে দেখে হতবাক এলাকাবাসী। সু ন্দরবনের লবণাক্ত নদীগুলোতে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। এলাকার পরিবেশপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, জল দূষণের কারণেই এই বিপর্যয়। রাজ্য বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য প্রদীপ্ত সরকার জানান, মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ও কীটনাশক বৃষ্টির মাধ্যমে নদীর জলে মিশে যায়, যার ফলে মাছের প্রাণহানি ঘটছে। এটি অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।তিনি আরও বলেন, জল ও মাটি দূষণ আজ জনস্বাস্থ্যের বড় হুমকি।

শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত, বিদ্যলয়ে নেই ছাত্রছাত্রী

দুরন্ত বার্তা,বসিরহাট, ৮ জুলাই ঃ বসিরহাটের গোটরা পঞ্চায়েতের শশীনা এলাকার ঘটনা। গত কয়েকদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে শশীনা ও গোকনা এই দুটি গ্রামে জল জমে রয়েছে । কোথাও হাঁটু পর্যন্ত আবার কোথাও কোমর সমান জল । বাড়ির ভেতরে ঘরের ভেতরে পর্যন্ত ঢুকে আছে জল । গ্রামবাসীদের দাবি, জল নিকাশি ব্যবস্থা এতটাই খারাপ যে জল সরছে না । এলাকার মানুষ বহুবার পঞ্চায়েতে জানিও কোনও সুরাহা হয়নি বলে দাবি করেন। অবশেষে মঙ্গলবার গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধে সামিল হন। অন্যদিকে শশীনা প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দাবি-গ্রামে জল জমেছে । বাচ্চারা গ্রাম থেকে বাইরে বের হতে পারছে না । সেই কারণে

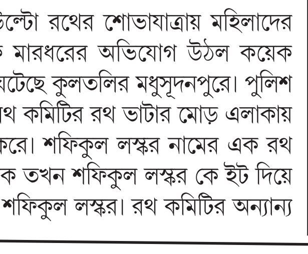

ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে ও আসছেনা। গোটরা পঞ্চায়েতের উপ প্রধান জানান,বাম আমলে এই এলাকায় অবৈধ ভাবে ঘর বাড়ি তৈরি হয়েছে, জল বের হবার জায়গা ও রাখেনি,কেউ দোকান করে নিয়েছে, কেউ বা ঢালাই করে নিয়েছে।পঞ্চায়েত গত ভাবে তবুও প্রচেষ্টা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। সমস্যা সমাধানের যথেষ্ট ফান্ড পঞ্চায়েতে নেই, বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ করতে পারে।তাই ইতিমধ্যে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। বর্ষার পর সমস্যা সমাধানে কাজ শুরু হওয়ার ব্যাপারে আশাপ্রকাশ করেন তিনি।বাড়ির ভেতরে ঘরের ভেতরে পর্যন্ত ঢুকে আছে জল । গ্রামবাসীদের দাবি ।।জল নিকাশি ব্যবস্থা এতটাই খারাপ যে জল সরছে না ।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ৫ বছরের জন্য জিএমইউ-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যাতে ক) ক্যাটারিং ব্যবসায়ে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, খ) ক্যাটারিং ব্যবসায় থেকে পূর্ববর্তী তিন আর্থিক বছরে নির্দেশক লাইসেন্স ফি-এর ন্যূনতম ০৩ (তিন) গুণ বার্ষিক টার্নওভার থাকতে হবে এবং গ) পূর্ববর্তী তিন আর্থিক বছরে লাভ বা ক্ষতি + সঞ্চিত রিজার্ভ + শেয়ার মূলধন ন্যূনতম ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা থাকতে হবে। **হাওড়া ডিভিশনের 'এ১' ক্যাটাগরি স্টেশনে জিএমইউ ইউনিটগুলি স্থাপন হবে। স্টেশন** ঃ হাওড়া; **স্টেশন কোড** ঃ এইচডব্লুএইচ; **স্টেশনের ক্যাটাগরি** ঃ এ১; **অবস্থান** ঃ নিউ কমপ্লেক্স/দক্ষিণ কনকোর্স/প্ল্যাটফর্ম প্রান্ত/৬ থেকে; **স্টলের আকার** ঃ ১০' x ৬' অর্থাৎ ৬০ বর্গফুট; **রিজার্ভেশন ক্যাটাগরি** ঃ জিএমইউ-সাধারণ; **রিজার্ভ মূল্য/নির্দেশক লাইসেন্স ফি (প্রতি বছর)** ঃ ₹ ২৮,১৭,৬৮৩;**ইএমডি (চুক্তিগত মূল্যের ২%)** ঃ ₹ ২,৯৩,১০০; **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ ₹ ৫,০০০; **জিএসটি (টেন্ডার নথির মূল্যের উপর ১২%)** ঃ ₹ ৬০০; **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং** ঃ আরও-জিএমইউ-এইচডব্লুএইচ-এনসি-এসটি- পিএফইএনডি৬; **বন্ধের তারিখ** ঃ ২৩.০৭.২০২৫। ১. টেন্ডার নথির মূল্যের উপর ১২% জিএসটি ফরোয়ার্ড চার্জের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। ২. টেন্ডার নথির প্রাপ্যতা **www.ireps.gov.in** ৩. চুক্তির মেয়াদ ০৫ বছর। ৪. প্রস্তাবের মেয়াদ ৬০ দিন। ৫. বিডগুলি শুধুমাত্র অনলাইনে জমা দিতে হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-180/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বৃষ্টিপাত এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে দুর্যোগে হুগলির বিস্তীর্ণ অংশ বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন

হুগলি, ৮ জুলাই ঃ মুষলধারে বৃষ্টিপাত এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে, রাজ্যের নানা স্থানে বিপর্যয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার খবরও আসছে। হুগলির বিস্তীর্ণ অংশ বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন হয়ে গিয়েছে। হুগলি জেলা জুড়ে বিপর্যয় সম্পর্কে মঙ্গলবার রাজ্যের বিদ্যুমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার (০৭ জুলাই) গভীর রাতে তারুই সাব-স্টেশনের অধীনে কুল ফিডারের একটি ডাবল পোল কাঠামো উপড়ে পড়ে। আরামবাগ বিভাগের অধীনে ১০০ কেভিএ বিতরণকারী ট্রান্সফরমারটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে প্রায় ১৫০ জন গ্রাহকের বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডব্লুবিএস ইডিসিএল) তাৎক্ষণিকভাবে মেরামতের কাজ শুরু করেছে। আজ বিকেল ৩টার মধ্যে এটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও স্থানীয় সূত্রের খবর, সঙ্কটাপন্ন পরিবারের সংখ্যা আরও বেশি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এদিনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয়ে আছেন গ্রামবাসীরা।

ফর্ম জি
রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নির্মাণে কাজ করছে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জন্য
আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ
(ভারতের দেউলিয়া ও দেউলিয়া বোর্ডের ৩৬এ প্রবিধানের উপ-নিয়ন্ত্রণ (১) এর অধীনে (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬)

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম, প্যান এবং সিআইএন / এলএলপি নম্বর সহ।	রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড প্যানঃ AADCR8150J CIN:U45400WB2007PTC121020 প্রাসঙ্গিক বিবরণ
২.	নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা	১০৩এ, সিআইটি রোড, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা-৭০০ ০১৪
৩.	ওয়েবসাইটের URL	উপলব্ধ নেই
৪.	স্থায়ী সম্পদের বেশিরভাগ অংশ যেখানে অবস্থিত তার বিবরণ	পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্যপরিষেবার স্থাপিত ক্ষমতা	উপলব্ধ নেই
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রিত প্রধান পণ্যসেবার পরিমাণ এবং মূল্য	উপলব্ধ নেই
৭.	কর্মচারীকমীর সংখ্যা ১. কর্মচারী/কমীর সংখ্যা	উপলব্ধ নেই
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ), ঋণদাতাদের তালিকা সহ আরও বিশদ বিবরণ URL-এ পাওয়া যাবে	https:drive.google.corndrivefolders1b04zIDZoq e0y4chx29R8Hb0E-RBR5x(সিডিটির আর্থিক রেকর্ড ২০১২ সাল থেকে অনুপলব্ধ) https:drive.google.corndrivefolders1b04zIDZoq e0y4chx29R8Hb0E-RBR5x(সিডিটির আর্থিক রেকর্ড ২০১২ সাল থেকে অনুপলব্ধ)
৯.	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) এর অধীনে সমাধ্যান আবেদনকারীদের যোগ্যতা URL-এ পাওয়া যাবে	https://intelligentupdates.blogspot.com/p/insolvenc y-public-announcements.html
১০.	আগ্রহ প্রকাশের শেষ	তারিখ ২৪-জুলাই-২০২৫
১১.	সম্ভাব্য সমাধান আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির	তারিখ ০৩-আগস্ট-২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য সমাধান আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	১৮-আগস্ট-২০২৫
১৪.	সম্ভাব্য সমাধান আবেদনকারীদের তথ্য স্মারকলিপি, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং সমাধান পরিকল্পনার অনুরোধ জারি করার তারিখ	২৩-আগস্ট-২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ	তারিখ ২২-সেপ্টেম্বর-২০২৫
১৬.	আগ্রহ প্রকাশের জন্য ইমেল আইডি প্রক্রিয়া করুন	roofersindia.cirpgmail.com
১৭.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার MSME নিবন্ধনের স্থিতির বিবরণ	NotAvailable

তপন চক্রবর্তী
(রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের রেজোলিউশন প্রফেশনাল)
আইবিবিআই রেজি. নম্বর IBBIIPA-003IP-N0001732018-1912121
প্লট নং ১০০১১, রথতলা, ব্যাঙ্কপাড়া, বারাসাত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৪
ফর রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
তারিখঃ ০৯ জুলাই ২০২৫
স্থান- কলকাতা

মেডিসিন ব্যাঙ্ক তৈরির মাধ্যমে বিনামূল্যে গরিবদের অসহায় হাওড়ার দত্ত-দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮জলাই ঃ মেডিসিন ব্যাঙ্ক তৈরির মাধ্যমে বিনামূল্যে গরিব অসহায় মানুষকে ওষুধ দিচ্ছেন হাওড়ার দত্ত-দম্পতি। কোনওরকম সরকারি সাহায্য এরা এখনো পাননি। সরকারি সাহায্য ছাড়াই হাওড়ায় এদের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান চলছে দীর্ঘদিন ধরে। দু'বছর হলো বিনামূল্যে চালু হয়েছে দাতব্য চিকিসালয়ও। সম্প্রতি চালু হয়েছে

NIT
Govt. of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.Name of Work: Provision for Temporary IT infrastructural arrangement during the programme to be attended by VVIP's at 36 Judges Court Road, Alipore, Kolkata-700027 (opposite to Alipore Jail Museum) on 10-07-2025 [Job no: KIT/RW/33 of 25-26] **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-021/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing: **09.07.2025 up to 05.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- **Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division**

NOTICE
(1) Lakhi Bag W/o, Late Gurupada Bag (2) Malati Hazra W/o Late Ashwini Kumar Hazra (3&4) Kumari Suparna Hazra and Kumari Aparna Hazra both D/o Late Ashwini Kumar Hazra(5) Chandana Dalui, W/o Sanatan Dalui (6) Archana Mondal W/o Bimal Mondal had appointed, Khokan Gayen S/o Sukumar Gayen as POWER OF ATTORNEY to sell out 8 Katha land over the R.S Plot No.697 &7Katha 8 Chattak over R.S.Plot 698 with LR Plot no 1056 and 1057 Respectively. With R.S Khatian 4184 & L.R Khatian 8344, in Mouja Bally,J.L No14 Vide Register deed No 01120 Volume No -2 Book No IV Page No 6608 to 6621 Dated 12/12/2011 at A.D.S.R. Howrah.there is any objection kindly contact to (The BI&LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711202 within 30 days from the date of advertisement.

NOTICE
Smt, Arati Majumder W/o Sri, Rup Chand Majumder had appointed, Sri Sibu Das S/o Niranjan Das as POWER OF ATTORNEY to sell out 1 katha 8 Chattak land over the R.S Plot No.1901 witah R.S.Khatian no 429 and L.R.Plot No. 1985 also having LR Khatian No 718 in Mouza Chamrail,J.L No 105 vide Registered Deed No-000212 Volume no-3 Book No- 4 dted 03.03.2003 at ADSR Howrah. If there is any objection kindly contact to (The BI&LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711202 within 30 days from the date of advertisement.

মারদা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
(সিআইএনঃ এল৬৫৯২৯ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮২৮০)
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১১, ক্রুকড লেন, প্রথম তল, রুম নং.-৭, থানা- হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৯, ভারত
কর্পোরেট অফিসঃ ৮১, পাটপারগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, এফ.আই.ই., দিল্লি-১১০০৯২, ভারত
ইমেলঃ info@mchl.co.in , ওয়েবসাইটঃ www.mchl.co.in, ফোনঃ ০১১-৪৩০৪১৪০০

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ০২.০৮.২০২৫ তারিখ সকাল ১১:০০ টায় ১১, ক্রুকড লেন, থানা-হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬৯, ভারত-এ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১০৮ এর বিধান, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত, সংশোধিত (নিয়ম) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ (তালিকাভুক্তি নিয়ম) এর ৪৪ নং প্রবিধান অনুসারে, কোম্পানি সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোটদানের সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) প্রদান করছে। তদনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ব্যবসার বিষয়গুলি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে।
এসইবিআই সার্কুলার অনুসারে, সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি ০৮.০৭.২০২৫ তারিখে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য 'বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন' ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ইমেল ঠিকানা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এসইবিআই কর্তৃক জারি করা সার্কুলার অনুসারে কোম্পানি / ডিপোজিটরিগুলিতে নিবন্ধিত। তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৩৬(১)(বি) অনুসারে, কিউআর কোড এবং ওয়েবলিঙ্ক প্রদানকারী চিঠিটি সঠিক পথ সহ, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়, সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যারা কোম্পানি / ডিপোজিটরি / নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (আরটিএ) এর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা (গুলি) নিবন্ধিত করেননি।
সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যে
ক) রিমোট ই-ভোটিং ৩০.০৭.২০২৫ তারিখে সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং ০১.০৮.২০২৫ তারিখে বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে এবং তার পরে এনএসডিএল কর্তৃক এটি বন্ধ করে দেওয়া হবে,
খ) যে ব্যক্তির নাম ২৬.০৭.২০২৫ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি কেবল রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি বার্ষিক সাধারণ সভায় পোল পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের অধিকারী হবেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তিনি এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন। উক্ত তারিখে কোম্পানির সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর ভোটাধিকার গণনা করা হবে,
গ) একজন অ-ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডার অথবা সিকিউরিটিজ ধারণকারী শেয়ারহোল্ডার যিনি নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৬.০৭.২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.com ঠিকানায় (নাম, ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি, যথাসম্ভব এবং শেয়ারহোল্ডিং সহ) অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা আরটিএ-কে nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় অথবা ০৩৩-২২৩০১০৪৩/২২৪৩০১৫৩ নম্বরে কল করে ই-ভোটিং-এর জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই NSDUCDSL-এ রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট দিতে পারবেন। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সিকিউরিটিজ ধারণকারী এবং কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণকারী এবং নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন এমন ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত লগইন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারেন। সদস্যরা এনএসডিএল বা সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে ধারণকৃত ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিদ্যমান লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে ই-ভোটিং সুবিধার জন্য লগইন করতে পারেন,
ঘ) ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাটিও এজিএম-এ উপলব্ধ থাকবে এবং এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ পোল পেপারের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না,
ঙ) কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ২৮.০৭.২০২৫ থেকে ০২.০৮.২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে,
চ) সিএস বিপিন শুক্লা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, দিল্লি (মো. নংঃ এফ৬৭৯৮, সিওপিঃ১৮০১১) দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন যাচাইকারী হিসেবে কাজ করবেন এবং,
ছ) বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mchl.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cseindia.com-এ পাওয়া যাবে। এর একটি কপি এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে।
ই-ভোটিং নির্দেশাবলীর জন্য, সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া নির্দেশাবলী পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা উপরে উল্লিখিত ইমেল আইডিতে এনএসডিএল এবং আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের উপর ভোটদানের ফলাফল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mchl.co.in এবং কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি ফলাফল ঘোষণার পরপরই এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জকেও জানানো হবে এবং নিবন্ধিত অফিস এবং কর্পোরেট অফিসের ঠিকানায় প্রদর্শিত হবে।

মারদা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দৌলত রাম আগরওয়াল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০৫৮৬৯৫৬
দিল্লি, জুলাই ০৮,২০২৫

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড
CIN: L24230WB1982PLC034492
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেলঃ investors@adinathbio.com, ওয়েবসাইট ঃ www.adinathbio.com
টেলিফোনঃ ৯১-৩৩-২২৩১৫৭১৮

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি-৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

আদিনাথ বায়োল্যাবস লিমিটেডের ৪৪তম (চল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা মঙ্গলবার, ১২ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২,০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়ালের মাধ্যমে। এর অর্থ (OAVM)। এর মধ্যে রয়েছে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি। এর সাথে পঠিত। এমসিএ সাধারণ সার্কুলার নম্বর ৯ / ২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং সেবি সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133। এর মধ্যে রয়েছে ৩ অক্টোবর, ২০২৪। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি পরিচালনা করার জন্য। এর মাধ্যমে ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সাধারণ সভা আহ্বান করা হবে।
উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠাতে হবে যাদের ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানিআমানতকারীদের সাথে নিবন্ধিত।কোম্পানি পূর্ববর্তী পদ্ধতির মতোই তার সকল সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাও প্রদান করছে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসিওএভিএমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ে.অংশগ্রহণের পদ্ধতি অথবা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি, বার্ষিক সাধারণ সভায (এজিএম) নোটিশে দেওয়া আছে। যদি আপনার ইমেল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এর সাথে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে।নযদি আপনি কোম্পানিডিপোজিটরিতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং এর জন্য লগইন বিশদ পেতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

শারীরিক ধারণক্ষমতা	কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টদের কাছে একটি অনুরোধ পাঠান infoadroitcorporate.com ঠিকানায় মেসার্স অ্যাড্রয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড ফোলিও নম্বর,শেয়ারহোল্ডারের নাম,শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে),প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি),ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্যআধার কার্ডের স্ব-প্রত্যযিত স্ক্যান করা কপি প্রদান করে। **অনুগ্রহ করে একই তারিখে বা তার আগে আপডেট করুন মঙ্গলবার, ০৫ আগস্ট, ২০২৫ এর আগে।**
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং ডিপি এর পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। **দয়া করে একই তথ্য আপডেট করুন মঙ্গলবার, ০৫ আগস্ট, ২০২৫**

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.adinathbio.com-এও পাওয়া যাবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওবেসাইটে যেমন কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, www.cse-india.com-এও পাওয়া যাবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনেVC/OAVM-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেডের জন্য
সুনীল কুমার
সারাক্ষণিক পরিচালক
DIN: (07777351)
স্থান-কলকাতা
তারিখ-০ ।০৭ ।২০৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-২১৮, বুধবার, ২৪ আষাঢ় ১৪৩২

কৃষক আত্মহত্যা ও কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তা

সারা দেশের কৃষকদের চরম আর্থিক অনিশ্চয়তা ও অসহায়তার প্রতিফলন এই আত্মহত্যাগুলি। জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর পরিসংখ্যান বলছে, নরেন্দ্র মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর প্রথম আট বছরে সারা দেশে আত্মহত্যা করা কৃষকের সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়েছে। শুধু পরিসংখ্যান নয়, এই সংখ্যা আসলে এক একটি জীবন, এক একটি পরিবার, এবং ভারতের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিপর্যয়ের নীরব আর্তনাদ। মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ কৃষক তুলা, আখ, সয়াবিন, ডাল বা অন্যান্য বাণিজ্যিক ফসলের চাষের সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের চাষে পুঁজি বিনিয়োগ অনেক বেশি, অথচ ফলন ঠিকঠাক হলেও বাজারদর ঠিক সময়ে না পেলে কৃষকের ঘরে আসে না পর্যাপ্ত আয়। ঋণ নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না, আর সেই ঋণের বোঝা বাড়তে বাড়তে একসময় তা কৃষকের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। বারবার চেষ্টা করেও ঋণের দায় থেকে মুক্তি না পাওয়ার হতাশা থেকেই বহু কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। এটি যেন এক চক্রব্যূহ-চাষ করতে ঋণ নিতে হয়, ফসল বিক্রি করতে গিয়ে ন্যায্য দাম মেলে না, ফলে ঋণ শোধ হয় না, আবার নতুন ঋণ নিতে হয়। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে না পারার দায় সরকার এড়াতে পারে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি শাসন করছে, সেখানেই কৃষক আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। উদাহরণ স্বরূপ, উত্তরপ্রদেশে গত কয়েক বছরে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪২ শতাংশ। এই প্রবণতা ইঙ্গিত করে, কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নীতি বাস্তবায়নে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি সরকার। শুধু ভোটের সময় 'ইঞ্জিন' সরকারের স্লোগান দিলেই হবে না, মাঠে-ময়দানে বাস্তব উন্নয়নের প্রতিফলন থাকতে হবে। ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন পাশ করেছিল, যা নিয়ে গোটা দেশজুড়ে কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়েছেন। দিল্লি সীমান্তে শত শত কৃষক, মাসের পর মাস রোদ-বৃষ্টি-শীতে বসে থেকেছেন। অবশেষে সরকার কৃষকদের আন্দোলনের চাপে পড়ে আইনগুলি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। তবে আন্দোলনের সময় কেন্দ্র একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল-যার মধ্যে অন্যতম ছিল, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইনত সুনিশ্চিত করা। কিন্তু আজ, প্রায় তিন বছর কেটে গেলেও সেই আইন বাস্তবায়িত হয়নি। কৃষকদের সঙ্গে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল, তার কোনও বাস্তব ফল হয়নি। বরং আন্দোলনের নতুন প্রস্তুতি শুরু হলেই, পুলিশি দমননীতি, ব্যারিকেড, কাঁদানে গ্যাস, এবং আন্দোলনকারীদের হেনস্থা যেন সরকারের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। আজও কৃষকরা যদি তাদের পাওনার দাবিতে মুখ খোলে, সরকার তাদের 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেই চিহ্নিত করে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে-যারা দেশবাসীর খাবারের জোগান দেন, তাঁদেরই পেটে ভাত নেই। সরকার যেখানে কর্পোরেট ঋণ মকুব করতে বা বড় শিল্পপতিদের বেল আউট প্যাকেজে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করতে দ্বিধা করে না, সেখানে কৃষকদের ঋণ মকুব বা সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে নানারকম শর্ত, টালবাহানা, এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তৈরি হয়। ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হল তার কৃষক। সেই মেরুদণ্ড যদি দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে গোটা সমাজ-অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। মহারাষ্ট্র হোক বা উত্তরপ্রদেশ, আত্মহত্যা করা কৃষকের সংখ্যা শুধু একটি সংখ্যা নয়-এ এক বৃহৎ রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। তাই সময় এসেছে রাজনৈতিক প্রচার নয়, বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার। আর এই পদক্ষেপ কেবল নীতিপত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে মাঠে গিয়েই কার্যকর করতে হবে। নাহলে আরও বহু কৃষক হারিয়ে যাবেন এক বিপন্ন নিস্তব্ধতায়।

পারমাণবিক শীত ও সঙ্গীতের বিষাদ ধ্বংসের পরবর্তী নিঃসঙ্গতা কীভাবে সুরে ধরা যায়?

একটা সময় ছিল, যখন শিল্পের শক্তি কেবল আনন্দ বা সৌন্দর্য তৈরির জন্য ব্যবহৃত হতো। কিন্তু আজকের পৃথিবী অনেক বেশি জটিল, বেদনাদায়ক, সহিংস এবং অস্তিত্বহীনতার আতঙ্কে আক্রান্ত। আমরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে সবচেয়ে শৈল্পিক প্রশ্নগুলিও অস্তিত্বের সংকটকে ঘিরে আবর্তিত হয়। তাই, যখন কেউ বলে, পারমাণবিক শীতের সর্বগ্রাসী বিষাদ কীভাবে সঙ্গীতে ধরা যায়?-তখন তা নিছক এক দার্শনিক কৌতূহল নয়, বরং এক মানসিক, নৈতিক ও শৈল্পিক পরীক্ষা। পারমাণবিক যুদ্ধের পরবর্তী সময়কে বোঝাতে যে শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়- 'উইন্টার' বা 'শীত'- তা কেবল একটি পরিবেশগত বা বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা নয়। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক দৃশ্যকল্প, যেখানে পৃথিবীর আকাশ ছায়াময়, জমি প্রাণহীন, বাতাস বিষাক্ত এবং মানুষের অস্তিত্ব অনিশ্চিত। এই শীত প্রকৃতির নয়, এটি সভ্যতার নিজের হাতে ডেকে আনা এক যন্ত্রণাময়, সর্বগ্রাসী নিস্তব্ধতা। এক দুঃস্বপ্ন, যার রঙ ধূসর, শব্দ নিঃশব্দ, এবং যার অনুভূতি নিঃশেষতা। এমন এক বাস্তবতার সুর রচনা করা কল্পনার পরিধিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সঙ্গীত, ইতিহাস জুড়ে, মানুষের অনুভূতির ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে-প্রেম, আনন্দ, বিরহ, প্রতিবাদ, শান্তি, বা মৃত্যু সব কিছুই সুরের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পারমাণবিক শীত এক নতুন ধরনের বেদনার কথা বলে। এটি এমন এক সময়ের কথা, যেখানে মানবিক সম্পর্ক, ভাষা, সংস্কৃতি, প্রকৃতি, ইতিহাস সব একসাথে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। প্রশ্ন ওঠে-সেই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁ।য়ে আমরা কি আদৌ কোনও সুর তুলতে পারি?

অনুকুল ঠাকুরের বাণী

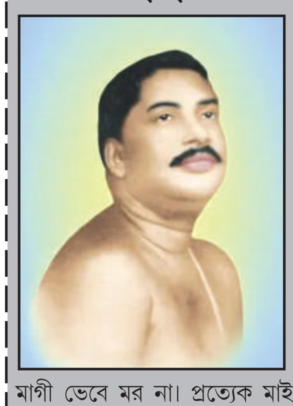

জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই আসে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থেকে, ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব সবাইকে বিশেষ করে বলেছেন, কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফা তফা খুব তফা থাক। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলে ইনি মা হয়ে পড়েন। বিষ অমৃত হয়ে গেল। আর মা মা-ই, কামিনী নয়কো। মার শেষে গী দিয়ে ভাবলেই সর্বনাশ। সাবধান! মা কে মাগী ভেবে মর না। প্রত্যেক মাই জগজ্জনী। প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রুপ, এমতর ভাবতে হয়। মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোকে ছুতে নেই-যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল এমনি কি মুখদর্শন না করা আরও ভাল। আমার কামক্রোদাদি গেলনা গেলনা বলে চিৎকার পাড়লে তারা যায় না। এমন কর্ম, এমন চিন্তা, অভ্যাস করে নিতে হয় যাতে কামক্রোধাদির গন্ধও নেই- মন যাতে ওসব ভুলে যায়। মনে কামক্রোধাদির ভাব এলে কী করে তার প্রকাশ পাবে? উপায় উচ্চতর উদার ভাবে নিমজ্জিত থাকা। সৃষ্টতত্ব, গণিতবিদ্যা, রসায়ণশাস্ত্র, ইত্যাদির আলোচনায় কামরিপুর দমন থাকে। কামিনী কাঞ্চন সম্পর্কিত যে কোন প্রকার আলোচনাই ওতে আসক্তি এনে দিতে পারে। ও সব আলোচনা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। সঙ্কোচই দুঃখ আর প্রসারনই সুখ। যাতে হৃদয়ে দুর্বলতে আসে, ভয় আসে তাতেই আনঃেদর খাকতি - আর তাই দুঃখ। চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ। কিছু চেও না। সব অবস্থায় রাজি থাক, দু ঃখ তোমার কি করবে? দুঃখ কারো প্রকৃতিগত নয়কো। ইচ্ছে করলেই তাকে তা।য়ে দেওয়া যেতে পারে। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর- তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হবে।

আসন্ন ভোটের লড়াইয়ে নতুন পথে 'নীতীশ কুমার ও চিরাগ

বিহারের রাজনীতিতে পুরনো চেনা মুখ বনাম নতুন চ্যালেঞ্জ

বিশেষ প্রতিবেদন, পাটনা ঃ নীতীশ কুমার-এই নামটি বিহারের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিগত দুই দশক ধরে এক অবিচল অস্তিত্ব। অজাতশত্রু, অর্থা যার কোনও শত্রু নেই-এই বিশেষণটি ২০২৩ সালের আগস্টে বিহারের তৎকালীন রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আর্লেকার দিয়েছিলেন নীতীশ কুমারকে। তিনি বলেছিলেন, নীতীশ বিরোধীদের প্রতিও সৌজন্যপূর্ণ, কখনও কটু কথা বলেন না। কারও প্রতি তাঁর বিদ্বেষ নেই। এই মন্তব্য নিছক সৌজন্য নাকি এক রাজনৈতিক রূপক, তা সময় বলবে। তবে বাস্তব হল, ৭৪ বছর বয়সেও নীতীশ কুমার বিহারে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের প্রধান মুখ এবং মুখ্যমন্ত্রী পদে তাঁর ফের আসার সম্ভাবনাও অটুট। হারিয়েও ক্ষমতায়২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেডিইউ মাত্র ৪৩টি আসনে সিমিত হলেও, নীতীশ নিজের রাজনৈতিক কৌশল আর জোটের চালচিত্রে চতুরতার মাধ্যমে পুরো মেয়াদ মুখ্যমন্ত্রিত্ব বজায় রেখেছেন। বিজেপির সঙ্গে প্রথম, পরে আরজেডির সঙ্গে এবং আবার বিজেপির সঙ্গে জোটে ক্ষমতায় টিকে থেকেছেন। এবার লোকসভায় বিজেপি যেখানে ২৪০ আসনে থেমেছে, সেখানে জেডিইউ'র ১২ জন সাংসদ গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন দিয়ে বিজেপির সরকার গঠনে সহায়ক হয়েছেন। এই অবস্থায় বিধানসভা নির্বাচনেও নীতীশের অবস্থান আপাত নিরাপদ। মহাগঠবন্ধনের দুর্বলতা ও বিকল্পের সন্ধানবিরোধী জোট 'মূলত মুসলিম-যাদব ভোটের উপর নির্ভরশীল। এই ভিত্তির বাইরে ভোট বাড়াতে তারা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টিও এক নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও এখনও তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এনডিএ'র ভিত মজবুত, তবে চ্যালেঞ্জও আছে। সিঁদুর'-এর সফল বাস্তবায়ন, জাতি শুমারি নিয়ে কেন্দ্রের ঘোষণা, ও মে-জুনে মোদীর টানা সফর বিহারে এনডিএ'র সম্ভাবনাকে চাঙ্গা করেছে। তবে আশঙ্কার কথা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ানের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ এবং তাঁর বিধানসভা নির্বাচনে লড়ার আগ্রহ। যদিও তিনি বলেছেন, আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর পদে কোনও শূন্যতা নেই, তবুও নীতীশের দিক থেকে তা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। ২০২০ সালে চিরাগের অভিশাপ ২০২০-র নির্বাচনে এলজেপি (চিরাগ পাসওয়ান) একাই জেডিইউকে ২৮টি আসনে হারিয়ে কার্যত বিধানসভায় ক্ষযক্ষতিসাধন করেছিল। তখন শোনা গিয়েছিল বিজেপির অঙ্গীকারেই এলজেপি নির্বাচনে লড়েছিল। এবারও চিরাগ ৪২টি আসনের দাবি করছেন, যা ২০১৫ সালের এলজেপি'র আসনসংখ্যার সমান। যদিও তাঁকে কিছু কম আসন দিলেও তিনি খুশি থাকবেন বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। মূলত তাঁর লক্ষ্য ২০৩০-নীতীশ যখন ৮০ বছর পূর্ণ করবেন, তখন নেতৃত্বে নিজের অবস্থান গড়ে তোলা। বিজেপির দুখন্ড-নেতৃত্বহীনতা হিন্দি বলয়ের একমাত্র রাজ্য বিহার, যেখানে বিজেপি কখনও এককভাবে সরকার গঠন করতে পারেনি। যদিও দলটি বর্ণভিত্তিক প্রতিনিধিত্বে শক্তিশালী- কোইরি (সাম্রাট চৌধুরী), ভূমিহার (বিজয় সিনহা, গিরিরাজ সিং), ব্রাহ্মণ (মঙ্গল পাণ্ডে, রুডি), যাদব (নন্দ কিশোর, নিত্যানন্দ রাই), দলিত (সঞ্জয় পাসওয়ান, জনক রাম), কায়স্থ (রবিশঙ্কর প্রসাদ)-তবুও কোনও একজন নেতার সর্বজনগ্রাহ্যতা নেই। সুশীল মোদীর মৃত্যু সেই শূন্যতাকে আরও প্রকট করেছে। একমাত্র নীতীশই তাঁর কুর্মি পরিচিতির মাধ্যমে লভ-কুশ (কুর্মি-কোইরি) সমীকরণকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বিজেপি কুর্মি নেতা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। উপেন্দ্র কুশওয়াহা যেমন এনডিএর অন্দরেই বিকল্প হিসেবে থেকে যাচ্ছেন। আসন ভাগাভাগি ও জোটের কৌশল ২০২০ সালে বিজেপি জেডিইউকে ১১৫টি আসন ছেড়েছিল। আবার চিরাগের আসন দাবিও জোটের আসন সমীকরণে চাপ বাড়াবে। যদিও জেডিইউ ও হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা (জিতন রাম মাজি) থাকা সত্ত্বেও জোটের ভিত শক্ত বলে মনে হচ্ছে। এদিকে মহাগঠবন্ধনের ভিত নড়বড়ে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৭০ থেকে নেমে ৪০-এ আসতে পারে। সিপিআই(এমএল) তাদের ভালো স্ট্রাইক রেটের জন্য বেশি আসন চাইছে। এআইএমআইএম তেজস্বী যাদবের সঙ্গে জোট করতে চাইলেও তারা আগ্রহ দেখায়নি। তবুও আরজেডি তার শরিকদের ১০০টি আসন ছাড়তে পারে বলে ধারণা। দীর্ঘ পরিশ্রমের পরিসমাপ্তি না এখনও? ২০১৪ সালের পর বারবার নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক অন্ত্যেষ্টির কথা উঠেছে। কিন্তু প্রতিবার তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। আসলে ২০০৫ সালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি চারবার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। সেই লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা, এবং লালুপ্রসাদের জোট ভেঙে নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার কৌশল তাঁকে অপ্রতিরোধ্য করেছে। নীতীশের সবচেয়ে বড় শক্তি তাঁর বিস্তৃত ভোট ভিত্তি-ইবিসি, অ-যাদব ওবিসি, মহাদলিত, পশমন্দা মুসলিম এবং কুর্মি-কোইরি ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা সংহতি। এই ভিত্তি এখনও অটুট, যদিও কিশোর, তেজস্বী, কনহাইয়া প্রমুখ তরুণ নেতারা মাঠে রয়েছেন। কিশোরের দীর্ঘ পরিকল্পনা নীতীশের প্রাক্তন সহযোগী ও রাজনৈতিক কৌশলবিদ প্রশান্ত কিশোরও মাঠে নেমেছেন নিজের জন সুরাজ পার্টি নিয়ে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন এক সময়ের জেডিইউ নেতা আরসিপি সিংহ। তারা ভবিষ্যতের জন্য জেডিইউ'র ভোটব্যাঙ্কের দিকে নজর রাখছেন। কারণ, নীতীশ অবসর নিলে দলের অস্তিত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে। তাঁর ছেলে নিশান্ত কুমার এখনও রাজনীতির বাইরে এবং অনাগ্রহী। শেষ কথা ২০২০ সালের মতোই যদি ভোট ভাগ হয়, তবে ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পাওয়াই জয়ের চাবিকাঠি হবে। এনডিএ তার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছে বলেই মনে হচ্ছে, যদিও জোটের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও নেতৃত্বহীনতা বড় চ্যালেঞ্জ। আর মহাগঠবন্ধনেরও প্রয়োজন দৃশ্যমান ঐক্য ও সম্প্রসারণ। নীতীশ কুমার এখনও পর্যন্ত বারবার 'ফিনিক্স' হয়ে ফিরে এসেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে-২০২৫-এও কি তিনি ফের একবার বাজিমাত করবেন, নাকি এবার কুর্সি টলে উঠবে?

ইংরাজি এখন ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতির সংযোগসূত্র না বিভেদরেখা

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ একুশ শতকের ভারত অনেক দিক থেকেই আলাদা। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং প্রযুক্তির দুনিয়ায় যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনই বদলেছে ভাষা ও সংস্কৃতির চেহারা। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ইংরাজি ভাষা। এক সময়ের ঔপনিবেশিক ভাষা আজ ভারতীয় সমাজে এমনভাবে মিশে গেছে যে, একে এখন আর বলা চলে না। বরং বলা উচিত, ইংরাজি এখন এক ভারতীয় ভাষা-তার নিজস্ব চরিত্র, ব্যবহার ও বিকাশ রয়েছে। যদি আমরা সত্যিই 'ইন্ডিয়া' ও 'ভারত'- এই দুই ধারাকে সংযুক্ত করতে চাই, তবে ইংরাজির ভূমিকাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। শুধু তাই নয়, ইংরাজিকে বলে একে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা বা ইংরাজি জানা ভারতীয়দের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে, দেশের দুই সাংস্কৃতিক অংশের মধ্যে সমন্বয়ের পথ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের সমাজে এখনও এমন এক মনোভাব বর্তমান, যা ইংরাজি জানা ভারতীয়দের প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ পোষণ করে। এই মনোভাব ভয়ানক ক্ষতিকর। কারণ ইংরাজির মাধ্যমে যারা তাদের জীবন গড়ে তুলেছেন, কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন বা আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদেরকে 'ভিন্ন' বলে চিহ্নিত করা মানে দেশের ভেতরেই এক বিভাজনের রেখা টেনে দেওয়া। ইংরাজি জানা কি দোষ? একদম নয়। বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত-কেন ইংরাজি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে এমন দূরত্ব তৈরি হলো? ইংরাজির সঙ্গে অন্য ভাষাগুলির সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার বদলে সহযোগিতার হলে দেশ অনেক বেশি উপকৃত হতো। ঔপনিবেশিক শাসনকালেই ইংরাজি ভাষা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ঢুকে পড়ে। কিন্তু সেই ইংরাজি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে যখন বিদ্যালয় স্তরে বাংলা মাধ্যম চালু হয়, তখন শিক্ষার ভাষা নিয়ে এই আলোচনার সূচনা ঘটে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা মাধ্যমের পক্ষে কাজ করছিলেন, আর ঠিক সেই সময় কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'স্বরাজ ইন আইডিয়াজ' বক্তৃতায় বলছিলেন-ভারতীয়দের 'মন' কীভাবে দ্বারা ঢাকা পড়ে গেছে। কৃষ্ণচন্দ্র বলেছিলেন, ভাষা, চিন্তা ও সংস্কৃতিতে এক সাংকর্য তৈরি হয়েছে, এবং এই সাংকর্যকে অস্বীকার নয়, বরং গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আজকের ভারতে সেই বক্তব্য আরও প্রাসঙ্গিক। ইংরাজি ভাষা, সেই সাংকর্যের অংশ, এবং তাকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আজ যে ধরনের 'দেশ, এক ভাষা, এক ধর্ম'-র স্লোগান মাঝেমধ্যে শোনা যায়, তা আদতে ভারতীয় বহুজাতিক, বহুভাষিক, বহুসাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। ভারত কখনও এক ভাষার দেশ ছিল না। হিন্দুধর্মও একক প্রভুত্বের রূপে আবির্ভূত হয়নি। বরং নানা সম্প্রদায়, ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়েই ভারতের গড়ন। দক্ষিণ ভারতের ভাষা ও সংস্কৃতিও উত্তর ভারতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই বহুধা বৈচিত্র্যের মধ্যেই একতা নিহিত ছিল, এবং সেই সূত্রেই একসময় ইসলাম ও ইংরাজি ভাষাও ভারতীয় রূপ পেয়েছে। বিদ্যাসাগর যেমন ইংরাজিতে অনর্গল কথা বলতেন, তেমনই তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজিকে যুক্ত করেছিলেন দ্বিধাহীনভাবে। এই অতীত মনে রাখলে বোঝা যাবে- ইংরাজির প্রতি বিদ্বেষের মানসিকতা কতটা ক্ষতিকর। বর্তমান সময়েও ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি অভিভাবকদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে। কেন এমন হল? তার পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত কারণ। এই বাস্তবতা অস্বীকার করে, ইংরাজিকে 'করে দিয়ে কিংবা তাকে বিদেশি বলার মাধ্যমে ভাষাগত সংকীর্ণতা তৈরি করলে, আসলে দেশেরই ক্ষতি। বরং উচিত-ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা এবং ইংরাজিকে সেই ব্যবস্থার অংশ হিসাবে গ্রহণ করা। সরকার চাইলে পিছিয়ে পড়া ভাষাগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারে, তাদের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল সামগ্রী তৈরি করতে পারে। আর এই পুরো প্রক্রিয়ায় ইংরাজিকে বাদ দেওয়া মানে, নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করার মতো অবিবেচকের কাজ করা। একুশ শতকের ভারতে ইংরাজিকে 'আমাদের ভাষা' হিসাবেই দেখতে হবে। তাকে নিছক পশ্চিমা সংস্কৃতির বাহক মনে করলে আমরা বড় ভুল করব। ইংরাজিকে ব্যবহার করে, তাকে সহযোগী ভাষা হিসেবে মেনে নিয়ে, ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলাই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ। ইংরাজির নাক কাটলে ভারতীয় ভাষাগুলিও রক্তাক্ত হবে। ইংরাজিকে বোঝা নয়, বরং একটি সম্ভাবনার জানালা হিসেবে দেখলেই ভারত সত্যিকারের বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক সমাজ হিসেবে এগিয়ে যেতে পারবে।

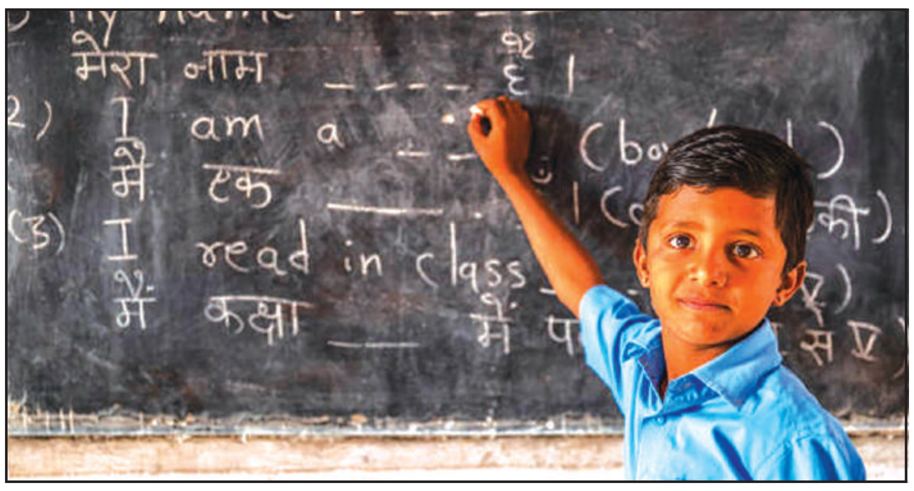

বিদেশনামা

স্মৃতি, মনন ও শরীরের পুনরাবিষ্কারের শহর প্যারিস

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ পৃথিবীতে এমন কিছু শহর আছে, যাদের নাম উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা পরিপূর্ণ ছবি। প্যারিস ঠিক তেমনই এক শহর-যা শুধু একটি ভৌগোলিক অবস্থান নয়, বরং একটি অনুভব, একটি সৌন্দর্যবোধ, এক সাংস্কৃতিক সত্তা। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিল্পী, চিত্রপরিচালক কিংবা ক্রীড়াবিদ-পৃথিবীর প্রতিটি মেধাসম্পন্ন মানুষের স্বপ্নের ঠিকানা এই প্যারিস। তবে প্যারিসের সঙ্গে যে কেবল মুগ্ধতা জড়িয়ে আছে, তা নয়। এই শহর প্রশ্ন তোলে, আলোড়িত করে, ভাবনায় ঠেলে দেয়। কারণ প্যারিস কেবল বাহ্যিক নয়, এটি এক গভীর আত্মসন্ধানের আয়না। ২০২৪ সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য আবারও বিশ্বমঞ্চে ফিরে এসেছে প্যারিস। কিন্তু এবারের প্যারিস কেবল একটি মেগা ইভেন্টের হোস্ট শহর হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছে না। বরং চেষ্টা করছে, এক নতুন শহরের পরিচয় গড়ার। যে শহর পুরনো স্মৃতি খুঁজে পাবে, নতুন ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি করবে এবং শরীর ও মননের মধ্যে এক পরিপূর্ণ সাম্যতা আনবে। আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে তৈরি হবে এমন এক নগর, যাকে একাধারে বলা যায় 'শহরের শহর' এবং 'ভবিষ্যতের রূপরেখা'। শহরকে শুধুই অবকাঠামোর পরিকাঠামো দিয়ে বিচার করলে ভুল হয়। প্যারিস নিজেকে বুঝতে চায় স্মৃতির ভিতর দিয়ে। এই শহর একদিন ছিল শিল্পচর্চার প্রাণকেন্দ্র, বিশ্ববিপ্লবের সূতিকাগার, দার্শনিক বিতর্কের উন্মুখ আখড়া। সেই প্যারিস, যেখান থেকে একদিন বেরিয়ে এসেছিলেন সার্ত্র, কামু, বোভোয়ার, রেমঁ কেঁনো কিংবা দার্শনিক মিশেল ফুকো। তাঁদের চিন্তাধারা শুধু ইউরোপ নয়, গোটা পৃথিবীর মননের ছাঁচ গড়ে দিয়েছে। সেই প্যারিস আজ যদি নিজেকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে চায়, তাহলে তাকে ফিরতে হবে সেই মননের চর্চায়। আজকের দিনে শহর বলতে আমরা বুঝি উঁচু দালান, মেট্রো রেল, স্মার্ট সিগন্যাল, ক্যামেরায় মোড়া রাস্তা। কিন্তু এই যান্ত্রিকতার মাঝে হারিয়ে যায় শহরের আত্মা। প্যারিস সেই আত্মাকেই ফেরাতে চাইছে। ফুটপাত চওড়া হচ্ছে, গাড়ির জায়গা কমানো হচ্ছে, সাইকেলের জন্য আলাদা লেন তৈরি হচ্ছে, রাস্তার ধারে বসানো হচ্ছে গাছের সারি। যেন মানুষ হাঁটে, যেন তারা দাঁড়ায়, যেন তারা কেবল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার জন্য ছুটে না চলে, বরং কোথাও একটু থেমে পড়ে, দেখার ও অনুভব করার সুযোগ পায়।

এই পরিবর্তন শুধু অবকাঠামোগত নয়, বরং এটি এক মানসিক রূপান্তর। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যেখানে মানুষ ধীরে হাঁটতে ভুলে গেছে। মানুষ কেবল দ্রুতগতির বাহনে ভর করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছাতে চায়। কিন্তু সেই গন্তব্যে পৌঁছে কী করে? কিছুই না-আর এক নতুন ছুটে চলা শুরু করে। প্যারিস বুঝেছে, এই অন্ধগতি মানুষের আত্মাকে মেরে ফেলছে। তাই এই শহর চাইছে, মানুষ আবার শরীরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুক, নিজেদের চলনে ধীরতা ফেরাক, নিজেকে অনুভব করুক। অলিম্পিক আয়োজন এক দিকে যেমন প্যারিসকে বৈশ্বিক দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ দিচ্ছে, তেমনই শহরটি এই সুযোগকে ব্যবহার করছে নিজেদের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্র হিসেবে। অনেক শহরই অলিম্পিক আয়োজনের পর তীব্র আর্থিক চাপ ও অপ্রয়োজনীয় অবকাঠামোর বোঝায় ভেঙে পড়ে। প্যারিস সেই ফাঁদে পা দিতে চায় না। তারা পরিকল্পনা করছে এমন এক অলিম্পিক, যা নয়, বরং অংশগ্রহণকারী, দর্শক এবং শহরের নাগরিক-সবাই সমানভাবে উপভোগ করতে পারবে এই আয়োজনকে। শহরটির পরিবর্তনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে স্থায়িত্ব ও পরিবেশ সচেতনতা। দূষণ কমাতে জোর দেওয়া হচ্ছে পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণের ব্যবহার, সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির উপর নির্ভরতা বাড়ানো হচ্ছে, এমনকি অলিম্পিক ভিলেজকেও ভবিষ্যতে ছাত্রাবাস ও বাসযোগ্য আবাসনে রূপান্তর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই ভাবনা প্রমাণ করে, প্যারিস কেবল এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজক নয়, বরং ভবিষ্যতের নগরবিন্যাস কেমন হওয়া উচিত, তার একটি নীলনকশাও। প্যারিসের এই রূপান্তর চিন্তার সঙ্গে শরীরের এক সুন্দর সংলাপ। শরীর মানেই এখন আর কেবল অ্যাথলিটদের প্রতিযোগিতা নয়, এটি এখন প্রতিটি নাগরিকের নিজস্ব অস্তিত্বের প্রকাশ। হাঁটা, সাইকেল চালানো, খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া, ছোট ছোট পার্কে বসে সময় কাটানো-এই অভ্যাসগুলো আবার ফিরে আসছে শহরের শরীরে। যেখানে মন ও শরীর মিলেমিশে তৈরি করছে এক সুস্থ নাগরিক সংস্কৃতি। শহর আসলে একটি জীবন্ত সত্তা। তার মধ্যে আছে ইতিহাস, রাজনীতি, প্রতিদিনের জীবনের জটিলতা এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা। প্যারিস বুঝেছে, কেবল অতীতের গর্ব নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, আবার কেবল প্রযুক্তির দিকে ছুটলে ভবিষ্যত নিরাপদ হবে না। তাই তারা এক সেতুবন্ধনের চেষ্টা করছে-যেখানে অতীতের স্মৃতি থাকবে, বর্তমানের বাস্তবতা থাকবে এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা থাকবে। শহর গড়ে ওঠে মানুষের জন্য, মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে। আর তাই প্যারিস চায় এই শহরে মানুষ আবার মানুষ হোক। যেন তারা শুধু কাজের দৌড়ে না ছুটে, বরং থামে, দেখে, পড়ে, কথা বলে, প্রেমে পড়ে, জিজ্ঞাসা করে, প্রতিবাদ করে এবং সর্বোপরি-জীবনকে অনুভব করে। শহর যদি জীবনের প্রতীক হয়, তাহলে প্যারিস সেই জীবনের মানচিত্র আঁকতে চাইছে নতুনভাবে। যেখানে থাকবে গভীর মননের চর্চা, শারীরিক সত্তার যত্ন, পরিবেশের সঙ্গে সহাবস্থান এবং অতীতকে সঙ্গে নিয়েই ভবিষ্যতের নির্মাণ। এই প্যারিস আমাদের প্রত্যেকের কাছেই এক আমন্ত্রণ-নিজেকে ফিরে পাওয়ার, সময়ের সঙ্গে সংলাপ করার, শরীর ও আত্মার নতুন সমন্বয়ের। পৃথিবীর প্রতিটি শহর যদি প্যারিসের এই প্রয়াস থেকে কিছু শেখে, তাহলে হয়তো শহরগুলো আবার মানুষের জন্য হয়ে উঠবে। নয়তো শহর আর মানুষের মাঝে ব্যবধান এতটাই বেড়ে যাবে, যেখানে নাগরিক থাকবে, কিন্তু নাগরিকত্ব থাকবে না। প্যারিস সেই বিপরীতপথে হাঁটছে-এবং আমরা সেই পথে তাকিয়ে, নিজেদের শহরের ভবিষ্যত নিয়েও নতুন করে ভাবতে শুরু করতে পারি।

ডাইনি অপবাদ দিয়ে আদিবাসী মহিলাকে অর্ধনগ্ন করে ঝাড়ফুঁকের নাম করে হেনস্থার অভিযোগ, গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৮ জুলাই ঃ ডাইনি অপবাদ দিয়ে আদিবাসী মহিলাকে অর্ধনগ্ন করে ঝাড়ফুঁকের নাম করে হেনস্থার অভিযোগ উঠলো বীরভূমের রামপুরহাটে।

খবর পেয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনের মধ্যে দুজন মহিলা ওঝা ও একজন গ্রামবাসী, বলে জানা গেছে। ধৃতদের হলেন যথাক্রমে মহাদেব রায় ও দুই মহিলা ওঝা অনিতা দেবী ও রানী সিং। দুই মহিলা ওঝার বাড়ি ঝাড়খন্ডে বলে জানা গেছে। এদিন মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ রামপুরহাট আদালতের তোলা হয় ধৃতদের। উল্লেখ্য, গত ৬ জুন রবিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ বীরভূমের রামপুরহাট থানার তাতবাঁধা গ্রামের একটি মন্দিরে এক আদিবাসী গৃহবধূকে ডাইনি সন্দেহে অর্ধনগ্ন করে ঝাড়ফুঁক করার কাজ চলছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামে বেশ কিছুদিন থেকে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে ওই গৃহবধূ কোনো অজ্ঞাত কারণে মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিলেন এবং পরিবারের তরফে অনেক চিকিৎসা করিয়েও কোনো লাভ হয়নি। তাই গ্রামবাসীরা মিলে ঝাড়খন্ড থেকে দুজন ওঝা ডেকে রোগ দূর করতে ওঝার শরণাপন্ন হন। এরপর ওই ওঝা নিদান দেন গ্রামে ডাইনি আছে। তাকে সামনে এনে পুজো করলে সব অসুখ সেরে যাবে। কথা মত, পুজোর খরচ জোগাতে গ্রামে চাঁদা তোলেন গ্রামবাসীরা। এর পরেই রবিবার সকালে ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে ওঝা এসে পৌঁছায় গ্রামে। গ্রামের একটি হনুমান বেদীতে শুরু হয় পুজো । সেখানে নিয়ে আসা হয় ওই গৃহবধূকে। কিছুটা মানসিক অবসাদগ্রস্ত ওই গৃহবধূকে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে ঝাড়ফুক, অভিযোগ, অর্ধনগ্ন করে গৃহবধূকে নাচানো হয়। সেই দৃশ্য উপভোগ করে সেখানে থাকা সকলে। তড়িঘড়ি গ্রাম থেকে খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে গিয়ে সরিয়ে দেয় গ্রামবাসীদের। এরপর মহিলা এবং তার স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় রামপুরহাট থানার পুলিশ। মহিলাকে রামপুরহাটে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুই মহিলা ওঝা ও যিনি ওঝা দের নিয়ে এসেছিলেন ঝাড়খন্ড থেকে ওই গ্রামের বাসিন্দা মহাদেব রায় তাকেও আটক করে প্রথমে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর রামপুরহাট থানার পুলিশ এদিন মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ তাতবাঁধা গ্রামের বাসিন্দা মহাদেব রায় ও দুই মহিলা ওঝা অনিতা দেবী ও রানী সিং কে গ্রেফতার করে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে।

জুন, ২০২৫ সালের 'ম্যান অফ দ্য মাস' চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভে পুরস্কৃত

চিত্তরঞ্জন , ৮ জুলাই ঃ শ্রী সুনীল কুমার / টেকনিশিয়ান গ্রেড-১/ ইলেকট্রিক লোকো শপ-১৯/ বৈদ্যুতিক বিভাগ, (২) শ্রী পল্লব কুমার মাজি/ অফিস সুপারিটেন্ডেন্ট/ সেটেলমেন্ট/ সেকশন (ওয়ার্কস অফিস)/ পারসোনেল বিভাগ (৩) শ্রী নরিন্দর সিং/ ইন্সপেক্টর প্রোটেকশন ফোর্স/ সিআইবি/ নিরাপত্তা বিভাগ এবং (৪) শ্রীমতী মিঠু দাস/ প্রধান অফিস সুপারিনটেনডেন্ট/ জেনারেল/ মেকানিক্যাল বিভাগকে জুন ২০২৫ মাসের জন্য ''ম্যান অফ দ্য মান্থ'' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। উপরোক্ত ছাড়াও, জিমন্যাস্টিকসে ব্যতিক্রমী অংশগ্রহণ এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য, বিশেষ করে ৮-১৫ জুন ২০২৫ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ১২তম সিনিয়র আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভল্ট ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক অর্জনের জন্য, সিএলডব্লিউ-এর বিশ্বখ্যাত শৈল্পিক জিমন্যাস্ট প্রণতি নায়ককেও সম্মানিত করা হয়েছে। এই পুরস্কারটি তাদের ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স, নিষ্ঠা এবং অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ। জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বিজয় কুমার আজ ০৮.০৭.২০২৫ তারিখে পুরস্কারটি প্রদান করেন এবং অভিনন্দন জানান। ১) শ্রী সুনীল কুমার

এসএসই/ রুফের অধীনে কর্মরত এবং তিনি কনভার্সন লোকোমোটিভ সহ সকল ধরণের লোকোমোটিভের উভয় ক্যাবে জলের সিল সহ এসি ইউনিট ফিটমেন্টের ক্ষেত্রে কাজ করেন। ২) শ্রী পল্লব কুমার মাজি দক্ষতার সাথে সেটেলমেন্ট সেকশনে কাজ করেন এবং প্রায় ২০টি লোকোমোটিভ সেটেল করেন। পুরাতন NEFP মামলাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন। তিনি NEFP মামলাগুলি পরিচালনা করেছেন এবং অ্যাকাউন্টস বিভাগের সাথে আরও ভাল যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করেছেন। ৩) বিশেষ দলের সদস্য শ্রী নরিন্দর সিং দুটি বড় চুরির ঘটনা সনাক্ত করার জন্য অত্যন্ত প্রশংসিত, যার ফলে নয়জন অভিযুক্ত (একজন রিসিভার সহ) গ্রেপ্তার এবং চুরি যাওয়া সম্পত্তি ১০০ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্য তার নেতৃত্বে কার্যকর নেতৃত্ব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং সমন্বিত পদক্ষেপের প্রতিফলন। ৪) শ্রীমতি মিঠু দাস যান্ত্রিক বিভাগের রাজভাষা সম্পর্কিত বিষয়গুলি পরিচালনা করেন। এর পাশাপাশি, তিনি যান্ত্রিক প্ল্যান্ট অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং প্ল্যান্ট উইং অফিসারদের পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য অনেক কাজ দেখাশোনা করেন।

আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে বেঙ্গল সাফারি পার্কে পৌঁছে গেল ১৮টি নতুন প্রাণী, বরাদ্দ ৪ কোটি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই ঃ পুজোর আর কিছুদিন বাকি। সোমবার 'গ্রিন করিডর' ধরে আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে বেঙ্গল সাফারি পার্কে পৌঁছে গেল ১৮টি নতুন প্রাণী। যার মধ্যে রয়েছে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার দম্পতি, দু'টি পুরুষ বুনো কুকুর, দু'জোড়া পেইন্টেড স্টর্ক, এক জোড়া স্পুন বিল পাখি, এক জোড়া স্ত্রী ঘড়িয়াল ও তিন জোড়া গ্রিন ইগুয়ানা। এখানেই শেষ নয়। পুজোয় বেঙ্গল সাফারি পার্ককে ঢেলে সাজাতে প্রায় চার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য। পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে এবার পুজোর ছুটিতে নতুন সাজের বেঙ্গল সাফারি পার্কে নতুন অতিথিদের দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। জানা গেছে, আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে অতিথিদের 'গ্রিন করিডর' করে তিনটে অ্যাম্বুল্যান্সে বেঙ্গল সাফারি পার্কে আনা হয়েছে। ১৭ ঘণ্টার যাত্রাপথ। বন্যপ্রাণীদের দেখভালের জন্য বেঙ্গল সাফারি পার্ক থেকে পাঠানো হয়েছিল প্রাণী বিশেষজ্ঞ, পশু চিকিৎসক ও বন আধিকারিকদের একটি বিশেষ দল। প্রতি ঘণ্টায় প্রাণীগুলোর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর বিজয় কুমার জানান, সাফারি পার্কে তিনটি হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রজনন না হওয়ায় নতুন সঙ্গিনী আনার উদ্যোগ নেয় রাজ্য বনদপ্তর। সব মিলিয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্কে ভল্লুকের সংখ্যা বেড়ে হল পাঁচ। এছাড়াও সাফারি পার্কে তিনটে ঘড়িয়াল ছিল। একটি পুরুষ এবং দুটো স্ত্রী। এবার আলিপুর থেকে আনা হয়েছে একজোড়া নতুন স্ত্রী ঘড়িয়াল। ফলে ঘড়িয়ালের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে পাঁচ। তবে এই প্রথম ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড ডগ অর্থাৎ বুনো কুকুর, পেইন্টেড স্টর্ক, স্পুন বিল পাখি ও গ্রিন ইগুয়ানা দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। সাফারি পার্ক সূত্রে জানা গেছে, যে ১৮টি নতুন প্রাণী বেঙ্গল সাফারিতে আনা হয়েছে, প্রত্যেকে সুস্থ আছে। কয়েকদিন পর্যবেক্ষণে রেখে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পর পর্যটকদের সামনে আনা হবে।

শ্রাবণী মেলার সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৮ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে শ্রাবণী মেলার সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল

দিতে তিন জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ট্রেনগুলি ডিব্রুগড়-দেওঘর, কাটিহার-দেওঘর এবং কাটিহার-মনিহারির মধ্যে চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৯২৬ (ডিব্রুগড় - দেওঘর) স্পেশাল ১০ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ডিব্রুগড় থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার, সোমবার ও মঙ্গলবারে সকাল ৯.৪০ টায় রওনা দিয়ে পরের দিন রাত ৮.২৫ টায় দেওঘর পৌঁছাবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৯২৫ (দেওঘর - ডিব্রুগড়) স্পেশাল ১১ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত দেওঘর থেকে প্রত্যেক শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, মঙ্গলবার ও বুধবারে রাত ৯.৫৫ টায় রওনা দিয়ে তৃতীয় দিন সকাল ৮.৩০ টায় ডিব্রুগড় পৌঁছাবে। ট্রেন দুটি উভয় দিক থেকে ২৩টি করে ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং. ০৫৭১৬ (কাটিহর - দেওঘর) স্পেশাল ১০ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত কাটিহার থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে দুপুর ২.২০ টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ভোর ৪.১৫ টায় দেওঘর পৌঁছাবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৭১৫ (দেওঘর - কাটিহার) স্পেশাল ১১ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত দেওঘর থেকে প্রত্যেক শুক্রবারে সকাল ৫.৪৫ টায় রওনা দিয়ে একই দিনে রাত ৯.২০ টায় কাটিহার পৌঁছাবে। ট্রেন দুটি উভয় দিক থেকে ০৫টি করে ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং. ০৭৫৪০ (কাটিহার - মনিহারি) স্পেশাল ১ থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত কাটিহার থেকে প্রত্যেকদিন রাত ৮.৩০ টায় রওনা দিয়ে একই দিনে রাত ৯.৩০ টায় মনিহারি পৌঁছাবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৭৫৩৯ (মনিহারি - কাটিহার) স্পেশাল ২ জুলাই থেকে ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মনিহারি থেকে প্রত্যেকদিন সকাল ৫.০০ টায় রওনা দিয়ে একই দিনে সকাল ৬.০০ টায় কাটিহার পৌঁছাবে। ট্রেন দুটি উভয় দিক থেকে ৩১টি করে ট্রিপের জন্য চলবে। এই ট্রেনগুলির রুট, স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিনা নোটিশে বন্ধ ডুয়ার্সের আমবাড়ি চা বাগান

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ৮ জুলাই ঃ রাতের অন্ধকারে বিনা নোটিশে চা বাগান বন্ধ করে চলে গেল বাগান কর্তৃপক্ষ। ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের আমবাড়ি চা বাগান বন্ধ হওয়ায় দুশ্চিন্তায় শ্রমিকরা। আমবাড়ি চা বাগানে প্রায় ১২০০ শ্রমিক কাজ করতেন। জানা গেছে, ২৬ জুন চা বাগান মালিকদের সংগঠন ডিবিআইটিএতে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কোনো সুরাহা মেলেনি। সেদিন চা বাগান কতৃপক্ষ শ্রমিকদের ১০ দিনের শালছুটিতে বসতে বলে। সেটা সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নেরা মেনেও নেয়। এরপর গত সোমবার সেই দিনটি শেষ হয়। স্বাভাবিকভাবেই শাল ছুটির পর মঙ্গলবার থেকে ফের চা বাগানে কাজ চালুর করা কথা। কিন্তু এদিন সকালে স্প্রে ওয়ার্কাররা ফ্যাক্টরির ভিতরে গিয়ে ওষুধপত্র নিতে গিয়ে দেখে স্টোররুমে তালা মারা। এরপর তারা ম্যানেজারের বাংলোতে যায়।সেখানে গিয়েও দেখে বাংলোতেও তালা ঝোলানো রয়েছে। শ্রমিকেরা বুঝে যায় চা বাগান কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে গেছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই শ্রমিকেরা ফ্যাক্টরির গেটের কাছে এসে জড়ো হতে শুরু করে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এনআইটি/০২/২৫/৪৩, তারিখঃ ০৭.০৭.২০২৫। প্রিন্সিপাল চীফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **সারণী-এঃ ক্রম নং., টেন্ডার নং., বিবরণ এবং ইএমডি যথাক্রমেঃ** (১) **১১২৫১১২৫;** লোকালাইজড ব্রেক ডিস্ক; ₹ ২,২৮,৭৫০; (২) **১১২৫১১২৬;** ইন্টারকার গ্যাংওয়ে মাউন্টিং; ₹ ৭,৭৭,৫০০; (৩) **১১২৫১১৪৯;** অ্যাক্সেল বক্স পিভোট বুশ; ₹ ৪,৫৮,৯৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ক্রম নং. ১, ২ ও ৩-এর জন্য ২২.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৪) **১২২৫৫৪৭৭;** বিভিন্ন সীল সেট; ₹ ১,১৪,৩৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ২৩.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৫) **০৪২৪৫০২০বি;** সলিড হুইল ডি ৯২০ ড্র. নং. আরডিএসও এসকে নং. সিআর-৮৩৫ সংযুক্তি-ক অনুসারে; ₹ ১,৪৯,৭২০; (৬) **০৪২৫৫০০৪;** চেঞ্জ ওভার ভ্যালু ইত্যাদি। অ্যাভেন্টিক মেক; ₹ ১,৬৮,৩৭০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ক্রম নং. ৫ ও ৬-এর জন্য ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৭) **২০২৫২১৮৩;** সংশোধিত ল্যাটারালের জন্য সম্পূর্ণ পিওএইচ-কিট; ₹ ১,০০,৯৪০; (৮) **২১২৫১৪১৩;** বিওবিআরএন ওয়াগন ইত্যাদির জন্য ডোর অ্যাসেম্বলি (ডাবল লিঙ্ক); ₹ ৭,২৬,০৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ক্রম নং. ৭ ও ৮-এর জন্য ২৮.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৯) **১০২৫২৫৫৩;** ল্যাবরিন্থ, বিয়ারিং ক্যাপ এবং ক্ল্যাম্প প্লেট ইত্যাদির সেট; ₹ ২,৭৮,৩৯০; (১০) **১৫২৪৫১০৮বি;** (ক) এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন (এএসআর) ফিয়াট বগি ফ্রেম ব্রেক বিম ইত্যাদির সর্বশেষ ওয়েল্ডিং ফিক্সচার এবং ম্যানিপুলেটরের ডিজাইন, সরবরাহ, নির্মাণ এবং কমিশনিং; ₹ ৩,০৮,৩৭০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ক্রম নং. ৯ ও ১০-এর জন্য ০৪.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ক্রম নং. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রতিটির জন্য ₹ ০.০০; **সারণী-বিঃ টেন্ডার নং; সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং আনুমানিক টেন্ডার মূল্য (টাকা)** যথাক্রমেঃ (১) **৫২২৫৬১৮৪;** আরসিএফ ড্র. নং. এলই১১২৮৪ অনুযায়ী টপ ফ্ল্যাঞ্জ, অল্ট.জি. উপাদানের স্পেসিফিকেশন সি-কে২০১(এক্স২সিআরএনআই১২); ₹ ৫৫,৬৪,১৮৩.৮০/-; (২) **৫২২৫৬১৮৮;** আরসিএফ ড্র. নং. এলই১১২৮৫ অনুযায়ী টপ ফ্ল্যাঞ্জ, অল্ট.এইচ. উপাদানের স্পেসিফিকেশনঃ সি-কে২০১(এক্স২সিআরএনআই১২); ₹ ৫৫,৬৪,১৮৩.৮০/-; (৩) **৫২২৫৬২২৪;** পোর্টেবল লেজার স্পেকট্রোমিটার; ₹ ৫৮,৫২,৮০৪/-; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ক্রম নং. ১, ২ ও ৩-এর জন্য ০৪.০৮.২০২৫ তারিখ। **সারণী-সিঃ টেন্ডার নং; সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং আনুমানিক টেন্ডার মূল্য (টাকা)** যথাক্রমে ঃ **১২২৫৪০০৪;** ওয়াইডার পিএসসি স্লিপার টি-৮৭৪৬-এর জন্য আরজিসি; ₹ ১৭৫,৪১,১৭,২৩৭.৩০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০৯.০৭.২০২৫ তারিখ। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরে উল্লিখিত সমস্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটটি দেখুন।

STORES-20/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-34/2025-26** Bid submission closing date(Online) - **17/07/2025** instated of **07/07/2025** and Bid Submission opening date (Online) **21/07/2025 instated of 09/07/2025.** Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT

Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322

E-Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 02 nos. of Schemes, Fund: SBM(G) vide Memo No.- **CPGP/220/SBM(G)/2025-26.** Last date of submission of Bid up to **3:00 PM on 22.07.2025**. Date of opening of Bid on **24.07.2025 at 01.00 PM.** Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

এসএলআর/এলভিপিএইচ লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং.: এলইএএসই-কেজিপি-২৫-১২ এন্ড ১৩ **তারিখ : ০৮.০৭.২০২৫**

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, **https://www.ireps.gov.in/**ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত ট্রেনগুলিতে ০২ (দুই) বছরের জন্য পার্সেল পরিবহনের জন্য এসএলআর/এলভিপিএইচ লিজের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করছেন • **ক্রম নং; ক্যাটাগরি; ক্যাটালগ নং; ই-নিলামের তারিখ; নিলাম শুরুর সময়; নিলাম বন্ধের সময়: • [১];** পার্সেল; **এলইএএসই-কেজিপি-২৫-১২;** ১৭.০৭.২০২৫; ১২.০০ টা; ১৩.৪০ টা; • **[২]**; পার্সেল; **এলইএএসই-কেজিপি-২৫-১৩**; ২৪.০৭.২০২৫; ১১.০০ টা; ১৬.৩০ টা। আগ্রহী পক্ষ এবং ঠিকাদারদের এটি নোট করতে হবে এবং ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এবং সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটটি দেখতে হবে। কোনও জিজ্ঞাসা/স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-372) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

OFFICE OF THE PRODHAN MASHAT GRAM PANCHAYAT

(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com
Memo No:- (i) 438/MGP/2025, Dated:-08/07/2025
E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE

Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for 1(One) work. Document download & sale starting(Online) **08.07.2025 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid proposal (online) **17.07.2025 at 11.00 AM**. Bid opening date(Technical): **17.07.2025 at 12.00 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

মিথ্যা মামলায় বিজেপি কর্মীদের ফাঁসানোর প্রতিবাদে কোচবিহারে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৮ জুলাই ঃ একদিকে এনআরসি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল তো

অপরদিকে বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো এবং তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পথে নামল কোচবিহার জেলা বিজেপি। মঙ্গলবার বিজেপির সদর কার্যালয়ে থেকে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল শহরের রাজপথ প্রদক্ষিণ করেন। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন সহ জেলা বিজেপির পাঁচ বিধায়ক। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন বলেন - সন্ত্রাস না বলে লাগাম ছাড়া সন্ত্রাস বলাই ভালো। তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করছে আর মিথ্যে মামলায় বিজেপি কর্মীদের ফাঁসানো হচ্ছে। সারা রাজ্যের পাশাপাশি কোচবিহারের মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারছেন আর সে কারণেই আজ মিছিলে জনতার ঢল। পাশাপাশি একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস দলটাই চালাচ্ছে রাজ্যের পুলিশ। পুলিশ যদি না থাকে এক ঘন্টাও তৃণমূল কংগ্রেস দলটা থাকবে না। পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়নি সরাসরি ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস দল চালাচ্ছে। বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে কোন মামলা হলেই দ্রুত গ্রেপ্তার আর বিজেপি কর্মী সমর্থকরা যখন শাসকদলের কারোর বিরুদ্ধে মামলা করে তখন পুলিশ তা থাকে ১০০ কিলোমিটার দূরে থাকে আর অজুহাত খুঁজতে থাকে এই হচ্ছে রাজ্যের পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ল' কলেজের ছাত্রীর উপর হেনস্থা সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে সোমবার এই বিক্ষোভ মিছিলে প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থক পা মেলান। দীর্ঘদিন বাদে কোচবিহারে এত বড় বিজেপি মিছিল করতে সমর্থ হোলো। একদিকে তৃণমূলের বিক্ষোভ মিছিল অপরদিকে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল মিছিল পাল্টা মিছিলে মঙ্গলবার তাই শহরের রাজপথ ছিল সরগরম।

Billagram Gram Panchayat
Belari, Purba Bardhaman
Ausgram-I Panchayat Samity
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 207/1/BGP, Date: 08.07.2025
Tender ID 2025_ZPHD_875743_1 TO 3
Invites e-tender for the work: Construction of Concrete cover drain. Date of Opening of Financial proposal(online): 21/07/2025 at 12.00pm. For details visit **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Billagram Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেপিএ-ইআরএস-ওটি-০৩-২৫-২৬, তারিখঃ ০৫.০৭.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক আহ্বান করা ই-টেন্ডারের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। **টেন্ডার নং. ঃ কেপিএ-ইআরএস-ওটি-০৩-২৫-২৬, বিবরণঃ** ''৩-ফেজ লোকো মোটিভের ই৭০ ব্রেক প্যানেল এবং ব্রেক কন্ট্রোলারের মেরামত/ওভারহলিং, পরিমাণ ৩৬টি''। **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ৭,১২,২৪,০৩৯.০০** কেবলমাত্র জিএসটি এবং অন্যান্য সকল চার্জসহ; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত হলে যে কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না এবং সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

MISC-123/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole,
Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-06/2025-26(2025_ZPHD_875704_1)
Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 1 no works. Last date of documents download & bid submission is **18 th July 2025 at 18:30 p.m.** For details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

ম্যাভেনস বায়োটেক লিমিটেড

CIN: L17297WB1981PLCO34226
নিবন্ধিত অফিসঃ রুম নং ৪০৭, চতুর্থ তলা, প্রাঙ্গণ নং ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেলঃ investors@mavesbiotech.com, ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com
ফোন নম্বরঃ ০৩৩-২২৬২৩০৫৬

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি - ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

কোম্পানির ৪৩ তম (তেতাল্লিশ তম) বার্ষিক সাধারণ সভা ১১ আগস্ট, ২০২৫, সোমবার, বেলা ১.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলির সাথে পঠিত হবে, যা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের MCA সাধারণ সার্কুলার নম্বর ৯ / ২০২৪ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/ CIR/2024/ 133 এর সাথে পঠিত হবে, যাতে ৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি লেনদেন করা যায়।

উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪- ২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠাতে হবে যাদের ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি / আমানতকারীদের সাথে নিবন্ধিত। কোম্পানি পূর্ববর্তী পদ্ধতির মতোই তার সমস্ত সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাও প্রদান করছে। সদস্যরা শুধুমাত্র VC / OAVM এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম চলাকালীন এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং দূরবর্তী ই- ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম নোটিশে দেওয়া আছে।

যদি আপনার ইমেল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে। যদি আপনি কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ পেতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

শারীরিক ধারণ	কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স অ্যাড্রয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে info@adroitcorporate.com ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠান। ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য প্রদান করুন। **অনুগ্রহ করে সোমবার, ০৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে** বা তার আগে একই তথ্য আপডেট করুন।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (DP) এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং DP এর পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। **অনুগ্রহ করে ৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে** বা তার আগে একই তথ্য আপডেট করুন।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.mavencebiotech.com**-এও পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড **www.cse-india.com** এবং মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩ অনুসারে VC/ OAVM -এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেডের জন্য
জয় প্রকাশ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
DIN: 02525414

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ০৮ ।০৭ ।২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E. (SWM-II), KMC** invites e-tender online percentage two bid system for following work :
NIT No. : SWM-II/GRU-011/2025-26
Tender Id : 2025_KMC_873836_1
Name of work : **Engagement of one hired LCV truck for attending break down services of different vehicles under GRU/SWM-II Deptt.**; Estimated Amount : ₹ **1,82,085.00**; Earnest Money : ₹ **3,800.00**; Period of completion : **183 Days**; Last date and time of submission of bid : **15.07.2025 upto 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **03.06.2025 (6 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. Chief Engineer (M)/EWS, KMC** invites e-tender for the under mentioned works :
(1) NIT No. : KMC-ET-18-M-RPRNT-SD-25-26
Name of the work : **Rust removal, chemical washing, primer application and painting with other allied works of top surface of Administrative Building adjoining portion of Machine shop shed at EWS**; Estimated Cost : ₹ **2,99,576.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.
(2) NIT No. : KMC-ET-29-M-CL-OR-25-26
Name of the work : **Upkeeping of all official's office room on regular basis at Administrative Building premises under EWS**; Estimated Cost : ₹ **2,74,665.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Last date and time of submission of bid (Online) : **16.07.2025 (3 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender open date : **18.07.2025 (3.30 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **08.07.2025 (5.30 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites e-tender online item wise / percentage / quotation rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/ASPH/P.B/BNG-02/2025-26
Name of work : **Marshal test and ingredients test for quality control of Hot mix produced from DM-45 and DM-50 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **90 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.07.2025 at 2 pm**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **26.07.2025 at 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **09.07.2025 (6 pm)**.
(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/S.J.M.-05/25-26
Name of work : **Supplying fixing of kerb, Channel and allied Civil Works at Kendua Main Rd. from 305, Kendua Main Rd. to 69A/10, Kendua Main Rd. in Ward No. 101, Br.-XII, under Roads Mechanical Department**; Estimate Amount : ₹ **2,47,643.84 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.
(3) NIT No. : KMC/ASPH/GG/S.J.M.-07/25-26
Name of work : **Development of road surface by lowering and allied works from 1/1, Gourango Mandir Rd. to 9, Gourango Mandir Rd. in Ward No. 101, Br.-XII, under Roads (M) Department**; Estimate Amount : ₹ **2,97,631.09 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **12 Days (For Sl. No. 2 & 3)**; Last date and time of submission of bid : **19.07.2025 till 11 am (For Sl. No. 2 & 3)**; The bid forms and other details are available on and from **09.07.2025 after 11 am (For Sl. No. 2 & 3)**.
(4) NIT No. : KMC/ASPH/GG/SM-04/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of road by lowering of surface along with allied Civil Works from 84, Ashok Road to A-36, Rabindra Pally in Ward No. 101, Br.-XII, under Roads Mechanical Department**; Estimate Amount : ₹ **3,90,918.57 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **21 Days**; Last date and time of submission of bid : **22.07.2025 upto 1 pm**; Bid opening date for technical purpose : **24.07.2025 at 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **11.07.2025 after 1 pm**.
(5) NIT No. : KMC/ASPH/PB/EM-04/2025-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing of bitumen tank burners and dryer drum burners of DM45 and DM50 plants at Asphaltum Department, Palmer Bazar**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : **2% of quoted amount**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of submission of bid : **19.07.2025 at 1 pm**; Bid opening date for technical proposal : **21.07.2025 at 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **11.07.2025 after 5 pm**.
(6) NIT No. : KMC/ASPH/PB/KM-04/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of road by lowering of asphaltum road surface from 64/68/2 to 64/70A Khudiram Bose Sarani and 64/51A Khudiram Bose Sarani in Ward No. 03, Br.-I, under Roads Mechanical Department**; Estimate Amount : ₹ **4,45,711.70 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **21.07.2025 at 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **11.07.2025 after 12 Noon**.
(7) NIT No. : KMC/ASPH/GG/AR/E-04/2025-26
Name of work : **Installation of Glow Sign Board, Outdoor luminaries, AC Machine and other appliances with allied electrical works at Office of the Executive Engineer Building under Asphaltum Department, Goragacha**; Estimate Amount : ₹ **4,53,217.30**; Earnest Money : ₹ **9,100.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of submission of bid : **23.07.2025 at 11 am**; Bid opening date for technical proposal : **25.07.2025 at 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **15.07.2025 at 5 pm**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 7)**.
(8) NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-13/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of road surface by lowering and allied works from 127/1 to 238A B.C. Rd. with blacktop surface in Ward No. 130, Br.-XIV under Roads Mechanical Department**; Estimate Amount : ₹ **3,32,867.87 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.07.2025 at 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **10.07.2025 after 5 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E. (Mechanical) / Roads, KMC** invites percentage e-tender online in two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/ASPH/PB/EM-05/2025-26
Name of work : **Supply, Delivery and Installation of additional fire extinguishers at Asphaltum Department Palmer Bazar**; Estimated Amount : ₹ **2,89,726.58 (Including CESS, GST and Excluding Contingency)**; Earnest Money : ₹ **5,800.00**; Period of completion : **7 Days**; Last date and time of submission of bid : **21.07.2025 - 11.30 am**; Bid opening date for technical proposal : **23.07.2025 - 11.30 am**; The bid forms and other details are available on and from **12.07.2025 after 5.30 pm**.
(2) NIT No. : KMC/ASPH/PB/EM-06/2025-26
Name of work : **Annual maintenance and servicing of air conditioning machines at Asphaltum Department Palmer Bazar**; Estimated Amount : ₹ **1,54,319.92 (Including CESS, GST and Excluding Contingency)**; Earnest Money : ₹ **3,100.00**; Period of completion : **365 Days**; Last date and time of submission of bid : **21.07.2025 - 12.30 pm**; Bid opening date for technical proposal : **23.07.2025 - 12.30 pm**; The bid forms and other details are available on and from **12.07.2025 after 6 pm**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

605/25-26

SBFC Finance Limited

Registered Office:- Unit No. 103, First Floor, C&B Square, Sangam Complex, Village Chakala, Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059.

ডিমান্ড নোটিস

যদিও এখানে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতারা এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। আমরা উল্লেখ করছি যে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করা সত্ত্বেও, ঋণগ্রহীতা/ বন্ধককারীরা নির্ধারিত তারিখ অনুসারে সুদ এবং মূলধন পরিশোধে বিভিন্ন খেলাপি হয়েছেন। এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুসারে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুসারে, এসবিএফসি-র খাতায় উল্লেখিত তারিখগুলিতে অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (SARFAESI অ্যাক্ট) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে উল্লেখিত তারিখগুলিতে ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে, যাতে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদের নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির উপর চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ সহ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় জারি করা নোটিশগুলি অকার্যকরভাবে ফিরে এসেছে এবং তাই তাদের জনসাধারণের নোটিশের মাধ্যমে এই বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম / ঠিকানা এবং ট্রাস্টের নাম	নোটিশের তারিখ এবং এনপিএ	ঋণ এবং বকেয়া পরিমাণ	সুরক্ষিত সম্পদের বর্ণনা
১	১. শ্রী মিন্টু শর্মা, ২. শ্রী চারুলতা শর্মা ৩. শ্রী অমরেশ শর্মা, ৪. শ্রী রীতা দেবী, ৫.শ্রী মুকেশ শর্মা, ৬. শ্রী রাকেশ শর্মার ঠিকানাঃ নস্করপাড়া লেন Z3/283/a নদীর ধারে শনি মন্দিরের কাছে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪৪ এও যোগ করুন। মৌজা- বাগান পৌঁছান- নাদিয়াল, খাতিয়ান নং-, দাগ নং ১৫১,১৫২ দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কেএমসির অধীন Z3/283/a, নস্কর পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং- ১৪১ নদীর ধারে শনি মন্দিরের কাছে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪৪	নোটিশ তারিখ ঃ ১৩ মে ২০২৫ প্রশাসন তারিখঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর- ৪০২১০৬০০০০২৩৯৮৪০ (PR01240306) ঋণের পরিমাণঃ ২৯ এপ্রিল, তারিখের হিসাবে, ২০০০০০০- টাকা (মাত্র বিশ লক্ষ টাকা) মোট বকেয়া পরিমাণ-১৯৯৭৩৭২- টাকা (মাত্র উনিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিনশ বাহাত্তর টাকা)	মৌজার সমস্ত অংশ - গার্ডেন রিচ, থানা- নদিয়াল, খতিয়ান নং-দাগ নং- ১৫১,১৫২, জেলা- দক্ষিণ পরগনা, কেএমসির অধীনে, পিন-৭০০০৪৪। Z3/283/a , নস্কর পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং- ১৪১। সীমানাঃ - পূর্ব- নস্কর পাড়া লেন, পশ্চিমঃ অন্যের বাড়ি এবং জমি, উত্তর- বিক্রেতার জমি এবং বাড়ি, দক্ষিণঃ মোহনন্দ নাথের জমি এবং বাড়ি।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করার জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, যদি তা না করা হয়, তাহলে এই নোটিশের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৪) এবং এর অধীনে প্রযোজ্য বিধি অনুসারে ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকগ্রহীতাদের সুরক্ষিত সম্পদের দখল গ্রহণ সহ সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
দয়া করে মনে রাখবেন যে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুসারে, কোনও ঋণগ্রহীতা সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া নোটিশে উল্লেখিত তার সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনওভাবে স্থানান্তর করতে পারবেন না।

তারিখঃ ০৯.০৭.২০২৫
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত কর্মকর্তা
এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড

ফ্যাসন ও রুপচর্চা

দিনের পর দিন একই প্রসাধনী ব্যবহার? সাবধান! জানেন, মেক আপ ব্রাশ-আইশ্যাডোর আয়ু কত?

বেশিরভাগ মহিলাই অল্পবিস্তর মেক আপ করতে ভালোবাসেন। তাঁদের কাছে মাসকারা, আইলাইনার, ব্লাশ, আইশ্যাডো, ব্রাশ, ফাউন্ডেশন এবং লিপস্টিক থাকে। আর সেগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটানা ব্যবহার করে যান। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনের পর দিন এই প্রসাধনীগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়। তার ফলে ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাই জেনে নিন আপনার কাছে থাকা প্রসাধন সামগ্রীগুলির আয়ু কতদিন।

মাসকারা

একটি মাসকারা কিনলে অনেকদিন ব্যবহার করা যায় ঠিকই। তবে ভুল করে একটানা বেশিদিন মাসকারা ব্যবহার করবেন না। তাতে ত্বক এবং চোখের ক্ষতি হতে পারে। তাই ৪ থেকে ৬ মাস পর মাসকারা বদল করুন।

আইলাইনার

৬ মাসের বেশি একই আইলাইনার ব্যবহার করবেন না। তাতে চোখের ক্ষতি হতে পারে। চোখ চুলকানো, ব্যথা এমনকী লালভাব দেখা দিতে পারে। তাই এক্সপায়ারি ডেট না পেরলেও বদল করুন আইলাইনার।

ব্লাশ এবং আইশ্যাডো

ব্লাশ এবং আইশ্যাডোর আয়ু বছরখানেক। তারপর আর তা ভুলেও ব্যবহার করবেন না।

ফাউন্ডেশন

ফাউন্ডেশন প্রতিদিন হাওয়ার সংস্পর্শে আসলে ক্ষতি হয়। তাই একটানা এক বছরের বেশি ফাউন্ডেশন ব্যবহার করবেন না। দীর্ঘদিন একই ফাউন্ডেশন ব্যবহার করলে ত্বকের ক্যানসার হতে পারে।

মেক আপ ব্রাশ

মেক আপ ব্রাশ প্রায় রোজই কমবেশি ব্যবহার হয়। তাই সপ্তাহে কমপক্ষে একবার সাবান এবং হালকা গরম জলে ধুয়ে নিন। বছরে কমপক্ষে একবার কিংবা দু'বার মেক আপ ব্রাশ বদল করুন।

লিপস্টিক

বেশি পুরনো লিপস্টিক ব্যবহার করলে ঠোঁট শুস্ক হয়ে যেতে পারে। তাই টানা ৮ মাসের বেশি একই লিপস্টিক ব্যবহার করবেন না।

বর্ষায় ত্বক অতিরিক্ত তেলতেলে

বর্ষার আর্দ্র পরিবেশ নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ত্বকে। বিশেষ করে যাঁদের ত্বক এমনিতেই তেলতেলে, সমস্যাটা তাঁদেরই বেশি। এ সময় অনেকেরই মুখে দেখা দেয় অতিরিক্ত তেল, যা শুধু দেখতে খারাপ লাগে, তা-ই নয়, ব্রণ বা র‍্যাশের ঝুঁকিও বা।ায়। কিছু সহজ নিয়ম মেনে চললে অবশ্য এ সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

১. দিনে দুই থেকে তিনবার মুখ ধুয়ে নিন

ত্বকে ধুলাবালু ও অতিরিক্ত তেল জমে ব্রণ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। দিনে অন্তত দুবার ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। যাঁদের ত্বক খুব তেলতেলে, তাঁরা জেলভিত্তিক ফেসওয়াশ ব্যবহার করতে পারেন। তবে অতিরিক্ত ধোয়ার দরকার নেই, এতে ত্বক আরও বেশি তেল উপাদন করতে পারে।

২. টোনার ব্যবহার করুন

মুখ ধোয়ার পর ত্বকের ছিদ্রগুলো সংকুচিত করতে অ্যালকোহলমুক্ত হালকা টোনার ব্যবহার করুন। এটি ত্বকে থাকা অবশিষ্ট তেল ও ময়লা দূর করতে সাহায্য করে।

৩. ময়েশ্চারাইজার বাদ দেবেন না

অনেকেই ভাবেন, ত্বক তেলতেলে হলে ময়েশ্চারাইজার লাগানোর দরকার নেই। এটি ভুল ধারণা। তেলতেলে ত্বকের জন্য হালকা, ওয়াটার-বেজড ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন। এতে ত্বক আর্দ্র থাকবে, কিন্তু অতিরিক্ত তেল জমবে না।

৪. সানস্ক্রিন মাখতে ভুলবেন না

বর্ষার দিন মানেই যে সূর্যের ক্ষতি নেই, তা নয়। বাইরে বের হলে অবশ্যই অয়েল-ফ্রি সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।

৫. মেকআপ কমান

বর্ষায় ভারী মেকআপ করলে তা ঘামে গলে গিয়ে ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। হালকা মেকআপ ব্যবহার করুন এবং মেকআপ করার আগে ভালো করে প্রাইমার লাগান।

৬. খাবারে নজর দিন

ভাজাপোড়া, অতিরিক্ত তেল-ঝাল খাবার বর্ষায় এড়ানোই ভালো। পর্যাপ্ত জল এবং বেশি করে ফলমূল ও শাকসবজি খান।

ত্বকের যত্ন শুধু বাইরের পরিচর্যায় সীমাবদ্ধ নয়। শরীরের ভেতরের যত্ন, খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়মিত পরিচর্যাই রাখতে পারে ত্বককে সুস্থ ও পরিষ্কার-এমনকি বর্ষার আর্দ্র দিনগুলোতেও।

রূপচর্চাতেও সমান উপযোগী মেয়োনিজ

স্যান্ডউইচ বা বিভিন্ন স্ন্যাক্সের সঙ্গে মেয়োনিজ মাস্ট। মেয়োনিজ খাবারের স্বাদ আরও বা।য়ে তোলে। আর তাই সন্ধ্যার সুস্বাদু স্ন্যাক্সের সঙ্গে মেয়োনিজ চাইই চাই। কিন্তু জানেন কি স্যান্ডউইচ বা বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বাড়াতে তো বটেই, এছানড়াও রূপচর্চাতেও মেয়োনিজ ভীষণ উপকারি। কীভাবে করবেন এর ব্যবহার জেনে নিন। ত্বকের যত্নে মেয়োনিজের জুড়ি মেলা ভার। গরমে অতিরিক্ত রোদে ট্যানের সমস্যায় জেরবার হলে ঠান্ডা মেয়োনিজ মুখে মাখলে ট্যান থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। শীতকালে ত্বক অতিরিক্ত শুস্ক ও রুক্ষ হয়ে গেলে ত্বককে আর্দ্র রাখতেও মেয়োনিজ ভীষণ উপকারি। মুখের ত্বককে আর্দ্র রাখতে মেয়োনিজ ম্যাজিকের মতো কাজ করে। হাতে কিছুটা মেয়োনিজ নিয়ে তা মুখে মেখে নিন। ত্বকের যত্নে এভাবে মেয়োনিজ ব্যবহার করলে তাতে থাকা ভিটামিন ই ত্বককে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করবে। শীতকালে স্ক্যাল্পে খুশকির সমস্যায় জেরবার হন সিংহভাগ মানুষ। তাই খুশকির সমস্যার সমাধানেও মেয়োনিজ ব্যবহার করতে পারেন। পাতি লেবুর রস ও মেয়োনিজ একসঙ্গে মিশিয়ে মাথায় মেখে কিছুক্ষণ তা রেখে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু-তিন দিন এই নিয়ম মেনে চুলে মেয়োনিজ মাখলেই খুশকি থেকে রেহাই মিলবে। হেয়ার মাস্ক হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন মেয়োনিজ। নিষ্প্রাণ চুলে জেল্লা ফিরিয়ে আনতে নারকেল তেল ও মেয়োনিজ একসঙ্গে দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিয়ে চুলে মাস্কের মতোই অ্যাপ্লাই করুন। কিছুক্ষণ রেখে শ্যাম্পু করে নিয়মমতো চুলে কন্ডিশনার মেখে নিলেই দেখবেন চুলের জেল্লা ঠিক কতটা বেড়েছে।

কেশচর্চায় ইচ্ছেমতো রাসায়নিক ব্যবহার নয়, সস্তার ফিটকিরিতেই করুন বাজিমাত!

বর্ষাকালে ছাতা নিতে ভুলে গেলে বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী। মাথা, শরীর ভিজে একশা। তাতে ঠান্ডা লেগে যখনতখন সর্দি-জ্বরের আশঙ্কা তো থাকেই। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি বৃষ্টির জলে চুলের কতটা ক্ষতি হয়? একফোঁটা বৃষ্টি মাথায় পড়া মানেই চুলের দফারফা। মাথা মুছে নিলেও চুল ওঠা থেকে বাঁচতে পারবেন না মোটেই। আর তা রুখতে হয়ত আপনি হাজারটা রাসায়নিক ব্যবহার করে ফেলছেন। সাবধান! ভুলেও ইচ্ছেমতো প্রোডাক্ট লাগিয়ে ফেলবেন না যেন। তাতে চুলের ষোল আনা ক্ষতি। বরং হাতের কাছে থাকা, সস্তার এক রাসায়নিক দ্রব্য- ফিটকিরি বা পটাশ অ্যালাম কাজে লাগান। উপকার পাবেন। রইল ফিটকিরি ব্যবহারের বেশ কিছু টিপস। শরীরের কোনও অংশে রক্তপাত হলে তা তক্ষণা বন্ধ করতে সাদা, কঠিন রাসায়নিক পদার্থটির গুণ তো সকলেরই জানা। ক্ষতর জায়গায় ফিটকিরি ঘষলেই আরাম হয়। রক্তও বন্ধ হয়ে যায়। আসলে, রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী পটাশ অ্যালাম বা ফিটকিরির অ্যান্টি সেপ্টিক ও অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ধর্ম রয়েছে। সেই কারণে ঠিক সেভাবেই ফিটকিরি আপনার মাথার ত্বকও ভালো রাখতে সাহায্য করে। রূপচর্চা বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মাথার ত্বকে নিয়মিত ফিটকিরি লাগালে খুসকির সমস্যা থাকে না। চুলকানি এবং চুল পড়ার সমস্যাও দূর হয়ে যায় সহজে। আর যে কোনও সংক্রমণ থেকে মাথার ত্বককে সুস্থ রাখে ফিটকিরি।

একটুকরো ফিটকিরিতেই ঝকমক করবে আপনার চুল।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, সপ্তাহে অন্তত একদিন শ্যাম্পু করার পর ফিটকিরি জলে চুল ধুয়ে ফেলুন। একটি ছোট টুকরো কিংবা এক চামচ ফিটকিরি গুঁড়ো নিয়ে এক কাপ জলে দিন। যতক্ষণ না তা জলে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হচ্ছে, ততক্ষণ নাড়তে থাকুন। জলে গুলে গেলে সেই জল চুলে লাগান। ৫ থেকে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর ফের ভালো জলে চুল ধুয়ে শুকিয়ে নিন। চুল একদম ঝরঝরে, পরিষ্কার হয়ে যাবে।

চুল পড়ার সমস্যা থেকে রক্ষা পান ফিটকিরির সাহায্যে।

আরও দুটি সহজ উপায়ে ফিটকিরি দিয়ে চুলের যত্ন নিতে পারেন। শ্যাম্পু করার আগেও ফিটকিরির ব্যবহার উপযোগী। উষ্ণ নারকেল তেলে সাদা, কঠিন একটি টুকরো ভালো করে মিশিয়ে নিন। তা গোটা মাথায় আর চুলে ভালো করে মাসাজ করুন। ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। বদলটা বুঝতে পারবেন সহজেই। আবার সারা সপ্তাহ ধরে ফিটকিরি দিয়ে কেশচর্চারও টিপস রয়েছে। গোলাপজলে ফিটকিরি গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। তা একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে ফ্রিজে রাখুন। মাঝেমাঝে তা চুলে স্প্রে করে ভালো করে মাসাজ করুন। তারপর কিছুক্ষণ চুল খুলে রাখুন। ধোয়ার আর প্রয়োজন নেই। এতেও চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

ইয়েমেনে প্রত্যাঘাত! হাউথি ঘাঁটি-সহ একাধিক বন্দরে গোলাবর্ষণ ইজরায়েলের

৮ জুলাই ঃ আশঙ্কা সত্যি করে ইয়েমেনে প্রত্যাঘাত ইজরায়েলের। হাউথি ঘাঁটি-সহ দেশের একাধিক বন্দরে বিমান হামলা চালাল তেল আভিভ। ইজরায়েলি হামলার পালটা জবাব দিয়েছে ইয়েমেনের জঙ্গি সংগঠন হাউথিরাও। ইহুদি দেশটির ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে মিসাইল। তবে তাতে ইজরায়েলের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। মঙ্গলবার ইজরায়েলে মিসাইল হামলা চালায় হাউথিরা। যদিও সেটিকে আকাশেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এমনটাই জানিয়েছিল ইজরায়েলি সেনা। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কার্টজ হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, আবার হামলা চালালে হাউথিদের চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে। ইয়েমেনের অবস্থাও ইরানের মতো করে ছাড়ব আমরা। তারপর থেকেই জল্পনা চলছিল যে কোনও সময় ইয়েমেনে প্রত্যাঘাত করতে পারে তেল আভিভ। আশঙ্কা সত্যি করে অবশেষে ইয়েমেনে হাউথি ঘাঁটিতে হামলা চালাল ইজরায়েল। পাশাপাশি, হামলা চালানো হয়েছে কয়েকটি বঃদরেও।

ইজরায়েলের তরফে জানানো হয়েছে, ইয়েমেনের হোদেইদা, রাস ইসা এবং সালিফ বঃদরে হামলা চালিয়েছে তাদের যুদ্ধবিমান। বেশ কিছু পরিকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেছে তেল আভিভ। ইজরায়েলের অভিযোগ, রবিবার ইয়েমেন উপকূলের কাছে একটি জাহাজে হামলা চালায় ইরানের মদতপুষ্ট এই জঙ্গি সংগঠন। পাশাপাশি, ইজরায়েলের দিকেও নাকি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। তারপরই তেল আভিভের তরফে ইয়েমেনকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। এমনকী ওই তিনটি বন্দর এলাকা থেকে সাধারণ নাগরিকদের সরানোরও নির্দেশ দিয়েছিল ইজরায়েল। রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। পরিকল্পনা মাফিক রবিবার মধ্যরাতে ওই তিনটি বন্দরে হামলা চালাল ইজরায়েল।

পূর্ণিয়ায় একই পরিবারের ৫ সদস্যের মৃত্যুতে ধৃত ৩, স্তম্ভিত টিটগাঁও গ্রাম

পূর্ণিয়া, ৮ জুলাই ঃ বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় একই পরিবারের ৫ সদস্যের মৃত্যুর ঘটনায় ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পূর্ণিয়ার টিটগাঁও গ্রামে জাদুবিদ্যা কালাজাদুর নামে একই পরিবারের পাঁচ সদস্যকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় রীতিমতো স্তম্ভিত টিটগাঁও গ্রামের বাসিন্দারা। টিটগাঁও গ্রামের স্থানীয় একজন বলেন, দেখে মনে হচ্ছে গ্রামের অনেক মানুষ এতে জড়িত ছিল। বর্তমানে গ্রামটি জনশূন্য মানুষ এখান থেকে পালিয়ে গেছে। আমরা ন্যাযবিচার চাই। পূর্ণিয়ার জেলাশাসক অংশুল কুমার মঙ্গলবার বলেন, এই ঘটনাটি ৬ জুলাই ঘটেছিল। রাতে ৫ জনকে মারধর করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। গতকাল পুলিশ এবং প্রশাসন সমস্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত এবং শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ২৩ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, '১০০ বছরে সবচেয়ে ভয়াবহ', টেক্সাসের বন্যায় উদ্বিগ্ন ট্রাম্প

৮ জুলাই ঃ ক্রমেই খারাপ হচ্ছে টেক্সাসের পরস্থিতি। বন্যা ও ভূমিধসের জেরে সেন্ট্রাল টেক্সাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কের কাউন্টির। সেখানে এখনও পর্যন্ত ২৮ জন শিশু-সহ ৮৪ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাছাড়া অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। এই পরিস্থিতিতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আমেরিকার টেক্সাসের দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলে গত কয়েকদিন ধরেই বর্ষার বৃষ্টিপাত হচ্ছে। গত ৪ জুলাই (শুক্রবার) হঠাৎ সেখানে বন্যা দেখা দেয়। ভারী বর্ষণের জেরে প্লাবিত হয় গুয়াদালুপে নদী। সেদিনই টেক্সাসের গভর্নর ড্যান প্যাট্রিক এনিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ৪৫ মিনিটের মধ্যে গুয়াদালুপে নদীর জল ২৬ ফুট বেড়ে যায়। যার জেরে বন্যা ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। সতর্কবার্তা দেওয়ার সময়ই মেলেনি। পরিবেশবিদরা বলছেন, টেক্সাসের ইতিহাসে এই বন্যা অন্যতম বড় বিপর্যয়।

এই বিপর্যয়ের মধ্যেই খারাপ খবর শুনিয়েছে সেখানকার আবহাওয়া দপ্তর। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় টেক্সাসের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এদিকে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বারবার ব্যহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। তারই মধ্যে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। এদিকে কাউন্টিতে যে ২৮ জন

শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে তারা সকলে একটি সামান ক্যাম্পে যোগ দিতে এসেছিল বলে জানা গিয়েছে। এই বন্যাকে 'ভয়াবহ বিপর্যয়' বলে আখ্যা দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ১০০ বছরের ইতিহাসে এমন বিপর্যয় দেখা যায়নি। গাছের ডালে আটকে দেহ। নদীতে মাছের মড়ক। টেক্সাসের ভয়াবহ বন্যার এমনই চিত্র এখন ভাইরাল নেট দুনিয়ায়। বন্যার পাশাপাশি দোসর ভূমিধসও। জোড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৮০। নিখোঁজ বহু। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। কিন্তু দফায় দফায় বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে উদ্ধারকারী দলকে।

আমেরিকার টেক্সাসের দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলে গত কয়েকদিন ধরেই বর্ষার বৃষ্টিপাত হচ্ছে। পরিবেশবিদরা বলছেন, টেক্সাসের ইতিহাসে এই বন্যা অন্যতম বড় বিপর্যয়।

গত সোমবার জানা গিয়েছে, বন্যার জেরে মৃত্যু বেড়ে হয়েছিল ৮০। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি পাহাড়ি অঞ্চল কেরভিলের। সেখানে সবচেয়ে বেশি ৬৮ জন প্রাণ হারিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ২৮ জন শিশু। প্লাবিত এলাকায় সাহায্যের জন্য হাহাকার। একের পর এক বহুতল খেলনার মতো জলের তরে ভেসে চলে গিয়েছে। প্লাবিত এলাকায় গাছের মধ্যে দেহ আটকে থাকতে দেখা যাচ্ছে। নদীর পাড়ে মরে গিয়ে পচছে শয়ে শয়ে মাছ। উদ্ধার অভিযানে আরও ১৭টি হেলিকপ্টার যোগ দিয়েছে। রয়েছে প্রচুর ড্রোনও। উদ্ধারকাজে নেমেছেন শয়ে শয়ে কর্মী। নাজেহাল প্রসাসন।

কুড্ডালোরে স্কুলবাসে ধাক্কা ট্রেনের, ৬ পড়ুয়া আহত

কুড্ডালোর, ৮ জুলাই ঃ তামিলনাড়ুর কুড্ডালোরে রেললাইন পেরোনোর সময় স্কুলবাসে ধাক্কা মারল একটি ট্রেন। এই দুর্ঘটনায় ৬ পড়ুয়া গুরুতর আহত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে একটি স্কুলবাস রেললাইন পারাপার করছিল, সেই সময় স্কুলবাসে ট্রেনটি ধাক্কা মারে। দক্ষিণ রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে, শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া কটি ভ্যান কুড্ডালোর এবং আলাপ্পাক্কামের মধ্যে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং গেট নং ১৭০ (একটি নন-ইন্টারলকড গেট) অতিক্রম করার চেষ্টা করে এবং ট্রেন নম্বর ৫৬৮১৩ ভিল্লুপুরম-মায়িলাদুথুরাই প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে ধাক্কা খায়। দু ঃখজনকভাবে, ৬ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে এবং তাদের কুড্ডালোরের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একটি মেডিকেল রিলিফ ভ্যান-সহ একটি রেলওয়ে রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) এবং শাখা কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গেটকিপার যখন গেট বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, তখন ভ্যান চালক ভ্যানটিকে গেট অতিক্রম করতে যাচ্ছিলেন, যা অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল না।

নালন্দায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে দু'টি শিশুর মৃত্যু, ৫-৬ জন গ্রেফতার

নালঃদা, ৮ জুলাই ঃ বিহারের নালন্দা জেলায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারালো দু'টি শিশু। এই ঘটনায় ৫-৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার নালন্দার দুমরাওয়ান গ্রামে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলিবর্ষণে দুই শিশু নিহত হয়েছে। দুমরাওয়ান গ্রামে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলিবর্ষণে দুই শিশু নিহত হওয়া প্রসঙ্গে সোমবার ডিএসপি রাম দুলার প্রসাদ বলেছেন, গতকাল একটি সংঘর্ষ হয়েছিল। পাঁচ থেকে ছ'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং অভিযান চালানো হচ্ছে। পুলিশ গ্রামে ক্যাম্প করছে। নালন্দা সদরের ডিএসপি নুরুল হক বলেন, রবিবার সন্ধ্যায় দীপ নগর থানার অন্তর্গত দুমরাওয়ান গ্রামে গুলি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পেয়েছ। দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের পর গুলি চালানো হয়েছে, যাতে অনু ও হিমাংশু নামে দুই শিশু নিহত হয়েছে। নৌলেশ ও আদেশ সহ মোট সাতজনকে হেফাজতে নেওয় হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

চামোলিতে ব্যাপক ভূমিধস, যান চলাচল স্বাভাবিক বদ্রীনাথ হাইওয়েতে

চামোলি, ৮ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই ভূমিধসের ঘটনা ঘটল উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায়। চামোলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে নন্দপ্রয়াগের কাছে ভূমিধসের জন্য বদ্রীনাথ হাইওযে বন্ধ হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত প্রচেষ্টার পর, হাইওয়ে পরিষ্কার করা হয়, মসৃণ যান চলাচল পুনরুদ্ধার করা হয় এবং যাত্রীদের স্বস্তি দেওয়া হয়। এছাড়াও ভূমিধসের কারণে সোমবার সকাল থেকে বন্ধ থাকা বদরিশ হোটেলের কাছের রাস্তাও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। সিরোবাগড়ে ভূমিধসের কারণে সকাল থেকে বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকে, যার ফলে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। কর্তৃপক্ষ ধ্বংসাবশেষ অপসারণ এবং স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল পুনরুদ্ধারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

মৃদু ভূমিকম্প অসমের কারবি আংলং জেলায়, ক্ষয়ক্ষতির হয়নি

গুয়াহাটি, ৮ জুলাই ঃ আজ মঙ্গলবার সকাল ভারতীয় সময় ০৯টা ২২ মিনিট ১৯ সেকেন্ডে মৃদু ভূকম্পে কেঁপেছে অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলং ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.১। এতে কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। এদিন সকালে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস)-র প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার ভারতীয় সময় ০৯,২২ ২,১৯ ঘণ্টায় সংঘটিত ৪.১ প্রাবল্যের ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল কারবি আংলঙের ভূপৃষ্ঠের ২৫ কিমি গভীরে ২৬.৫১ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.১৫ও পূর্বে। আজ সংঘটিত ভূমিকম্পের ঝটকা রাজ্যের পাহাড়ি জেলা কারবি আংলং ও সংলগ্ন অঞ্চলের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী নাগাল্যান্ডের সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুভূত হয়েছে।

প্রশংসায় পঞ্চমুখ বেঞ্জামিন, নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৮ জুলাই ঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেনন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন, আমি আপনার কাছে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, নোবেল পুরস্কার কমিটিকে পাঠানো আমার চিঠিটি উপস্থাপন করতে চাই। এটি আপনাকে শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করছে, যা আপনার প্রাপ্য এবং আপনার এটি পাওয়া উচিত।

নীতীশের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্য বিহারে ষড়যন্ত্র চলছেঃ গিরিরাজ সিং

বেগুসরাই, ৮ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে কুসা রটানোর জন্য বিহারে ষ।যন্ত্র চলছে, এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তিনি এও বলেছেন, বিহারে সন্ত্রাস ছড়িয়ে ও অপরাধ করে নীতীশ কুমারকে বদনাম করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, কিছু মানুষ নীতীশ কুমারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এমনটা করছে এবং এটি প্রকাশ পেতে চলেছে। এটি একটি রাজনৈতিক চক্রের মাধ্যমে ঘটছে। গিরিরাজের কথায়, যারা বলছিলেন এটা জঙ্গলের শাসন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। লালু যাদবের শাসনকালে কী হত? অপরাধীরা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে সভা করত, আর এখন তেজস্বী যাদব নীতীশ কুমারকে বদনাম করার জন্য সংবাদ সম্মেলন করছেন।

আগরতলা রেলস্টেশনে গাঁজা সহ গ্রেফতার তিন মাদক কারবারি

আগরতলা, ৮ জুলাই ঃ আগরতলা রেলস্টেশনে গাঁজা সহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে জিআরপি। গ্রেফতারকৃত তিন মাদক কারবারিকে গোমতী জেলার কাকরাবন থানাধীন উত্তর শিলগাতী জামিয়া টিলার বাসিন্দা কবির হোসেন (২৫), সিপাহীজলা জেলার দুই বাসিন্দা যথাক্রমে জাগির মিয়াঁ (২৪) এবং মহম্মদ মানিক মিয়াঁ (২৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার আগরতলা সরকারি রেলওয়ে পুলিশ থানার ওসি তাপস দাস এ খবর দিয়ে জানান, গতকাল সোমবার গভীর রাতে জিআরপি এবং আরপিএফ-এর এক যৌথ অভিযানে রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ৩ কেজি ২৪০ গ্রাম নিষিদ্ধ শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। গাঁজাগুলি একটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত তিনজন স্বীকার করেছে, গাঁজাগুলি চেন্নাইতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। ওসি দাস জানান, তাদের বিরুদ্ধে আগরতলা জিআরপি থানায় এনডিপিএস আইনের সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ তাদের বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছেন জিআরপি ওসি তাপস দাস।

হিমাচল প্রদেশে মেঘভাঙা বৃষ্টি, নিখোঁজদের সন্ধানে জারি তল্লাশি

মান্ডি, ৮ জুলাই ঃ মেঘভাঙা বৃষ্টি, হড়পা বান আর ধসে বিধ্বস্ত হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলা। থুয়াং, গোহর এবং কারসগের মত এলাকায় জল আর কাদার স্রোতে ভেসে গিয়েছে বহু ঘরবাড়ি। ওই এলাকাগুলিতে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ ৩০ জন। সময় যত গড়াচ্ছে, তাঁদের জীবিত উদ্ধারের আশা ততই কমছে।

সোমবার প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এ দিন সকাল থেকে নিখোঁজদের উদ্ধারে তল্লাশি অভিযানে নেমেছেন রাজ্য ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যেরা। তাঁদের সাহায্য করছে সেনা, আইটিবিপি-ও। অন্তত ২০টি দলের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে 'ভেঙে পড়া এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া রাস্তাগুলি সারানোর কাজও দ্রুত চলছে।

Name Change

I TANIMA BHAUMIK SAHA W/O MALAY SANKAR BHAUMIK RESIDING AT ARABINDA ROAD, BOWBAZAR, P.O. KRISHNAGAR DIST-NADIA, P.S. KOTWALI, PIN-741101, STATE-WEST BENGAL DECLARE THAT TANIMA BHAUMIK SAHA, TANIMA BHAUMIK (SAHA) AND TANIMA BHAUMIK IS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON AS PER THE AFFIDAVIT SL. No. 32 DATE 05/07/2025 IN THE COURT OF Ld. JUDICIAL MAGISTRATE (1ST CLASS) AT KRISHNAGAR NADIA.

Name Change

I LALTU DEBNATH MY FATHER OLD NEME SAMPOD DEBNATH R/O TAHERPUR 1/7/975 PO+PS TAHERPUR DIST NADIA AFFIDAVIT BY NOTARY AT RANAGHAT ON 8/5/2025 LALTU DEBNATH S/O SAMPAD DEBNATH AND LALTU DEBNATH S/O SAMPOD DEBNATH IS SAME PERSON. AND MY FATHER SAMPAD DEBNATH AND SAMPOD DEBNATH IS SAME PERSON.

Name Change

,I , Jamsed Sk , my father's (Old Name) Late Fakir Shekh S/O-Late Kaimuddin Sk resident of Vill- Paharpur Po-Baligokulpur, PS-Murshidabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302 do hereby decrale that I have changed my my father's name from Late Fakir Shekh to Late Fakir Sk and henceforth my father's name shall be known as Late Fakir Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/07/2025 . My my father's name Late Fakir Sk & Late Fakir Shekh both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

কআমি Pradyut Kumar Sarkar (Old Name) পিতার নাম Joydeb Sarkar ঠিকানা গ্রাম-রাধানগর পো ঃদ্বারহাটা থানা-জাঙ্গীপাড়া জেলা হুগলী পবৃ পিন নং ৭১২-৪০৩। সদর হুগলী কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী জেলা, এফিডেভিট দ্বারা Pradyut Sarkar (New Name) নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট Pradyut Kumar Sarkar (old Nae) এবং Pradyut Sarkar (New Name) একই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইলাম।

Name Change

Umni Ronia Sania Irani Khamman (Old name) W/O Nizam Uddin Molla. Rasiding at Vill - Mazampur, P. O - Khalisadi P.S haroa Dis : North 24 Paraganas. Pin - 743425 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Ursi Khanam (New name) as declared before the Notary public kolkata on 8/7/2025 Umni Ronia Sania Irani Khamman (Old name) and Ursi Khanam (New name) both are same and one identical person

Name Change

Nijamuddin Molla (Old name) S/O Iman Ali Molya Rasiding at Vill-Mazampur, P. O - Khalisadi P.S Haroa Dis : North 24 Paraganas. Pin - 743425 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Nizam uddin Molla (New name) as declared before the Notary public kolkata on the 8/7/2025 Nijamuddin Molla (Old name) and Nizam Uddin Molla (New name) both are same and one identical person.

Name Change

I , Ujjwal Paul S/O- Lalmohan Pal resident of Vill- Uttar Sura, P.O.-Surekalna, P.S.- Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713408, have changed my name and shall henceforth be known as 'UJJWAL PAL' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 08/07/2025. That Ujjwal Paul and Ujjwal Pal both are same and one identical person.

Name Change

I , Bamacharan Banerjee @ Bama Charan Banerjee S/O- Gobinda Prasad Bandyopadhyay @ Gobinda Prasad Banerjee resident of 45 Chandmari, 2nd Bye lane, Badamtala, P.O.-Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'BAMA CHARAN BANDYOPADHYAY' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 08/07/2025. That Bamacharan Banerjee, Bama Charan Banerjee and Bama Charan Bandyopadhyay all are same and one identical person.

Name Change

I , Sikha Bandyopadhyay @ Sikha Chattopadhyay D/O- Bhutnath Chattopadhyay resident of 45 Chandmari, 2nd Bye lane, Badamtala, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'SIKHA BANERJEE' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 08/07/2025. That Sikha Bandyopadhyay, Sikha Chattopadhyay and Sikha Banerjee all are same and one identical person.

Name Change

I, Mst Fatema Khatun (Old name) D/o-Md Alamin, Resident at, Vill-Chak Saralpur, Po-Fulpur, Ps-Ranitala, Dist-Murshidabad,742135, I have changed my name to Fatema Khatun (New name) I shall be known as Fatema Khatun vide affidavit No. 01AC 364383 before the Notry at Berhampore on 08/07/2025 Mst Fatema Khatun and Fatema Khatun same and one identical person.

Name Change

I, Lal Babu Hela (Old Name) S/o Mohan Residing at 6 Garcha 1st Lane, Garcha Ballygunge, Ballygunge S.O, District - Kolkata, Pin - 700019, West Bengal shall henceforth be known as Lal Babu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 40/2025 Dated 08-07-2025. Lal Babu Hela (Old Name) and Lal Babu (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Umesh Shaw (Old Name) S/o Dina Nath Shaw Residing at 17/8, Ashu Bose Lane, Haora Corporation, Haora, W.B - 711101, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Umesh Kumar Shaw (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 14/2025 Dated 08-07-2025. Umesh Shaw (Old Name) and Umesh Kumar Shaw (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Vipul Sachdev S/o Amritlal Sachdev Residing at BL-A, 4th Floor, FL-54B, 2 Netaji Subhash Road, P.o - Shibtala Liluah, P.s - Liluah, District - Howrah, Pin - 711204 West Bengal India shall henceforth be known as Vipul Amritlal Sachdev. I declare that Vipul Sachdev and Vipul Amritlal Sachdev is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-07-2025.

সীমানা ছাড়িয়েঃ পূর্ব রেলের ক্রীড়া একাডেমিগুলি পরবর্তী প্রজন্মের ক্রীড়া তারকাদের রূপান্তরিত করছে

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ যাত্রী পরিবহন রেলওয়ে জোন হিসেবে পরিচিত পূর্ব রেল, এখন পূর্ব ভারতের প্রধান মালবাহী পরিবহন সংস্থা হিসেবেও নিযুক্ত। পরিবহন বিভাগে প্রধান অংশগ্রহণ সত্ত্বেও, পূর্ব রেল এই অঞ্চলে ক্রীড়া কার্যক্রম বিকাশ এবং ক্রীড়া অবকাঠামো বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তরুণ প্রতিভা লালন করা যায় এবং ক্রীড়া উৎকর্ষতার সংস্কৃতি প্রচার করা যায়। তিন বছর আগে, বিশ্ব কোভিড মহামারী, শতাব্দীর সবচেয়ে বিধ্বংসী ধাক্কা থেকে সেরে উঠছিল। বিশ্বব্যাপী, মানুষ তাদের জীবনযাত্রাকে পুনর্নির্মাণ করছিল - কষ্টার্জিত শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিয়ে এবং শারীরিক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে। এই

গুরুত্বপূর্ণ সময়েই পূর্ব রেল তরুণদের মধ্যে ক্রীড়া অভ্যাস প্রচারের জন্য একটি উদ্ভাবনী মিশন শুরু করে। অসাধারণ ক্রীড়া অবকাঠামো এবং স্থানীয় প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে, ২০২২ সালের এপ্রিলে বেহালা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে একটি ক্রিকেট একাডেমি উদ্বোধন করা হয়েছিল। এই উদ্যোগটি ভারতীয় রেলওয়ের খেলাধুলার প্রতি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রধানমন্ত্রীর খেলো ইন্ডিয়া, খেলো কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করেছে। বাণিজ্যিক মুনাফা কখনই উদ্দেশ্য ছিল না অতএব, রেলওয়ের কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য অতিরিক্ত ছাড় সহ বাজারের হারের অনেক কম ফি নির্ধারণ করা হয়েছিল। দক্ষ প্রশিক্ষকদের বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধানে, একাডেমি উদীয়মান প্রতিভাদের লালন-পালনের উপর মনোনিবেশ করেছিল। সম্প্রদায়ের সাড়া ছিল অপ্রতিরোধ্য - এতটাই যে একাডেমি অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ণ ক্ষমতায় পৌঁছে যায়। উৎকর্ষতার মূলমন্ত্র হিসেবে, সাফল্য দ্রুত অনুসরণ করেঃ ওয়াজেদ হোসেন অনূর্ধ্ব ১৯ দলে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। শুভঙ্কর দে বেঙ্গল প্রিমিয়াম লীগে কলকাতা টাইগার্সের হয়ে খেলেন। একাডেমির অনূর্ধ্ব ১৫ দল সিএবি টুর্নামেন্টে শীর্ষ সম্মান অর্জন করে। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে, পূর্ব রেলওয়ে দ্রুত তার ক্রীড়া অফারগুলি প্রসারিত করে। বাস্কেটবল এবং সাঁতার একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে শীর্ষ স্তরের সুযোগ-সুবিধা এবং প্রচুর ক্রীড়া সম্ভাবনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের অর্জনগুলি বিশাল কথা বলে- সানিয়া ব্যানার্জি টানা তিন বছর ধরে ঝাড়খণ্ড রাজ্য টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন। সোহম বসু রায় পূর্বাঞ্চলীয় সিবিএসই টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন। বাস্কেটবলে, সাময়িত্রি সাহা, ঐশী পাত্র এবং অয়ন দে জাতীয় স্তরে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ঘোলসাপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের সুইমিং এবং ডাইভিং একাডেমিও বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। ডুবুরি শুভম হোরে এবং অন্ত্র সর্দার ইতিমধ্যেই জাতীয় প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদক অর্জন করেছেন। সম্প্রতি, ২০২৫ সালের এপ্রিলে, পূর্ব রেলওয়ে 'লক্ষ্য' দাবা একাডেমি চালু করে, যেখানে গ্র্যান্ডমাস্টার সহ উচ্চমানের প্রশিক্ষকরা কর্মরত ছিলেন। প্রতিষ্ঠা থেকেই এটি উৎকর্ষতার কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। পূর্ব রেলওয়ের ক্রীড়া একাডেমিগুলিকে যা আলাদা করে তা হল সূক্ষ্ম তত্ত্বাবধান, ব্যক্তিগত মনোযোগ, খেলার নির্দিষ্ট সূক্ষ্মতার উপর মনোযোগ, তীব্র অনুশীলন, প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টে নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং অতুলনীয় অবকাঠামোর সমন্বয়। পরিশেষে, তাদের সবচেয়ে বড় অর্জন হল তরুণদের মধ্যে সুস্থ অভ্যাস এবং ইতিবাচক মানসিকতা প্রচার করে এমন একটি প্রাণবন্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। পূর্ব রেলওয়ে কখনও সংখ্যা নিয়ে চিন্তিত নয়, তবে ৭০০-এরও বেশি প্রশিক্ষণার্থীর বিশাল সংখ্যা একাডেমিগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা যে আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে তার সাক্ষ্য বহন করে।

বর্ধমান থেকে পাক চর সন্দেহে গ্রেপ্তার ২

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গের মাটি ফের ব্যবহৃত হল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে! শত্রু রাষ্ট্র পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-কে গোপনে তথ্য পাচারের অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি ও বর্ধমান শহর থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF)। সূত্র মারফত জানা গেছে, ধৃতদের নাম মুকেশ রজক ও রাকেশকুমার গুপ্তা। মুকেশের বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানাগড়ে এবং রাকেশ কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, তারা মেমারিতে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আড়ালে গুপ্তচরবৃত্তি চালাত। তদন্তে উঠে এসেছে, ধৃতরা মোবাইল সিমকার্ডের ওটিপি (OTP) সংগ্রহ করে তা পাকিস্তানে পাঠাত। সেই বিনিময়ে তারা টাকা পেত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেক প্রোফাইল খুলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে OTP নেওয়ার ফাঁদ পাতত তারা। সূত্রের খবর, গত ছয় মাস ধরে মেমারি শহরে বসে তথ্য পাচারের কাজ চালাচ্ছিল এই দুই ব্যক্তি। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আইএসআই-এর অফিসারদের পাঠানো হত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার গভীর রাতে অভিযান চালায় STF। বর্ধমান শহরের একটি নার্সিংহোম থেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মুকেশ রজককে ও মেমারির এক ভাড়া বাড়ি থেকে রাকেশ গুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার তাদের কলকাতার বিশেষ আদালতে পেশ করে ৭ দিনের STF হেফাজতের নির্দেশ নেয় পুলিশ। ধৃতদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। STF-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃতদের জেরা করে আমরা বড় কোনো চক্রের হদিশ পেতে পারি। আপাতত উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। রাজ্য পুলিশের একাংশের মতে, এই ঘটনায় জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকেও রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। বর্ধমানের মতো জায়গা থেকে এমন আন্তর্জাতিক গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনা সামনে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা জেলা জুড়ে। তদন্তে উঠে আসতে পারে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য, এমনটাই আশঙ্কা পুলিশ মহলের।

Universal Sompo General Insurance

Universal Sompo General Insurance Co Ltd

PUBLIC NOTICE

RELOCATION OF ZONAL & BRANCH OFFICE

All our Customers, Constituents and Members of Public are here by informed that our Zonal & Branch office located at **Appejay House, 3rd Floor, Block C, 15, Park Street, Kolkata – 700016, West Bengal** India will be relocated and would remain operational from **Awfis 4th Floor, Siddha Esplanade, 6 Jawaharlal Nehru Road, adjacent to Metro Cinema, Kolkata, West Bengal - 700013** India w.e.f Tuesday, September 30 - 2025. Additionally, for any queries feel free to contact us at our toll-free number 1800 22 4030 / 1800 200 4030 / 1800 200 5142 or write to us on contactus@universalsompo.com

We shall be most pleased to service you at all time.

Head Administration

টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৬ তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ এসএসই/টেলি/কাটিহারের জন্য কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত জোন্ড ডিএসটিই/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৫১,৯০,১৮৩.২৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০৩,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা এবং খোলা যাবেঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ (এসএন্ডটি)/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

eTender Notice

1. Tender notice **260 & 277 / SGP/15Th. CFC/UNTIED & TIED/2025-26 Dated: 07.07.2025** Tender ID **(2025_ZPHD_875656_1 & 2025_ZPHD_875780_1)** Last Date of Bid Submission as on **15/07/25 & 22/07/25 upto 6 PM**

Sd/-
Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

Corrigendum Notice

It is notified in reference to the advertisement of **eNIT/9/ BGP/2025-26** dated **07/07/2025** vide Memo no **94/ BGP/2025 dated 07/07/2025** that the no of scheme will be 11(eleven) and Tender ID will be **2025_ZPHD 875035_(1-11)**

Pradhan
Bhangra Gram Panchayat

রাঁচি-ভাগলপুর-রাঁচি শ্রাবণী মেলা বিশেষ ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে শ্রাবণী মেলা বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে- ০৮৬৪৬ / ০৮৬৪৫ রাঁচি-ভাগলপুর-রাঁচি বিশেষঃ ০৮৬৪৬ রাঁচি-ভাগলপুর বিশেষ ট্রেন ১০.০৭.২০২৫ থেকে ১০.০৮.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার, মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার রাঁচি থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন দুপুর ১২.০৫ এ ভাগলপুরে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৬৪৫ ভাগলপুর-রাঁচি স্পেশাল ১১.০৭.২০২৫ থেকে ১১.০৮.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোম, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ভাগলপুর থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন দুপুর ১১০ মিনিটে রাঁচি পৌঁছাবে। স্পেশাল ট্রেনটি মুরি, বরকাকানা, হাজারিবাগ টাউন, কোডারমা, পাইমার, তিলায়া, নওয়াদা, শেখপুরা, কিউল, আভাইপুর, জামালপুর এবং সুলতানগঞ্জ স্টেশনে স্টপেজ করবে। ০৮৬১০ / ০৮৬০৯ রাঁচি-ভাগলপুর-রাঁচি স্পেশাল- ০৮৬১০ রাঁচি-ভাগলপুর স্পেশাল ১২.০৭.২০২৫ থেকে ১১.০৮.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনি, সোমবার এবং বুধবার রাঁচি থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন দুপুর ১.০০ মিনিটে ভাগলপুর পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৬০৯ ভাগলপুর-রাঁচি স্পেশাল ট্রেনটি ১৩.০৭.২০২৫ থেকে ১২.০৮.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার, মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ভাগলপুর থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৩.৫০ মিনিটে রাঁচিতে পৌঁছাবে। স্পেশাল ট্রেনটি মুরি, বোকারো স্টিল সিটি, ধানবাদ, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জাসিডিহ, ঝাঝা, কিউল, আভাইপুর, জামালপুর এবং সুলতানগঞ্জ স্টেশনে থামবে।

মিউটেশন আবেদনকারীর নামঃ
শেরিও ভুটিয়া, মিংমা চিটেন ভুটিয়া
আমমোক্তারদাতাঃ
বেনা উড়াউনি, বাদো উড়াউনি, বুধনি উড়াউনি
আমমোক্তারনামা নং-I 1254
তাং-05.03.2025
ঘোষপুকুর এ.ডি.এস.আর
আমমোক্তারনামা বলে বৃত
দলিল নং-I 1865 Dt. 09/04/25 ও I 1866 Dt.-9/04/25
জমির তফশিলঃ
ব্লক-খড়িবাড়ি, মৌজা-হাতিডোবা,
দাগ নং-133, খতিয়ান নং-
102, 103, 104

উপরিউক্ত তফশীলের উল্লেখিত দলিল বলে আবেদনকৃত মিউটেশন কেসে কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে খড়িবাড়ি বি.এল, এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি দাতাঃ
মিংমা চিটেন ভুটিয়া,
শেরিং ভুটিয়া

কাটিহার ডিভিশনে স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৮; **তারিখ ঃ** ০৪-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনের এসএসই এসআইজি নিউ জলপাইগুড়ি ডিভিশনে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৩৫,০৪,০৯০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,১৭,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় ১৫:০০ টায় এবং **খোলা হবে** ২৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

২১ জুলাই উপলক্ষ্যে জামালপুরে ধারাবাহিক মিছিল ও সভা

দুরন্ত বার্তা, জামালপুর, ৮ জুলাই ঃ ২১ জুলাই শহীদ দিবসকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্যের মতোই পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকে চলছে একের পর এক মিছিল, সভা ও প্রচার কর্মসূচি। আজ চকদিঘী, জাড়গ্রাম, জোতশ্রীরাম ও পাড়াতল-২ অঞ্চলে আয়োজিত হয় মিছিল ও পথসভা। চকদিঘী অঞ্চলের মিছিলে পা মেলান ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, অঞ্চল সভাপতি আজাদ রহমান, প্রধান আসিমা বাগ ও পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমন্ত সাঁতরা। প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও ব্যাপক কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণে উত্তাল হয়ে ওঠে জাড়গ্রাম অঞ্চল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য শোভা দে, অঞ্চল সভাপতি শেখ আলাউদ্দিন, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার, প্রধান নূরজাহান বিবি, সাহানা, সরোজ মান্না, সফিকুল ইসলাম প্রমুখ। পাড়াতল-২ অঞ্চলের মিছিলে অংশ নেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, প্রধান মাবিয়া বেগম শেখ ও অঞ্চল সভাপতি আনোয়ার সরকার। জোতশ্রীরাম অঞ্চলেও আয়োজিত হয় বিশাল মিছিল ও পথসভা, যেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মণ্ডল, অঞ্চল সভাপতি তপন দে প্রমুখ। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন, প্রবল বর্ষার মধ্যেও যেভাবে মানুষ অংশ নিচ্ছেন, তা প্রমাণ করে তৃণমূল মানেই মানুষের আবেগ। ২১ জুলাই শহীদ দিবসে জামালপুর ব্লক থেকে হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় অংশ নেবেন। দলনেত্রীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। এই কর্মসূচি থেকে আগামীকাল (৯ জুলাই) ডাকা বন্ধের বিরোধিতাও করা হয়। বিধায়ক অলক মাঝি বলেন, ২১ জুলাই শুধুই কর্মসূচি নয়, তৃণমূল কর্মীদের আবেগের প্রতীক। নেত্রীর ডাকে সাড়া দিতে জামালপুর থেকে বিপুল সমর্থক রওনা দেবেন কলকাতার উদ্দেশ্যে।

Office of the Paschim Bishnupur Gram Panchayat
Bhasa 14 No, Bishnupur, South 24 Parganas
E TENDER NOTICE

E -Tender No - PASGP/514/2025, PASGP/515/2025, PASGP/516/ 2025, PASGP/517/2025 Date :- 07/07/2025 E Tender invited by Prodhan, Paschim Bishnupur Gram Panchayat Under BDO Bishnupur-I for civil work. For visit **www.wbtenders.gov.in** Bid Start Date – **07/07/2025 at 18.00** and Bid Closing Date – **14/07/2025 at 12:00**

Sd/-
Prodhan
Paschim Bishnupur Gram Panchayat

Dihikalash Gram Panchayet
Vill & P.O.- Kalash, P.S.-Magrahat, South 24 pgs

Office of the Dihikalash Gram Panchayet, Dihikalash, South 24 pgs, Online E- tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 208/DKGP/ 2025 to 210/DKGP/2025, dt.- 08/07/2025 (Fund- 15th CFC)** Last date of Bid Submission: **12.07.2025, 1 P.M.** Date of Opening: **14.07.2025, 1 P.M.** For details Pl. contact the office of the Dihikalash Gram Panchayet, South 24 pgs, or Visit: **https://wbtenders.gov. in**

Sd/-
Prodhan
Dihikalash Gram Panchayet

টি. স্পিরিটুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN: L63040WB1986PLC040796
নিবন্ধিত অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেলঃ **complianceofficere@tspiritualworld.com**
ওয়েবসাইটঃ **www.tspiritualworld.com**

৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে (১ / CI / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, যা MCA সাধারণ সার্কুলার নম্বর ৯ / ২০২৪ তারিখের ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং SEBI সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/CIR/ 2024/133 তারিখের ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করবে।
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, ৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত সকল সদস্য বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে পাঠানো হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (OAVM) ৩৯ৼতম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এজিএম নোটিশে দেওয়া আছে। যদি আপনি কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে FY২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ পেতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

শারীরিক ধারণ	ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডকে investor@bigshareonline.com ঠিকানায় ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) সহ একটি অনুরোধ পাঠান। **অনুগ্রহ করে মঙ্গলবার, ০৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে একই তথ্য আপডেট করুন।**
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (DP) এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং DP এর পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। **অনুগ্রহ করে ৫ আগস্ট, ২০২৫, মঙ্গলবার** বা তার আগে একই তথ্য আপডেট করুন।

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং FY ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.tspiritualworld.com** এবং কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন **www.cse-india.com** এবং **www.bseindia.com**-এ পাওয়া যাবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে VC/ OAVM-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সদস্যদের গণনা করা হবে।

টি . স্পিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
নেত্র বাহাদুর রানায়ত
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
DIN: 06716666

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ০৮ ।০৭ ।২০২৫

চিতার আতঙ্ক পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জুলাই ঃ এবার চিতাবাঘের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পাহাড়পুরের কালিয়াগঞ্জ সংলগ্ন নাওয়াপাড়া গ্রামে দেখা যাচ্ছে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ। স্থানীয় গ্রামবাসীরাও চিতাবাঘের মতো প্রাণী দেখতে পেয়েছেন বলে দাবি করেন। এতেই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনদপ্তরের কর্মীরা। গ্রামবাসীদের সাবধানতা অবলম্বন করে চলাফেরা করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। এলাকাবাসীদের মধ্যে সচেতনতা প্রচারের পাশাপাশি বনদপ্তরের পক্ষ থেকে বাঘ ধরার খাঁচা পাতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কালিয়াগঞ্জ সংলগ্ন নাওয়াপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা মঙ্গলবার সকালে চিতাবাঘের মতো একটি বন্যপ্রাণী দেখেছেন বলে দাবি করেন। তার পর থেকেই গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান। তারপর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বনদপ্তরের কর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি, এলাকা জুড়ে সচেতনতা প্রচারও শুরু করেছেন তারা। গ্রামের মানুষজনকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়। রাতে বাড়ির চারপাশে আলো জ্বেলে রাখতে বলা হয়েছে। হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরু সহ বিভিন্ন গবাদিপশুদের সুরক্ষিত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত চিতাবাঘটি ধরা না পড়ে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে টহলদারি চালানো হচ্ছে। প্রয়োজনে খাঁচা বসিয়ে বাঘ ধরার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান বনাধিকারিকরা। কোথাও চিতাবাঘের দেখা মিললে সঙ্গে সঙ্গে বন দপ্তর বা প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ করা হয় গ্রামবাসীদের।

দুর্ভোগের অবসান কাটিয়ে বাঁধ নির্মাণের সূচনা কলোনীতে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ জুলাই ঃ নদীর জল বাড়লেই এলাকা জুড়ে ব্যাপক ভাঙন দেখা দেয়। প্রতিদিনই অল্প করে ভাঙছে আত্রেয়ী কলোনীর পাড়। এই নিয়ে দুই মাস ধরে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। সেই সমস্যার কথা মাথায় রেখেই বন্যার আগেই বাঁধের কাজ শুরু হতে চলেছে। এবারে ওই কলোনীর ধারেই আত্রেয়ী খাঁড়িতে বাঁধ ও গার্ডওয়াল দিতে চলেছে সেচ দফতর। সেচ দফতর সূত্রে খবর, ওই কলোনীতে ভাঙন এলাকায় গার্ডওয়াল দেওয়া হবে। ওই জায়গায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে সেই গার্ডওয়াল দেওয়া হবে। বালির বস্তা ও কাঠের পাইলিং করে ওই কলোনী বরাবর গার্ডওয়াল দেওয়া হবে। প্রায় ১৫০ ফিট জুড়ে এই কাজ হবে। এই কাজের ফলে কলোনীতে আর ভাঙন হবে না। এ দিন ওই কাজ কিভাবে হবে তা পরিদর্শন করতে যান পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, সেচ দফতরের বালুরঘাট সদর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অঙ্কুর মিশ্র-সহ ইঞ্জিনিয়ার। এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে এখানে বাঁধ ছিল না। ফলে প্রতিবছর বর্ষা এলেই তাঁরা ভাঙনের আতঙ্কে দিন গোনে। এ বছর বর্ষাতে আত্রেয়ী খাঁড়ি বরাবর কলোনীর একাংশ ভেঙে পড়ছিল। ওই সমস্যা নজরে আসতেই আমরা সেচ দফতরকে চিঠি করা হয়েছিল। সেচ দফতরের তরফে ওই কাজের জন্য বরাদ্দ করেছে। ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ওই কাজ হবে। সেচ দফতর সূত্রে খবর, ওই আত্রেয়ী কলোনীর অবস্থান একেবারে আত্রেয়ী নদী ও আত্রেয়ী খাঁড়ির সংযোগস্থলে। অভিযোগ,

প্রতিবছর ওই এলাকায় ভাঙন দেখা যায়। এমনকি বর্ষাতে সামান্য জল বাড়লেই এলাকা ছাড়তে হয় স্থানীয়দের। তাই ওই কলোনী এলাকায় স্থায়ী গার্ডওয়ালের দাবি তুলেছে বাসিন্দারা। এ দিকে গত মে মাসে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে আত্রেয়ী খাঁড়ির জল অনেকটাই বেড়ে যায়। ফলে শহরের জোড়া ব্রিজের স্লুইস গেট খুলে দেওয়া হয়। ওই জলস্রোতে ভাঙন দেখা দিয়েছে। খাঁড়ি থেকে অনেকটাই ভেঙেছে। আর একটু ভাঙলেই তলিতে যাবে বাড়িঘর। অবশেষে ওই কাজ হবে বলে সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়। খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

নয়া রূপে বাংলা নববর্ষে আত্মপ্রকাশ করছে হাওড়া ব্রিজ, তৈরি হচ্ছে বিশেষ অ্যাপ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জুলাই ঃ নয়া রূপে বাংলা নববর্ষে আত্মপ্রকাশ করছে হাওড়া ব্রিজ। কানাডার

বিখ্যাত জ্যাকেস কার্টিয়ার ব্রিজের মতো এবার আলোর খেলা দেখা যাবে হাওড়ায়। প্রতিদিন বদলে যাবে আলো। স্পেশাল ৫০ দিনে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো'-তে থাকবে দুর্দান্ত চমক। তৈরি হচ্ছে বিশেষ অ্যাপ। বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে বসে দেখা যাবে হাওড়া ব্রিজের এই আলোর খেলা। আগামী দিনে টিকিট কেটে দেখানোর ব্যবস্থা হতে চলেছে। বন্দরের ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি জানিয়েছেন, পর্যটন ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন হতে চলেছে এই সেতু। প্যারিসের আইফেল টাওয়ার বা সিডনি হারবারের মতোই আধুনিক আলোকসজ্জায় এবার আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে রবীন্দ্র তৈরি হচ্ছে বিশেষ অ্যাপ সেতু। প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয়েছে ' ডায়নামিক অর্কিটেকচারাল ইলুমিনেশন অব রবীন্দ্র সেতু'। এই প্রকল্পে ব্যবহৃত হবে পাঁচ ধরনের উন্নতমানের আলো। স্বাধীনতা দিবস, দুর্গাপুজো-সহ অন্তত ৫০টি বিশেষ দিনে চলবে আলোর বিশেষ প্রদর্শনী। ওই দিনগুলিতে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে তাল রেখে ৫-১০ মিনিটের এক একটি বিশেষ শো থাকবে। হাওড়া ব্রিজ, যা রবীন্দ্র সেতু নামেও পরিচিত তার আলোকসজ্জা নিয়ে এই পরিকল্পনায় থাকবে সেতুর কাঠামো বরাবর আলোকসজ্জা। এ ছাড়াও থাকবে আলোর সঙ্গে সমন্বিত মিউজিক শো। আর এর মাধ্যমে রাতের কলকাতায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ১৯৪৩ সালে তৈরি এই সেতু। এই ব্রিজ দিয়ে দিনে প্রায় ১ লক্ষ গাড়ি ও দেড় লক্ষ পথচারী যাতায়াত করে। বন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, এর আগে দুই পর্যায়ে হাওড়া সেতুর আলোকসজ্জার কাজ হয়েছে। প্রথম কাজটি হয় ২০০৬ সালে। আলোকসজ্জা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ তাপস সেনের তত্ত্বাবধানে এই কাজ করা হয়। পরবর্তীকালে আলোকসজ্জা আরও আকর্ষণীয় করা হয়। এলইডি আলো লাগানোর ব্যবস্থা হয়। বছরের বিশেষ দিনগুলিতে অন্যধরনের আলোকসজ্জা (ডায়নামিক লাইটিং) করার ব্যবস্থা করা হয়। স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস-সহ বিভিন্ন দিনে হাওড়া ব্রিজের আলোকসজ্জা অন্য হয়। আলোর সঙ্গে মিউজিক ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতা বন্দরের দেড়শো বছরের পূর্তি অনুষ্ঠানে এসে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোকসজ্জার উদ্বোধন করেন।

রেললাইন পড়ল ট্রাক মৃত চালক, আহত ১

দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ৮ জুলাই ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে ফ্লাইওভারের রেলিং ভেঙে রেললাইনের ওপর পড়ল একটি ট্রাক। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই ট্রাকের চালকের, এছাড়াও ট্রাকে থাকা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার খড়গপুরের নিমপুরা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে, লোহার রডবোঝাই একটি ট্রাক ফ্লাইওভারের রেলিং ভেঙে রেললাইনের উপর পড়ে যায়। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে দৃশ্যমানতা কম থাকায় নদীয়া থেকে ঝাড়গ্রাম যাওয়ার পথে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ঘটনাস্থলেই চালকের মৃত্যু হয় এবং একজন শ্রমিক গুরুতর আহত হন এবং তিনি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রেলওয়ে কর্মকর্তারা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

অভিনব উদ্যোগ, জলপাইগুড়ি রোড এবং ধূপগুড়ির স্টেশন সাজছে নতুন গল্পের মোড়কে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জুলাই ঃ কোথাও সিংহদুয়ার, কোথাও মন্দির কিংবা কোথাও রয়েছে রাভা-মেচ জনজাতির ছোঁয়া! জলপাইগুড়ি রোড এবং ধূপগুড়ির স্টেশন সাজছে এমনই নতুন গল্পের মোড়কে। উত্তরবঙ্গের বৈশিষ্ট্যকে ছড়িয়ে দিতেই রেলের

অভিনব উদ্যোগ। রেলের পরিকাঠামোয় ধরা পড়ছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছাপ। একদিকে রাজকীয় ইতিহাস, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক পরম্পরা-দুয়ের সংমিশ্রণে নতুন রূপ পাচ্ছে জলপাইগুড়ির দুই গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন। শতাব্দী প্রাচীন বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির আদলেই নির্মাণ হচ্ছে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন। সম্প্রতি স্টেশনের নতুন নকশা প্রকাশ্যে আনে রেল কর্তৃপক্ষ। থাকবে রাজপ্রাসাদের মতো বিল্ডিং, আর প্রবেশদ্বার তৈরি হবে ঠিক রাজবাড়ির সিংহদুয়ারের আদলে। অন্যদিকে, অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে উত্তরবঙ্গের রাভা-মেচ জনজাতিদের সংস্কৃতি সংক্রান্ত বার্তা। সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় জানান, আমরা চাইছি স্থানীয় সংস্কৃতির পরিচয় উঠে আসুক রেল পরিকাঠামোয়। এদিকে ধূপগুড়ি রেল স্টেশন গড়ে উঠছে জল্পেশ শিবমন্দিরের আদলে। শৈব তীর্থের মতোই নির্মাণশৈলী, গম্বুজ ও খিলান- সবেতেই থাকবে মন্দিরের ছোঁয়া। রেল আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে নকশা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিষয়ের উপর মত বিনিময়ও করেন সাংসদ। দুই স্টেশনেই চলছে 'অমৃত ভারত প্রকল্প'-এর কাজ। যদিও ধূপগুড়ি স্টেশনে কিছু টেকনিক্যাল কারণে কাজের গতি খানিক ধীর, তবে রেলের তরফে দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাংসদ জানান, নিউ মাল, ধূপগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি রোড-এই তিন স্টেশনে প্রকল্পের কাজ আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা। এই উদ্যোগ শুধু পরিকাঠামো নয়, তুলে ধরবে উত্তরবঙ্গের গর্ব, ইতিহাস আর বিশ্বাসের প্রতীকগুলোকেও।

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara,
Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)
NOTICE INVITING E-TENDER No. 538/Abuj-I/2025, Dated: 08/07/2025

The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the work of Construction of Toilet. Last date of submission of Bid **16/07/2025 up to 12.00 p.m.** Technical Bid Opening Date **18/07/2025 at 02.00 pm** onwards. For details please visit website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

OFFICE OF THE SERENGDIH GRAM PANCHAYAT
P.O.- SERENGDIH BAGHMUNDIH DEV.BLOCK. PURULIA

NOTICE OF INVITING TENDER From SERENGDIG Gram Panchayat under Baghmundih Dev. Block Dt. Purulia (W.B.)

1. NIQ NO.-02/2025-2026.SRNGP. DT.04/07/2025 Date of Submission of seal NIQ paper On any working day from **04/07/2025 to 14/07/2025. (From 10 AM TO 5 PM.** except **14/07/2025 up to 1 PM).** Date of Opening of **NIQ..14/07/2025 2 P.M.** G.P. OFFICE MEETING HOL. For more details contact with the undersigned in office hours.

Sd/- Pradhan
Serengdih Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide **NIT No.: 11/MGP/ OWN FUND /2025 (3 nos VOLTAS AC -1TON ONE PC AND 1.5 TON** TWO PCS and 2 nos v-guard VTI 4130 1.5 ton AC Inverter) Dated **16.06.2025.** Bid Submission Start Date (Online)-**08.07.2025 (10.00 hrs),** Closing Date (Online): **14.07.2025 (14.00 hrs)**. Bid Opening Date (Online): **26.06.2025 (14.00 hrs)**. Please look for details on **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Thanking You.
Sd/-
Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড

CIN:L99999WB1982PLC035576
রেজি. অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেইলঃ **investors@shreetulsionline.com**, ওয়েবসাইট ঃ **www.shreetulsionline.com**
টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৬২৪৭১৭

গণবিজ্ঞপ্তি- ৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)

কোম্পানির ৪৩ তম (তেতাল্লিশ তম) বার্ষিক সাধারণ সভা ১১ আগস্ট, ২০২৫, সোমবার, সকাল ১১.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলির সাথে পঠিত হবে, যা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের MCA সাধারণ সার্কুলার নম্বর ৯ / ২০২৪ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI সার্কুলার নম্বর SEBI/ HO/CFD/ CFD-PoD-2/ CIR/2024/ 133 এর সাথে পঠিত হবে, যাতে ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি লেনদেন করা যায়।
উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪- ২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠাতে হবে যাদের ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি / আমানতকারীদের সাথে নিবন্ধিত। কোম্পানি পূর্ববর্তী পদ্ধতির মতোই তার সমস্ত সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাও প্রদান করছে। সদস্যরা শুধুমাত্র VC / OAVM এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম চলাকালীন এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং দূরবর্তী ই- ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম নোটিশে দেওয়া আছে।
যদি আপনার ইমেল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে। যদি আপনি কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ পেতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

শারীরিক ধারণ	কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স অ্যাড্রয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে info@adroitcorporate.com ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠান। ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য প্রদান করুন। **অনুগ্রহ করে সোমবার, ০৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে** বা তার আগে একই তথ্য আপডেট করুন।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (DP) এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং DP এর পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। **অনুগ্রহ করে ৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে** বা তার আগে একই তথ্য আপডেট করুন।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.shreetulsionline.com**-এও পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড **www.cse-india.com** এবং মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড **www.msei.in**-এও বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩ অনুসারে VC/ OAVM -এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেডের জন্য
বিনোদ কুমার বড়রা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
DIN: 00780848

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ০৮ ।০৭ ।২০২৫

সৌরভের জন্মদিনের শুভেচ্ছার বন্যা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেটে আজ স্পেশাল দিন। দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন। ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে এই দিনটা বাড়তি গুরুত্ব রাখে। দেশজুড়েই ক্রিকেট প্রেমীরা জন্মদিন পালন করেন। শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসে যায় সোশ্যাল মিডিয়া। ঘুরে ফিরে আসে সৌরভের নানা দুর্দান্ত মুহূর্তের ছবি। বিশেষ করে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সেই জার্সি ওড়ানোর মুহূর্ত। সৌরভ

গঙ্গোপাধ্যায় নিজে কী ভাবে জন্মদিন পালন করছেন? তারই ঝলক তুলে ধরা হল। প্রথমে ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পথে দুবাই বিমানবন্দরে কেক কাটা হয়। সঙ্গে ডোনা এবং কাছের বন্ধুরা ছিলেন সৌরভের সঙ্গে। এখানেই শেষ নয়। বেহালায় মহারাজের বাড়িতেও জন্মদিন পালন হল। খুদে ভক্তরাও হাজির হয়েছিলেন। সৌরভ তাদের সামনেই কেক কাটেন। খুদে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের ভালো খেলার পরামর্শ দেন।

বাধা হল বৃষ্টি! পিছিয়ে গেল ময়দান প্রধানের ম্যাচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাইঃ ঘরোয়া ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য হতাশার এক দিন। কলকাতা লিগে আজ ম্যাচ ছিল লাল-হলুদ শিবিরের, প্রতিপক্ষ বেহালা এসএস স্পোর্টিং। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে হার মানল ক্রীড়া। সকাল থেকেই কলকাতা এবং আশপাশের এলাকায় শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি, যার ফলে আজকের ম্যাচটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল আয়োজক সংস্থা আইএফএ। এদিনের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ স্টেডিয়ামে, দুপুর ৩টেয়। কিন্তু সকাল থেকেই লাগাতার বৃষ্টির ফলে মাঠের অবস্থা খেলার উপযোগী ছিল না। সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘলা, থেমে থেমে চলছিল ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। জানা গিয়েছে মাঠে জল জমে যাওয়ার কারণে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা এবং খেলাটির মান বিবেচনা করে শেষমেশ ম্যাচ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চলতি কলকাতা লিগে গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এখন পর্যন্ত দুইটি ম্যাচ খেলে একটি জয় ও একটি ড্র করেছে বিনো জর্জের দল। প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ৭-১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত করে মেসারার্স ক্লাবকে। দ্বিতীয় ম্যাচে সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে গোলপোস্টে বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করে শেষমেশ ১-১ গোলে ড্র করে লাল-হলুদের ছেলেরা। সেই ড্র ম্যাচের পর আজকের খেলায় ফের জয়ের ছন্দে ফেরার লক্ষ্য ছিল ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু প্রকৃতির বাধায় আপাতত সেই অপেক্ষা বাড়ল। বেহালা এসএস স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু টানা বৃষ্টির কারণে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল। আজকের ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়া হলেও, এখনও পর্যন্ত নতুন তারিখ জানানো হয়নি। কলকাতা লিগের আয়োজক সংস্থা আইএফএ এখনও এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। তবে আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী দু-তিন দিন কলকাতা ও শহরতলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ম্যাচ পুনঃনির্ধারণ নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা আজকের ম্যাচ নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজিত ছিলেন। অনেকেই সকাল থেকেই মাঠে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু শেষমেশ খেলা না হওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা স্পষ্ট। সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই বৃষ্টির মধ্যে অনিশ্চয়তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ইস্টবেঙ্গল আপাতত দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এ'-তে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। আজকের ম্যাচে জয় পেলে তারা শীর্ষ তিনে উঠে আসতে পারত। এখন দেখার, ম্যাচটি কবে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইস্টবেঙ্গল কতটা প্রস্তুত থাকে সেই নতুন তারিখে ঘুরে দাঁড়াতে।

'ব্যাট হাতে ব্র্যাডম্যান, নেতৃত্ব দশে দশ!'

শুভমান গিলের মাস্টারক্লাসে মুগ্ধ রবি শাস্ত্রী

মুম্বই, ৮ জুলাইঃ নামে শুভমান গিল। কিন্তু খেললেন ডন ব্র্যাডম্যানের মতো। এজবাস্টনে ভারত অধিনায়কের ব্যাটিংয়ে ক্রিকেট কিংবদন্তির ছায়া দেখলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। পাশাপাশি অধিনায়কত্বে লক্ষ করলেন চূড়ান্ত পরিণতির ছাপ। ভূমিকা গিলের। প্রথম ইনিংসে ২৬৯ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ফের শতরান, সঙ্গে দুরন্ত দল পরিচালনা-চর্চায় আসার সমস্ত উপকরণ মজুত। রবি শাস্ত্রী বলেন, ''অধিনায়কত্বের জন্য দশে দশ। এর বেশি কিছু চাওয়ার নেই। এক ম্যাচে পিছিয়ে থেকেও এমন দাপুটে জয়... ব্যাটিং তো

গিলের সামগ্রিক পারফরম্যান্সে মুগ্ধ শাস্ত্রীর চোখে, 'ভারতীয় অধিনায়কের ভূমিকায় সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স-নেতৃত্ব ও ব্যাটিং দুই দিক থেকেই অতুলনীয় শুভমান!' সিরিজের গোড়াতেই পিছিয়ে থাকা ভারত দ্বিতীয় টেস্টে যেভাবে ঘুরে দাঁড়াল, তাতে অন্যতম ব্র্যাডম্যানকেও হার মানায়! ২৬৯ এবং ১৬১-জয় নিশ্চিত। অসাধারণ।'' যদিও লিডস টেস্টে গিলের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। শাস্ত্রী নিজেও বলেন, ''হেডিংলেতে গিল একটু বেশিই বল ফলো করছিল। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। কিন্তু এজবাস্টনের শুভমান সক্রিয় ও আগ্রাসী। সমস্ত সিদ্ধান্তে আগাম পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট।'' অনেকের চোখে, গিলের অন্যতম মাস্টারস্ট্রোক বুমরাহর বদলি হিসেবে অর্শদীপ নয়, আকাশ দীপকে খেলানো। অভিষেকেই ১০ উইকেট তুলে সাসারামের পেসার টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম ম্যাচ-উইনার। শাস্ত্রীর মতে, ''আকাশ ইংল্যান্ডের কন্ডিশনের জন্য আদর্শ। সিরিজে ইংরেজ ব্যাটারদের আরও ভোগাবে ও।'' প্রসঙ্গত, এজবাস্টনেই শুবমান গিল ভেঙেছেন একাধিক ব্যাটিং রেকর্ড, যার মধ্যে রয়েছে বিরাট কোহলির টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের নজির। একইসঙ্গে তিনি প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে এজবাস্টনে টেস্ট জেতার কৃতিত্বও অর্জন করেছেন। এবার লড়াই সামনে আরও বড় মঞ্চ-লর্ডসে। আগামী ১০ জুলাই শুরু হতে চলেছে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। এজবাস্টনের জয় যে ভারতের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বুমরাহর ফিরে আসা মানে বোলিং বিভাগ আরও চনমনে। যা স্টোকসদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারে।

আকাশ দীপের আকাশছোঁয়া সাফল্য, সিএবি সভাপতির হৃদয়ছোঁয়া চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাইঃ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে অসাধারণ পারফরম্যান্সে ইতিহাস গড়েছেন ভারতীয় পেসার আকাশ দীপ। ১০ উইকেট শিকার করেছেন তিনি। এরই মধ্যে ভারত প্রথমবারের মতো ১৯৬৭ সালের পর এজবাস্টনে টেস্টে জয়ের স্বাদ পেয়েছে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হিসেবে নির্বাচিত হন আকাশ দীপ, ভারতের জন্য সত্যিই গৌরবের। ইংলিশ ব্যাটারদের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৪/৮৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৬/৯৯ করে মিলিতভাবে ১০/১৮৭ স্কোরে উইকেট সংগ্রহ করেন আকাশ দীপ। এর ফলে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং ব্যাকবোনকে পুরোপুরি বিশৃঙ্খল করে দেয় । দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম দিকে জো রুট ও হ্যারি ব্রুক বার্মিংহামে প্রবল গতিতে আক্রমণাত্মক শূন্যতা তৈরি করেন। সচিন তেন্ডুলকর বলেন, রুটকে আউট করা বলটা 'বল অফ দ্য সিরিজ'। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম দল দ্বিতীয়-বিলম্বে খেলেছে এবং টস ভুল ছিল বলে মন্তব্য করেছেন। তবে প্রশংসা করেছেন ভারতীয় পেসার দীপের বোলিং নিয়ে। বাংলা ও দেশের তরুণ ক্রিকেটারদের কাছে আকাশ দীপ হয়ে উঠেছেন আবেগ ও অধ্যবসায়ের উদাহরণ। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বঙ্গলের সভাপতি স্নেহাশীষ গঙ্গোপাধ্যায় এক হৃদয়গ্রাহী চিঠির মাধ্যমে তিনি লিখেছেনঃ "Dear Akash...It is with immense pride...Your skills and determination...are a source of inspiration for many..." এই চিঠিতে উচ্চারিত গর্ব আর সম্মান আকুতি তুলছিল আকাশের অর্জন এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনার ক্ষেত্রান্তর-দেশের ক্রিকেটের জন্য এক অত্যন্ত মূল্যবান মুহূর্ত। আকাশ দীপের দ্বিতীয় টেস্টে ১০ উইকেট সংগ্রহের এই নজিরগড়া অভিযান কেবলমাত্র ক্রীড়ার ইতিহাস নয়, এটি একটি মানবিক যাত্রা, যা পার্থিব দুঃখ, আত্মত্যাগ, নির্ভরযোগ্যতা ও ইতিবাচক চেতনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আগামী লর্ডসের লড়াইয়ে তাঁর অবদান থাকতে পারে সিরিজের মোড় বদলের প্রবল সম্ভাবনা-এখানে আত্মোল্লাসের ধ্বনি কেবল দলের মহত্তম জয় নয়, বরং একজন ক্রিকেটার ও মানুষের ভেতরে অবিশ্বাস্য শক্তি এবং জিকারের গল্পের প্রতিচ্ছবি।

সৌভাগ্যে পাওয়া জয়টা কেন নিতে চান না শীর্ষ বাছাই সিনার

লন্ডন, ৮ জুলাইঃ হার চোখ রাঙাচ্ছিল ইয়ানিক সিনারকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচিয়ে দিল সৌভাগ্য, যেটা গ্রিগর দিমিত্রভের জন্য আবার দুর্ভাগ্য। উইম্বলডনের গতকাল রাতে শেষ ষোলোয় ১৯তম বাছাই দিমিত্রভের মুখোমুখি হন সিনার। র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানীয় এই

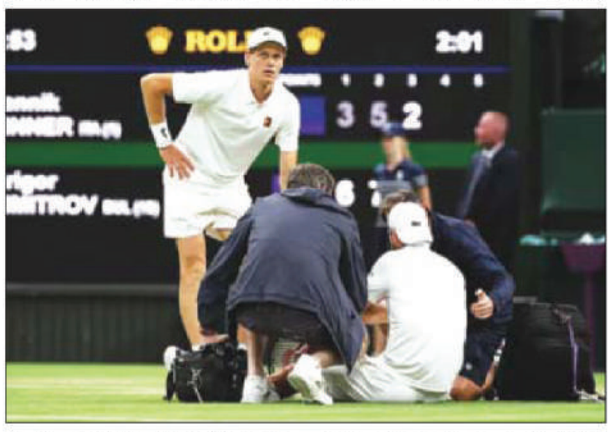

ইতালিয়ান প্রথম দুই সেট হেরেও (৩-৬, ৫-৭) যান বুলগেরিয়ান দিমিত্রভের কাছে। তৃতীয় সেটে ২-২ এ থাকতে ডান পাশে বুকের ওপরে মাংসপেশিতে চোট পেয়ে কোর্টেই পড়ে যান দিমিত্রভ। সিনার ছুটে যান তাঁর কাছে। শেষ পর্যন্ত আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি দিমিত্রভ। চোখের জলে ভিজে সেন্টার কোর্ট ছাড়তে হয় তাঁকে। সিনার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও এই ম্যাচ জিতেছেন বলে তিনি মনে করেন না। ওপেন যুগে নবম পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে টানা সাতটি গ্র্যান্ড স্লামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও বন্ধু দিমিত্রভ চোট পেয়ে বিদায় নেওয়ায় মন ভালো নেই সিনারের। সেটা বোঝা গেছে সেন্টার কোর্টেই। দিমিত্রভকে কোর্ট ছাড়তে সাহায্য করার পর আবারও ফিরে আসেন সিনার। কোর্টে দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''এটাকে আমি জয় বলে মনে করি না। আমাদের সবার জন্যই এটা দুর্ভাগ্যজনক এক মুহূর্ত।'' তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েও সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি দিমিত্রভ। তাঁর ইনজুরি প্রবণতাও সকালের জানা। এ নিয়ে টানা পাঁচটি গ্র্যান্ড স্লামে চোটের কারণে বিদায় নিতে হলো দিমিত্রভকে। এ নিয়ে সিনার বলেছেন, ''চোটের কারণে গত কয়েকটি গ্র্যান্ড স্লামে সে খুব ভুগেছে। তাকে আবারও চোট পেতে দেখাটা খুব কঠিন বিষয়। সে খেলাটাকে কতটা ভালোবাসে সেটা তার প্রতিক্রিয়া দেখেই বোঝা গেছে। এমন সমাপ্তি আমরা দেখতে চাইনি। এটা কষ্টের।'' প্রথম সেটে কোর্টে পড়ে গিয়ে সিনারও ডান কনুইয়ে হালকা চোট পেয়েছিলেন। তবে দিমিত্রভের মতো তাঁকে ভুগতে হয়নি। এক বছর আগে এই অল ইংল্যান্ড ক্লাবেই শেষ ষোলোয় হাঁটুর চোটের দানিল মেদভেদেভের বিপক্ষে ম্যাচ ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছিল দিমিত্রভকে। এবার আবারও একই ঘটনার শিকার হওয়ায় সিনারের কণ্ঠে দিমিত্রভের প্রতি সহানুভূতিই ঝরল, ''বুঝতে পারছি না কী বলা উচিত। সে অবিশ্বাস্য খেলোয়াড়, যেটা আমরা আজ দেখেছি। গত কয়েক বছরে ভাগ্য তার সহায় হয়নি। সে আমার বন্ধু এবং কোর্টের বাইরেও আমাদের বোঝাপড়া ভালো। পরের রাউন্ডে খেলার সুযোগ থাকলে এটা তার পাওনা।'' তিনবারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন সিনার কোয়ার্টার ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ম বাছাই বেন শেলটনের মুখোমুখি হবেন। মেয়েদের এককে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন পোল্যান্ডের ৮ম বাছাই ইগা সিওনতেক। ডেনমার্কের ২৩তম বাছাই ক্লারা টওসনকে ৬-৪, ৬-১ গেমে হারান তিনি। পাঁচবারের গ্র্যান্ড স্লামজয়ী সিওনতেক কখনো উইম্বলডনের ফাইনালে উঠতে পারেননি।

ফেডেরার 'অভিশাপ' কাটাতে পারার উচ্ছ্বাস জকোভিচের

লন্ডন, ৮ জুলাইঃ সেন্টার কোর্টে সোমবার শুরুটা ভীষণ বাজে হয় জকোভিচের। আধা ঘণ্টার মধ্যে হেরে যান প্রথম সেট। সেই ধাক্কা সামলে পরপর দুই সেট জিতে নেন তিনি। চতুর্থ সেটে জকোভিচ আবার পিছিয়ে পড়েন ৪-১ গেমে। রয়্যাল বক্সে ছিলেন ফেডেরার, উইম্বলডনে পুরুষ এককের রেকর্ড আটবারের চ্যাম্পিয়ন। তার রেকর্ড ছোঁয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলা জকোভিচ (গ্যালারিতে বসে) আমাকে খেলতে দেখছেন এবং আমি ম্যাচ জিতলাম। গত কয়েকবার (তার সামনে) আমি হেরে গিয়েছিলাম, তাই অভিশাপটা কাটাতে পেরে ভালো লাগছে। রজার অনেক বড় একজন চ্যাম্পিয়ন এবং তাকে আমি অনেক সম্মান করি। অনেক বছর আমরা এই মঞ্চে খেলেছি এবং আবার তাকে তার প্রিয় ও সফল টুর্নামেন্টে ফিরে পাওয়াটা দারুণ ব্যাপার।'' উইম্বলডনে

এরপর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে জয় তুলে নেন। তিন ঘণ্টা ১৮ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ান ১১তম বাছাইকে ১-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন রেকর্ড ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী জকোভিচ। কিংবদন্তি ফেডেরারের সামনে অবশেষে জিততে পারার উচ্ছ্বাস ম্যাচ শেষে জকোভিচের কণ্ঠে ধরা দিল, তার চোখে-মুখেও ছিল সেই প্রতিফলন। ''এটাই হয়তো প্রথমবার যে, তিনি ফেডেরারের সর্বোচ্চ শিরোপা জয়কে ছোঁয়ার পাশাপাশি আরেকটি রেকর্ড গড়ার দিকেও ছুটছেন জকোভিচ। সামনের তিনটি ম্যাচ জিতলেই গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাসে (পুরুষ ও নারী মিলিয়ে) সর্বোচ্চ ২৫টি শিরোপা হবে ৩৮ বছর বয়সী তারকার। বর্তমানে তার সঙ্গে সর্বোচ্চ ২৪ গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ডটির মালিক কিংবদন্তি মার্গারেট কোর্ট।

বুয়ানথাংলুন সামতের সঙ্গে চুক্তি বাড়িয়ে নিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড

গুয়াহাটি, ৮ জুলাইঃ ডুরান্ড কাপ জয়ের মধ্য দিয়ে গত মরসুম শুরু করেছিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড। সেই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে লড়াই করতে হয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে। একটা সময় পিছিয়ে থাকতে হলেও পরবর্তীতে ঠিক সমতায় ফিরেছিল পাহাড়ের এই ফুটবল ক্লাব। তারপর অতিরিক্ত সময় বাজিমাত করেছিল নর্থইস্ট। যারফলে প্রথম ট্রফি এসেছিল ঘরে। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি ছিল সমর্থকরা। পরবর্তীতে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ও জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছিল বেনালির ছেলেরা। টুর্নামেন্টের শুরুতে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে আটকে দিয়েছিল

জামশেদপুর এফসির কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। তবুও সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা কলিঙ্গ সুপার কাপে জয় দিয়ে শুরু করেছিল বেনালির ছেলেরা। এই জয়ের দরুন নতুন করে খেতাব জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সমর্থকরা। কিন্তু ফের বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল জামশেদপুর এফসি। আইএসএলের পরাজয়ের বদলা নেওয়ার লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ডুরান্ড কাপ জয় করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল পাহাড়ের দলকে। সেই সব ভুলে অনেক আগে থেকেই নতুন মরসুমের জন্য খেলোয়াড় চূড়ান্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। নতুন ফুটবলার চূড়ান্ত করার

আলাদিন আজারাইরা। সেই জয় নিঃসন্দেহে বাড়তি আত্মবিশ্বাস যুক্ত করেছিল দলের ফুটবলারদের মধ্যে। পরবর্তীতে ম্যাচ এগোনোর সাথে সাথে বজায় ছিল সেই ছন্দ। যারফলে টুর্নামেন্টের প্রথম ছয়ের মধ্যে স্থান করে নিতে খুব একটা সমস্যা হয়নি তাঁদের পক্ষে। বেশ কয়েকটি ম্যাচে আটকে যেতে হলেও সেখান থেকে অনায়াসেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল দল। এই স্প্যানিশ কোচের হাত ধরেই আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য থাকলেও সম্ভব হয়নি। একবারের শিল্ড জয়ী দল পাশাপাশি বেশকিছু তারকার সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। এবার সেই তালিকার যুক্ত হয়েছেন একজন ভারতীয় রাইট ব্যাক। তিনি বুয়ানথাংলুন সামতে। গত আইএসএলে দলের রক্ষণভাগ সামাল দেওয়ার পাশাপাশি তিনটি অ্যাসিস্ট ছিল এই ফুটবলারের। হিসাব অনুযায়ী আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি থাকলেও সেটা আরও বাড়িয়ে নিল জন আব্রাহামের ক্লাব। যারফলে আগামী ২০২৮ সাল পর্যন্ত দলের সঙ্গেই থাকছেন রক্ষণভাগের এই খেলোয়াড়।

মেসিকে সৌদি আরবের হাতছানি, এবার সাড়া দেবেন কি কিংবদন্তি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসিকে নিয়ে গুঞ্জন চলছে বেশ আগে থেকেই। অনেক রকম কথাই হচ্ছে। ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'লে'কিপ' এর মধ্যে দিল নতুন খবর। আগে গুঞ্জনটা ভেঙে বলা যাক। ইএসপিএন আর্জেন্টিনার সাংবাদিক এস্তেবান এদুল এর আগে জানিয়েছেন, চলতি বছরের ডিসেম্বরের পর যখন ইন্টার মায়ামির সঙ্গে মেসির চুক্তি শেষ হবে, তখন তিনি সম্ভবত ইউরোপের কোনো লিগে ফিরতে পারেন, সেটা হতে পারে স্পেনেই, তাঁর পুরোনো ক্লাব বার্সেলোনায়। কারণ? ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার আগে ইউরোপের কোনো ক্লাবে নিজেকে শাণিয়ে নিতে চান মেসি-তখন এই যুক্তি দিয়েছিলেন এদুল। কিন্তু মেসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকা স্প্যানিশ সাংবাদিক গিয়েম বালাগ জানিয়েছেন, মেসির ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার নিশ্চয়তা নেই। তাই বিশ্বকাপের আগে মেসি কোথায় খেলবেন, ইন্টার মায়ামি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন কি না, সেটার নিশ্চয়তা নেই। এসব নিয়ে মেসি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। আর বিবিসি জানিয়েছিল, মেসি মায়ামির সঙ্গে চুক্তি নবীকরন করতে রাজি ও দুই পক্ষের আলোচনা ভালোভাবেই এগোচ্ছে। লে'কিপ এসব গুঞ্জনের আগুনে নতুন ঘি ঢেলেছে-সৌদি আরব নাকি মেসিকে তাদের ফুটবলে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেসির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে দেশটির প্রো লিগের ক্লাব আল আহলির। ৩৮ বছর বয়সী

আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির সঙ্গে চুক্তি করতে 'যা যা করার দরকার সবই করবে' এই সৌদি ক্লাবটির বোর্ড-এমন খবরই জানিয়েছে লে'কিপ। কয়েক সপ্তাহ ধরে নাকি মেসির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা চলছে আল আহলির। সৌদি অফিশিয়ালরা মেসিকে রাজি করানোর চেষ্টা করছেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি থেকে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো চেষ্টা চালানো হচ্ছে মেসিকে নিয়ে যাওয়ার। ২০২৩ সালে মেসি পিএসজি ছাড়ার পর তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সৌদির ঘরোয়া ফুটবল থেকে। কিন্তু বার্সেলোনা কিংবদন্তি তখন ইন্টার মায়ামিকে বেছে নেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামির সঙ্গে ডিসেম্বরে মেসির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে। এখনো নতুন চুক্তির বিষয়ে অফিশিয়ালি কিছু শোনা যায়নি। মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর দুটি ট্রফি জিতলেও এখন পর্যন্ত মেসি ক্লাবটির হয়ে বড় কোনো শিরোপা জিততে পারেননি। শিরোপা জয় বিচারে আল আহলি সৌদির তৃতীয় সর্বোচ্চ সফল ক্লাব। ৫২টি ট্রফি জেতা এই ক্লাব গত মরসুমে জিতেছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ। ম্যানচেস্টার সিটির প্রাক্তন খেলোয়াড় রিয়াদ মাহরেজ, লিভারপুলের প্রাক্তন ফরোয়ার্ড রবার্তো ফিরমিনো আছেন আল আহলিতে। জেদ্দার এই ক্লাবটির মালিক সৌদি আরবের সরকারি তহবিল সংস্থা পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ)। মেসির একসময়ের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো খেলেন প্রো লিগেরই ক্লাব আল নাসরে। মেসি যদি শেষ পর্যন্ত আল আহলির প্রস্তাবে রাজি হন, তাহলে সৌদি আরবে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবারও দেখা যেতে পারে। লে'কিপের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেসির সঙ্গে আল আহলির দর-কষাকষিতে পারিশ্রমিকের অঙ্কটা এখনো জানা যায়নি তবে সৌদি আরব ২০৩৪ বিশ্বকাপ সামনে রেখে এই পরিকল্পনা করেছে। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

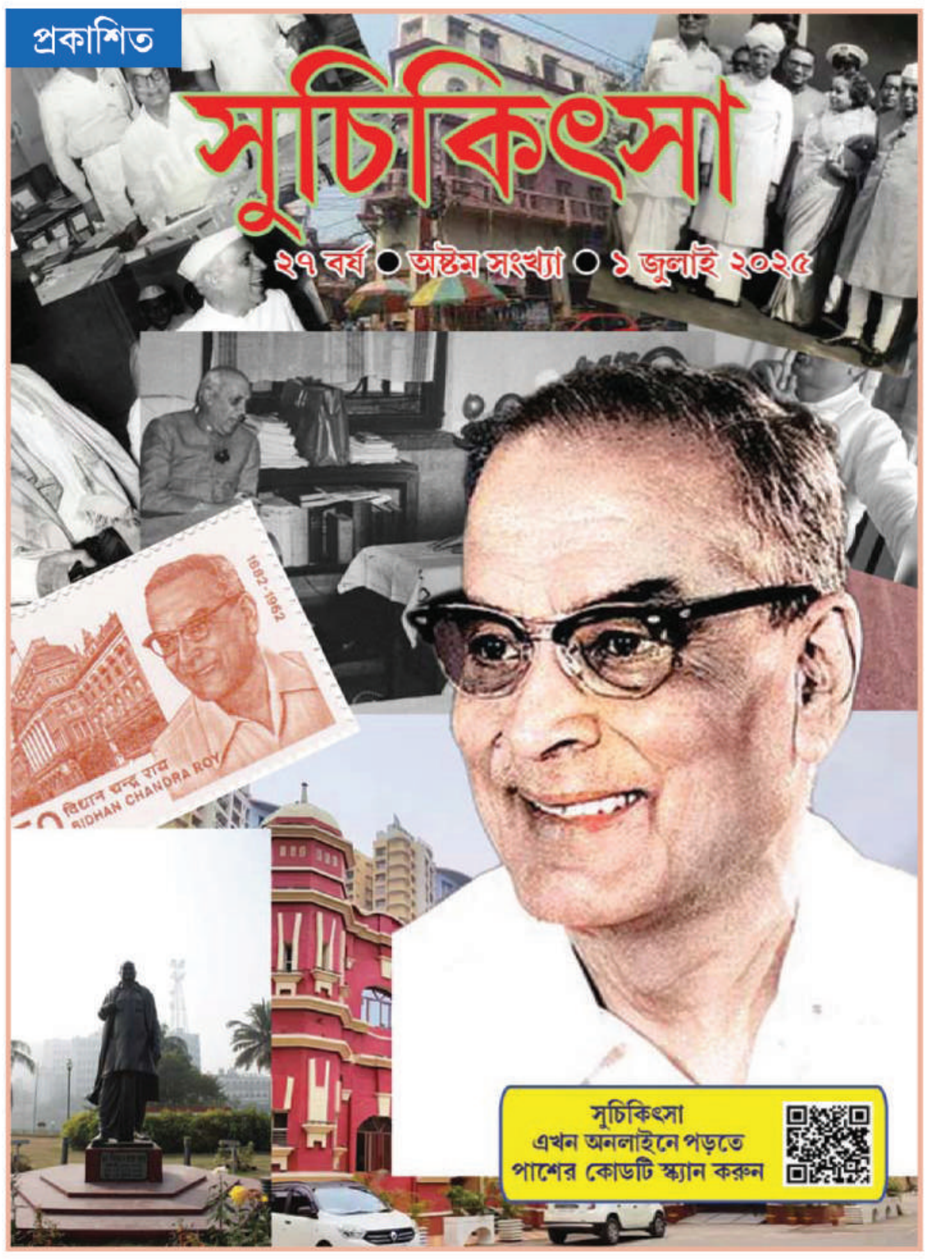

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com